ষোড়শ বর্ষ [শ্রাবণ, ১৩৩৫] চতুর্থ উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'
উপন্যাসমালার
১২৭নং উপন্যাস

ষোল বছরের জের

[প্রথম সংস্করণ]

অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা ৸৹ এ।

ষোল বছরের জের

প্রথম পর্ব

ষোল বৎসর পরে

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম হইতেই ইংলণ্ডের পার্কমুর কারাগারের ১৮৪৩ নং কয়েদী পল সাইনস্ কারাগারের ওয়ার্ডারদের নিকট পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল, "২৩এ মার্চ্চ প্রভাতে আমি মুক্তিলাভ করিব। আমার মুক্তিলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই, তোমরা স্মরণ রাখিও—সে দিন ২৩এ মার্চ্চ।"

তাহার কথা শুনিয়া কারারক্ষীরা একটু হাসিত মাত্র, তাহার কথার প্রতিবাদ করিত না। সে হাসি অবিশ্বাসের হাসি; কারণ তাহারা জানিত পল সাইনস্ কারাগারে সদ্ব্যবহারের জন্য কারা-বিধানানুসারে যদি কিছু দিনের দণ্ড রেহাই পায়, তাহা হইলেও ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহার মুক্তি লাভের আশা ছিল না। বিশেষতঃ কোন্ মাসের কোন্ তারিখে তাহাকে মুক্তিদান করা হইবে, তাহা তাহার বাস কক্ষের দ্বারে একখানি কার্ডে লিখিত ছিল।

পল সাইন্সের কথা শুনিয়া কারারক্ষীকে অবিশ্বাস ভরে হাসিতে দেখিয়া সে গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আমার কথা বিশ্বাস হইল না এজন্য হাসিতেছ! কিন্তু ২৩এ মার্চ্চ সকালে দেখিবে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি; সেই দিন আমাকে কারাগার ত্যাগ করিতে দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

কারারক্ষী পল সাইনসের কক্ষদ্বারে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "যে তারিখে তুমি মুক্তিলাভ করিবে—তাহা ঐখানে কার্ডে লেখা আছে। মার্চ্চ মাসে নয়, তুমি ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

পল দৃঢ়স্বরে বলিল "কিন্তু আমার মুক্তিলাভের দিন ২৩এ মার্চ্চ, একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়।"

কারারক্ষী পল সাইনস্‌কে ব্যায়াম-ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "২৩এ মার্চ্চ না বলিয়া, যদি বলিতে ১লা এপ্রিল তুমি মুক্তিলাভ করিবে, তাহা হইলে কথাটা তোমার মত বুদ্ধিমানের মুখে শোভা পাইত।"

১লা এপ্রিল 'নির্ব্বোধের দিন' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এই জন্য কারারক্ষী রসিকতা করিয়া ঐ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া পল বলিল, "আজ আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছ; কিন্তু ২৩এ মার্চ্চের ত আর অধিক বিলম্ব নাই. সেদিন আমার কথা স্মরণ হইলে আমাকে আর যাহাই মনে কর, নির্ব্বোধ মনে করিবে না। আমি স্বীকার করি আমার কথা বিশ্বাস করা একটু কঠিন বটে।"

কারারক্ষী তাহাকে আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সে কারাধ্যক্ষ মেজর সোয়েনীকে এ কথা জানাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। "পল সাইনসের বিশ্বাস, সে ২৩এ মার্চ্চ প্রভাতে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে,"—এই কথা শুনিয়া মেজর সোয়েনী হাসিয়া বলিলেন, "পাগল! দীর্ঘকাল কারাগারের কঠোর পরিশ্রমে উহার মাথা খারাপ হইয়াছে। সে বোধ হয় ২৩এ মার্চ্চ কারা-মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছে!"

কারাধ্যক্ষ এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু ঠিক ২২এ মার্চ্চ অপরাহ্নকালে একখানি সরকারী চিঠি খুলিয়া তাহা পাঠ করিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার আফিসের চেয়ারে বসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "কালই ত ২৩এ মার্চ্চ।—কয়েদীটা এক মাস দেড় মাস পূর্ব্বে কিরূপে জানিল ২৩এ মার্চ্চ সে মুক্তিলাভ করিবে?—বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" মেজর সোয়েনী পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।—সেখানি ১৮৪৩ নং কয়েদী পল সাইনসের মুক্তিদানের আদেশ-পত্র। পত্রখানি সরকারী কাগজে টাইপ-করা। তাহাতে কয়েদী পল সাইনস্‌কে ২৩এ মার্চ্চ প্রভাতে মুক্তিদানের আদেশ লিখিত ছিল। কারাধ্যক্ষ বিস্ফারিত নেত্রে সেই পত্রের লেখকের স্বাক্ষরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই দস্তখত তাঁহার অপরিচিত নহে, জাল স্বাক্ষরও নহে।

নবনিযুক্ত হোম সেক্রেটারী জন সেল্‌বী ওয়েট তাহাতে নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন; তাঁহার দস্তখতের নীচে তাঁহার আফিসের মোহর অঙ্কিত ছিল। তারিখ ছিল—২২এ মার্চ্চ। সেই দিনই ২২এ মার্চ্চ।

হোম সেক্রেটারী পল সাইনসের দণ্ড শেষ হইবার আটমাস পূর্ব্বে তাহার মুক্তিদানের আদেশ করিয়াছেন!—২৩এ মার্চ্চ সে মুক্তিলাভ করিবে—ইহা সে দেড় মাস পূর্ব্বে কিরূপে জানিতে পারিল? তবে কি সে ভবিষ্যতের কথা গণিয়া বলিতে পারে?—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?—কারাধ্যক্ষ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন ২৩এ মার্চ্চ প্রভাতে তিনি প্রধান ওয়ার্ডারকে ডাকিয়া ১৮৪: নং কয়েদীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এই কয়েদী প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে বলিয়াছিল ২৩এ মার্চ্চ সে মুক্তিলাভ করিবে। এ সংবাদ সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

প্রধান ওয়ার্ডার কারাধ্যক্ষের আদেশ শুনিয়া হতবুদ্ধি হইল, তাহার পর বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! সাইনস্ দণ্ড শেষ হইবার আট মাস পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করিল?—এই সংবাদ শুনিয়া সে হয় ত প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? সে ত বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছে—আজ মুক্তি লাভ করিবে। অনেকেই এ কথা জানে। তুমি তাহার কুঠরীতে গিয়া হয় ত দেখিবে সে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। তুমি তাহাকে অবিলম্বে এখানে হাজির কর।"

তখন প্রভাত সাতটা মাত্র, কয়েদীদের প্রাতঃকৃত্যের সময়; ইহা জানাইবার জন্য ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। প্রধান ওয়ার্ডার কারাধ্যক্ষের আদেশ পালনের জন্য সুপ্রশস্ত কারা-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিয়া পল সাইনসের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। 'ডি' ওয়ার্ডের দোতালায় এই কক্ষ অবস্থিত। কক্ষদ্বারে নম্বর লেখা ছিল, "ডি ৩।১৬"।

প্রধান রক্ষী সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া দেখিল, কয়েদী পল সাইনস্ তাহার কক্ষমধ্যে কয়েদীর পোষাক ও টুপি পরিয়া ও তাহার নম্বরটি বুকে আঁটিয়া এভাবে দাঁড়াইয়া ছিল—যেন সে প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই কক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত! সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র সে প্রধান রক্ষীর আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই কয়েকখানি কেতাব বগলে লইয়া, এবং বালিসের ওয়াড়ের একটি তল্পি এক হাতে ঝুলাইয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রধান ওয়ার্ডারের চক্ষু স্থির! কয়েদী কিরূপে জানিল—সেই প্রভাতেই তাহার মুক্তির পরোয়ানা (release warrant) বাহির হইযাছে?

প্রধান ওয়ার্ডার লেটন সবিস্ময়ে বলিল, "আজ তুমি খালাস পাইবে—এ সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিলে? কর্ত্তা কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু হুকুম আসিবার আগে তিনিও জানিতেন না যে আজ তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যে সময় তোমার মুক্তিলাভের কথা—তাহার আট মাস পূর্ব্বেই তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।"

পল সাইনস্ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আট মাস পূর্ব্বে কি? এই ষোলটা বৎসরই আমাকে অকারণ জেল খাটিতে হইল! হোম সেক্রেটারী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই আমাকে জানাইযাছে আমি ২৩এ মার্চ্চ মুক্তিলাভ করিব। আজ আমার জন্ম দিন। আজ আমি আটান্ন বৎসরে পড়িলাম।"

"এই বুড়া বয়সে আর যেন তোমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়, তোমার জন্মদিনে ইহাই আমার প্রার্থনা। এখন আমার সঙ্গে কর্ত্তার কাছে চল, আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"—ওয়ার্ডার তাহাকে এই কথা বলিল।

"আমাকে লইতে আসিবে—তাহা জানিতাম,"—বলিয়া পল সাইনস্ ওয়ার্ডারের অনুসরণ করিল।—ওয়ার্ডার মনে মনে বলিল, "ষোল বৎসর জেল খাটিয়া লোকটার মাথা বিগড়াইয়াছে। হোম-সেক্রেটারী উহাকে টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছেন—আজ উহাকে খালাস দিবেন!—পাগল না হইলে কি এ রকম কথা কোন কয়েদীর মুখ হইতে বাহির হয়?—কিন্তু আজ খালাস হইবে—ইহা ও জানিল কি করিয়া? স্বপ্ন দেখিয়াছিল না কি?"

ঠিক ষোল বৎসর পূর্ব্বে ওল্ড বেলীর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া পল সাইনস্ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ শ্রবণ করিয়াছিল। সেদিন তাহার দেহে যে পরিচ্ছদ ছিল, সেই পরিচ্ছদেই সে পার্কমুরের কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার সেই পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া তাহাকে কারাগারের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। আজ ষোল বৎসর পরে মুক্তি লাভের প্রাক্কালে সে কারাগারের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নিজের পরিচ্ছদ পরিধান করিল। সেই পরিচ্ছদে সে কারাধ্যক্ষ মেজর সোয়েনীর সমক্ষে আনীত হইল। মেজর সোয়েনী তাঁহার আফিসে ডেস্কের একধারে বসিয়া পল সাইনসেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; পল সাইনস্ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তীরের মত সোজা হইয়া (straight as a dart) দাঁড়াইল। তাহার মুখে আনন্দ বা চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। কারাগারের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিজের পরিচ্ছদ পরিধান করিবার পর তাহাকে দেখিয়া কারাধ্যক্ষের মনে হইল কারাগারের কয়েদীর পরিচ্ছদের সঙ্গে সে অতীত ষোল বৎসরের দুঃখ কষ্ট, কলঙ্ক ও গ্লানি, এমন কি, তাহার বার্দ্ধক্যের অবসাদ পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে।

কয়েদীরা যখন মুক্তিলাভ করিয়া কারাগার পরিত্যাগ করে—সেই সময় কারাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কয়েকটি হিতোপদেশ দান করেন। মেজর সোয়েনী পল সাইনস্কেও যথারীতি সেই মামুলী উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পল সাইনস্ উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া এরূপ কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, এবং কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পল সাইনসের মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, তুষারাচ্ছন্ন শার্শির কাচে বাতির আলো পড়িলে সেই কাচ যেরূপ দেখায়—তাহার হাসিও সেইরূপ! তাহার মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাহার মত কয়েদীকে সদুপদেশ দেওয়া নিস্ফল। ষোল বৎসর কঠোর কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া তাহার হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছিল। সেখানে দয়া মায়া, স্নেহ প্রেম, সদাশয়তা, ক্ষমা প্রভৃতি সুকোমল মনোবৃত্তির স্থান ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্য সমাজের প্রতি প্রতি দারুণ ঘৃণা,

বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।—তাহার সম্বন্ধে কারাধ্যক্ষের এইরূপই ধারণা হইল।

মেজর সোয়েনী কয়েক মিনিট নির্নিমেষ নেত্রে পল সাইনসের বিবর্ণ মুখ, নিষ্প্রভ চক্ষু, এবং তুষারশুভ্র কেশরাশির (snow white hair) দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীর স্বরে বলিলেন, "পল সাইনস্, তুমি যাহা কোন দিন প্রত্যাশা কর নাই, আজ হঠাৎ তাহাই লাভ করিলে ; এ জন্য তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছ। আমি জানি সেই আনন্দ তোমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। তোমার আরও আট মাস কারাদণ্ড ভোগ করিবার কথা ; কিন্তু হোম সেক্রেটারী যে কারণেই হউক, তোমার অবশিষ্ট দণ্ড রেহাই দিয়া আজই তোমার মুক্তি দানের আদেশ পাঠাইয়াছেন। এ জন্য তোমার খালাসী-পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।"

পল সাইনস্ বলিল, "আপনাকে কে বলিল আজ আমি মুক্তিলাভের প্রত্যাশা করি নাই ? এ সংবাদ আপনার নিকট নূতন হইতে পারে ; কিন্তু আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলাম।"

পল সাইনসের কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন হোম সেক্রেটারী তাহার মুক্তিদানের আদেশ-পত্র পাঠাইবার বহু পূর্ব্বে তাহার মুক্তিদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য, এবং সেই সংবাদ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহাকে জানাইয়াছিলেন, ইহা অধিকতর অবিশ্বাস্য ; অথচ পল সাইনস্ পূর্ব্বে একাধিক বার কোন কোন ওয়ার্ডারকে একথা বলিয়াছিল, এবং সেদিন তাহা তাঁহার নিকটেও প্রকাশ করিল। ২৩এ মার্চ্চ তাহাকে মুক্তিদান করা হইবে—ইহা সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল ? ইহা তাহার অনুমান মাত্র ? নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সে মুক্তিলাভ করিবে—এরূপ অনুমান করা তাহার অসাধ্য না হইতেও পারে, কিন্তু তারিখ পর্য্যন্ত মিলিয়া গেল, এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ! এ কি রহস্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া কারাধ্যক্ষ অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন।

কারাধ্যক্ষকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া পল সাইনস্ ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল,

"মহাশয়, কয়েদীকে মুক্তিদান করিবার সময় কারাধ্যক্ষকে তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি বাঁধা-বুলি আওড়াইতে হয়, তাহার পর আর কি করিতে হয়—তাহা আমার ঠিক জানা নাই ; কিন্তু যাহা যাহা করিবার দস্তুর আছে—তাহা শীঘ্র শেষ করিয়া আমাকে বিদায় দান করুন। ঠিক আটটার সময় আমার মুক্তিলাভের কথা, আপনার দেওয়ালের ঐ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখুন—আটটা বাজিবার আর অধিক বিলম্ব নাই।—তাহার পর আর এক মিনিটও আমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিবার আপনার অধিকার নাই। আপনি মনে করিতে পারেন সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কারাগারে যে আবদ্ধ ছিল, এবং হোম সেক্রেটারীর আদেশ না আসিলে যাহাকে আরও আট মাস জেলে পচিতে হইত—তাহাকে বিদায় দান করিতে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলে এমন কি ক্ষতি ?—ইহাতে অন্য কোন কয়েদীর ক্ষতি হইত কি না জানি না ; কিন্তু সামান্য বিলম্বেও আমার ক্ষতি হইবে, যথেষ্ট অসুবিধাও হইবে। আপনি সন্ধান লইলে জানিতে পারিবেন—আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার 'কার' কারাগারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। সেই 'কারে' আমাকে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে উপস্থিত হইতে হইবে। লণ্ডন এখান হইতে বহু দূরের পথ, অথচ আজ বেলা তিনটার সময় লণ্ডনে কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে আমার দেখা করিবার কথা আছে।"

পল সাইনসের কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষ বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লোকটা বলে কি ? তিনি জানিতেন—এক বৎসরের মধ্যে পল সাইনস্ কাহারও পত্র পায় নাই, বা কারাগারের বাহিরের কোন লোককে চিঠি পত্র লেখে নাই। এ অবস্থায় সেই দিন বেলা আটটার সময় সে মুক্তি লাভ করিবে ইহা বাহিরের লোক কিরূপে জানিতে পারিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিল ; আর পল সাইনস্ই বা কিরূপে জানিল তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার গাড়ী কারাগারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে ?

কারাধ্যক্ষ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বুড়া বেচারীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ; ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। ষোল বৎসর কাল

কারাগারের কঠোর পরিশ্রম সহ্য করিয়া, নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া উহার মাথা বিগ্‌ড়াইবে না—এরূপ প্রত্যাশা করা যায় কি ? আমি উহাকে মুক্তি দান করিয়া একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে উহাকে রেল-ষ্টেশনে পাঠাইব, সে টিকিট কিনিয়া উহাকে ঠিক ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিবে ; নতুবা ক্ষ্যাপা মানুষ, কোথায় যাইতে কোথায় যাইবে বলা যায় না।"

অনন্তর তিনি পল সাইনস্‌কে বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি ত মুক্তি লাভ করিলে ; কি ভাবে অবশিষ্ট জীবন কাটাইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? তোমার বয়স কিছু বেশী হইয়াছে বটে—কিন্তু আমার মনে হয় এখনও তোমার জীবনের পথে নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিবার (to make a fresh start in life) সময় আছে। মুক্তি লাভের পর কি করিবে তাহা যদি স্থির করিয়া না থাক—"

পল সাইনস্‌ কারাধ্যক্ষের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আপনার মামুলি সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ মহাশয় ! কিন্তু আমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আপনার ব্যাকুল হইবার কারণ দেখি না। আমি মুক্তি লাভের পর কি করিব—তাহা অনেক পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, এবং আমার সেই সঙ্কল্প অটল। আজ আমি যে কাজ আরম্ভ করিব, ষোল বৎসর পূর্ব্বে—যে দিন কারাগারে প্রবেশ করিয়াছি—সেই দিনই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন কয়েক সপ্তাহ আমি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের সুযোগ পাইব না ; না, এক মুহূর্ত্ত আমার অলস থাকিবার উপায় নাই। আমাকে অনেকের হিসাব পরিষ্কার করিতে হইবে ; আমার নিকট যাহারা ঋণী, তাহাদের নিকট হইতে আমার পাওনা সুদে আসলে আদায় করিতে হইবে।"

কারাধ্যক্ষ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পল সাইনসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ষোল বৎসর পরে তোমার পাওনা-টাকা আদায় করিতে পারিবে ?"

পল সাইনস্‌ বলিল, "টাকা পাওনা থাকিলে তাহা আদায় হইত না বটে, এতদিনে তাহা তমাদি হইয়া যাইত ; কিন্তু আমি টাকার কথা বলিতেছি না। কয়েক জন লোক আমার নিকট ঋণী আছে ; তাহা তুচ্ছ টাকার ঋণ নহে, তাহা আমার

প্রথম পর্ব্ব

জীবনের অমূল্য ষোল বৎসরের ঋণ ; আমার অতীত ষোল বৎসরের যে স্বাধীনতায় তাহারা আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল—এ সেই ঋণ! এ ঋণ তাহারা সুদে আসলে পরিশোধ করিতে বাধ্য। আমি এই সুদীর্ঘ কাল যে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, তাহাদিগকেও ঠিক সেই ভাবে সেইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য করিব। যে বিচারক অবিচারে আমার প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছিল সে, এবং যে সকল মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া, সপথ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমার জীবনের ষোল বৎসর অপহরণ করিয়াছিল—তাহারা সকলেই আমার ঋণ পরিশোধ করিবে। আমাকে ঐ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে যে দুঃখ কষ্ট, যে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ, গত ষোল বৎসর কাল অবিরত সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকেও সেই ভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। টাকার ঋণ আইনের বিধানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর তমাদি হইতে পারে ; আমার প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের ঋণ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তমাদি হইবে না। তাহা তমাদি করে—আইনের সে শক্তি নাই।”

দারুণ উত্তেজনায় ও অতীত স্মৃতির উদ্দীপনায় পল সাইনসের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল ; তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। যে অবিমিশ্র ঘৃণা ও উৎকট প্রতিহিংসা-বৃত্তি বিগত ষোড়শ বর্ষ যাবৎ তাহার নিভৃত হৃদয়-কন্দরে সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় ছিল, সেদিন তাহা সহসা সজীব আগ্নেয়গিরির বক্ষসংগুপ্ত অগ্নিময় গলিত ধাতুপ্রবাহের ন্যায় সবেগে নিঃসারিত হইয়া তাহার সম্মুখস্থিত কারাধ্যক্ষকে যেন আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিল। কারাধ্যক্ষের হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি অধীর ভাবে হাত তুলিয়া তাহাকে নীরব হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হইতে পার্কমুর কারাগারের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; অনেক দস্যু, তস্কর, নরহন্তা, জালিয়াৎ কঠোর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভের সময় এইরূপ হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া যায়—যাহারা মিথ্যা অভিযোগে তাহাদিগকে কারাগারে পাঠাইয়াছে, তাহারা অবিলম্বে—মুক্তিলাভ করিয়াই, তাহাদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিবে। মেজর সোয়েনী জানিতেন—তাহাদের আস্ফালন সত্য হইলে ইংলণ্ডের অনেক বিচারালয় বিচারকশূন্য হইত, স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডের অনেক ইন্‌স্পেক্টর নিহত হইতেন; কিন্তু তাহাদের অসার দম্ভের কোন মূল্য নাই। সেই সকল কয়েদীর প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে—তাহারা নিরপরাধ; শত্রু পক্ষের ষড়যন্ত্রে, বিচারকের অবিচারে তাহারা কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। পল সাইনস্‌ও সেই কথাই বলিল। কিন্তু আর কাহারও কথা এভাবে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; পল সাইনসের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা কখন সফল হইবে না; অধিকন্তু তোমার জীবন বিপন্ন হইবে। হয় ত আবার তোমাকে এইখানেই আসিতে হইবে, এবং তোমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এখানেই কাটাইতে হইবে। ক্রোধের বশে তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করিও না। এই খেয়াল পরিত্যাগ কর। তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার আমূল বৃত্তান্ত আমার অজ্ঞাত হইলেও, তোমার সুবিচার হয় নাই, অবিচারে তোমাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি স্বীকার করি, কোন বিচারক অভ্রান্ত নহেন; বিশেষতঃ, সাক্ষীদের ও প্রমাণাদির উপর বিচারককে নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং কখন কখন বিচার-বিভ্রাট অপরিহার্য্য। কিন্তু সুবিচারের তুলনায় বিচার-বিভ্রাটের সংখ্যা এত অল্প যে, সাহারা-মরুর তুলনায় তাহা একটি বালুকা-কণা (one grain of sand compared to the whole of the Sahara desert.) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

পল সাইনস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু সেই এক কণা বালুকাই কি উপেক্ষার যোগ্য? আপনি কি জানেন না—এক কণা বালুকা চোখে পড়িয়া যে কোন প্রতিভাবান পরাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষু নষ্ট করিতে পারে, এবং এক বিন্দু বালুকা হাজার মণ ওজনের কোন যন্ত্রের স্থান-বিশেষে পড়িয়া সেই যন্ত্রটিকে মুহূর্ত্তমধ্যে অচল করিতে পারে?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার তর্ক বিতর্ক করিবার আগ্রহ নাই। তুমি আমার উপদেশ পালন করিলে ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিবে; তোমার

জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত হইবে। অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া, অবশিষ্ট জীবন সুপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিও। প্রতিহিংসা গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ কর, নতুবা পুনর্ব্বার বিপদে পড়িবে। তোমাকে বুদ্ধির দোষে পুনর্ব্বার এখানে আসিতে হইলে আমি সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইব।—আমি তোমার হিত কামনা করি।”

পল সাইনস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আমাকে আর এখানে আসিতে হইবে না; কিন্তু তাহারাই এখানে অতি শীঘ্র আসিবে—যাহারা ষোল বৎসর পূর্ব্বে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সাহায্যে অথবা দুরভিসন্ধি বশতঃ আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়া আমার জীবনের এই সুদীর্ঘ কাল ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। হাঁ, তাহারা এখানে আসিবেই, এবং এক দিন বুঝিতে পারিবে—পল সাইনস্কে বিপন্ন করিয়া তাহারা নিজেদেরই জীবন অভিশপ্ত করিয়াছে। আজ আমি যেমন আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তাহারাও ঠিক এই ভাবে এখানে দাঁড়াইয়া বলিবে—তাহারা নির-পরাধ; বলিবে—এ দেশে সুবিচার নাই, অবিচারে তাহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল।—তাহাদের কথা শুনিয়া আপনি ঠিক এই ভাবেই মাথা নাড়িবেন, আর হাসিয়া বলিবেন—সুবিচারেই তাহারা এখানে ঘানি টানিতে আসিয়াছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস না করিলেও নিশ্চয় জানিবেন—তাহাদের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য; আমি যেমন সত্য কথা বলিতেছি—তাহারাও সেইরূপ খাঁটি সত্য কথা বলিবে। আপনি বিশ্বাস না করুন, কিন্তু আমি সত্যই যে অপরাধ করি নাই—সেই মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ষোল বৎসর জেল খাটিয়া মরিলাম। ইহার পর কি করিয়া বিশ্বাস করিব—ভগবানের রাজ্যে সুবিচার আছে, তিনি সর্ব্বদর্শী এবং নিরপেক্ষ? তাঁহার অপার করুণার প্রমাণ আমি হাতে হাতে পাইয়াছি!”

মেজর সোয়েনী অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার ধারণা হইল—পল সাইনসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তাহার মস্তিষ্ক পরীক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা উচিত কি না তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “তুমি বলিতেছ তুমি নিরপরাধ; যদি তুমি সত্যই নিরপরাধ হও—তাহা হইলে অন্য যেহ সেই

অপরাধ করিয়া তোমাকে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল!—সে কে? কাহার অপরাধে তুমি এই দীর্ঘকাল কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিলে?"—এই কথা বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ভাল করেন নাই; এই অশিষ্ট কৌতূহল সংবরণ করাই তাঁহার উচিত ছিল।

কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া পল সাইনস্ আবেগ ভরে তাঁহার দিকে একটু সরিয়া আসিল, এবং তাঁহার পিঠের দিকের দেওয়ালে যে পত্র-পঞ্জিকা (calendar) ঝুলিতেছিল—সেই দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "আজ কোন্ মাসের কোন্ তারিখ তাহা দেখিয়া রাখুন; আমি আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া যাইতেছি—যে অপরাধী, যাহার শয়তানীতে আমাকে এই যোল বৎসর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল—আজ হইতে তিন মাসের মধ্যেই তাহাকে বধ্য-মঞ্চে উঠিয়া ফাঁসে ঝুলিতে হইবে। হাঁ, বিচারকের বিচারে তাহার ফাঁসি হইবে; কিন্তু যে অপরাধ সে করে নাই বলিয়াছে, সেই অপরাধেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। বধ্যমঞ্চে তাহার ফাঁসি হইবে; এবং তাহার প্রাণদণ্ডের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে সমগ্র সভ্য জগৎ শুনিতে পাইবে—বৃটীশ ধর্ম্মাধিকরণের আর একটি সাংঘাতিক ভ্রমের ফলে, বিনা অপরাধে একজন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। আমি স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা না করিয়াও আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছিলাম; নরহত্যাপরাধে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। কিন্তু যে কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিয়া আমার জীবনব্যাপী কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই কর্ত্তৃপক্ষই স্কট্ স্যাণ্ডার্সের প্রকৃত হত্যাকারীকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করিবে। আপনি আশা করিবেন না, এই নিরপরাধের দণ্ডে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

পল সাইনসের এই সকল উক্তি প্রলাপ বলিয়াই কারাধ্যক্ষের ধারণা হইল। তিনি তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—আটটা বাজিবার দশ মিনিটের অধিক বিলম্ব নাই। প্রধান ওয়ার্ডার কারাধ্যক্ষের আদেশের প্রতীক্ষায় সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। কোন কয়েদীকে মুক্তিদান করিবার সময় খাতা-পত্রে যাহা কিছু লিখিতে

হয়—তাহা লিখিয়া শেষ করিতেই আটটা বাজিল। তখন কারাধ্যক্ষ পল সাইনস্‌কে প্রধান ওয়ার্ডারের সঙ্গে দেউড়ীর বাহিরে পাঠাইয়া স্বয়ং তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রধান ওয়ার্ডারের ইঙ্গিতে দ্বার-রক্ষী কারাগারের লৌহদ্বার খুলিয়া দিলে, পল সাইনস্ ধীর পদবিক্ষেপে কারাগারের বাহিরে আসিল। সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে কারাবরোধের বহির্দ্দেশে মুক্ত বায়ুর হিল্লোল তাহার নিকট যেন নবজীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল; যেন সে বিস্মৃতি-তমসাচ্ছন্ন মৃত্যু-গহ্বর হইতে আলোক-সমুজ্জ্বল হর্ষ-কোলাহলমুখরিত জীবনের পথে পদার্পণ করিল। সে স্বাধীনতা লাভ করিল বটে; কিন্তু কারাধ্যক্ষ তাহার মুখে উল্লাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন বা চাঞ্চল্য (a tremor or the slightest sign of excitement) লক্ষিত হইল না!

কারাগারের সদর দরজার বাহিরে একখানি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত রোল্‌স রয়েস্ 'কার' দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার মূল্য পাঁচ হাজার গিনির এক পেনীও কম নয়! (that could not have cost a penny uuder five thousand guineas.) পল সাইনস্ সেই কারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সুবেশধারী সোফেয়ার তাড়াতাড়ি তাহার আসন হইতে নামিয়া সসম্মানে তাহাকে অভিবাদন করিল, এবং সম্ভ্রম ভরে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পল সাইনস্ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিল;—যেন সে ওয়েষ্ট-এণ্ডের কোন ক্লাব হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছে, এইরূপ তাহার নিশ্চিন্ত ভাব!

মুহূর্ত্ত পরেই গাড়ীখানি পাহাড়ের পাশ দিয়া নিঃশব্দে লণ্ডন অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহা কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে অদৃশ্য হইল।—কারাধ্যক্ষ মেজর সোয়েনী জীবনে কোন দিন এরূপ মূল্যবান 'রোল্‌স রয়েসে' আরোহণ করেন নাই। তিনি দেউড়ীর বাহিরে আসিয়া, সেই গাড়ীর দিকে হা করিয়া চাহিয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, এবং মনে হইতেছিল—তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! হঠাৎ প্রধান ওয়ার্ডারের কণ্ঠস্বরে যেন তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

প্রধান ওয়ার্ডার লেটন বিচলিত স্বরে বলিল, "আমি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কি দুই পা আকাশে তুলিয়া মাথার উপর খাড়া আছি—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে! এমন অদ্ভুত ব্যাপার জীবনে দেখি নাই। জেল-খালাসী কয়েদী হাজার হাজার টাকা দামের 'রোল্স রয়েস্' কারে জেলখানা হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেল! লোকটা ত সাধারণ মানুষ নয় কর্ত্তা! আপনি উহাকে পাগল মনে করিয়া রেলের গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন! উহার জন্ম ঐ গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে—ইহা কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলাম? পল সাইনস্ আজ মুক্তিলাভ করিবে—এ কথা বাহিরের কোন লোক জানে না; অথচ উহাকে লইতে ঠিক সময়ে গাড়ী আসিল! আবার গাড়ী খানার নম্বরটা লক্ষ্য করিয়াছেন? জেলখানার কয়েদী পল সাইনসের নম্বর ছিল ১৮৪৩; গাড়ীখানারও ঠিক সেই নম্বর! এ রকম মিল কি অদ্ভুত নহে কর্ত্তা?"

কারাধ্যক্ষ মেজর সোয়েনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উহার কি যে অদ্ভুত নয়—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না লেটন! আমি সত্যই হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। এতকাল জেলখানার কর্তৃত্ব করিলাম—এ রকম ব্যাপার আর কখনও দেখি নাই। এ রকম প্রকৃতির কয়েদীও আর কখনও আমার হাতে আসে নাই। পল সাইনস্ কি পাগল? আমরা কি একটা পাগলকে জেলখানা হইতে মুক্তি দান করিলাম? না, লোকটা সত্যই নিরপরাধ? অবিচারে দীর্ঘকাল কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ঈশ্বরের করুণায় ও নিরপেক্ষতায় উহার সন্দেহ হইয়াছে, সমগ্র মানব সমাজকে শত্রু মনে করিতেছে? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না! কিন্তু পল সাইনসের কথা যে ভবিষ্যতে কখন শুনিতে পাইব না, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

মেজর সোয়েনীর অনুমান মিথ্যা নহে। ক্ষ্যাপা কুকুরকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিয়া একপাল ভ্যাড়ার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ভ্যাড়ার পালে যেরূপ আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, পল সাইনস্কে মুক্তিদান করায় তাহার শত্রুগণের মধ্যে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক আতঙ্ক ও ব্যাকুলতা লক্ষিত হইয়াছিল, ইহা আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব। তাহাদিগকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্ম পল সাইনস্ সুদীর্ঘ

ষোড়শ বৎসর কাল কারাগারের নিভৃত কক্ষে বসিয়া, দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া প্রতিহিংসার যে সাংঘাতিক অব্যর্থ যন্ত্র গঠন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা নিয়ন্ত্রিত ও গতিশীল করিবার জন্য, মুক্তিলাভের পর সে কি বিরাট আয়োজন করিয়াছিল, সাধারণ মানবের তাহা কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না। তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনার শক্তির পরিচয় পাইলে পিশাচকেও ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইত!

দ্বিতীয় পর্ব্ব

দৈবের খেলা

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের আজ কি দুর্দ্দশা! সম্মুখে পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন পথ প্রসারিত; নিকটে লোকালয় নাই, কোন দিকে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই—মিঃ ব্লেক সেই পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন! টুপিটি মাথা হইতে নামিয়া তাঁহার বগলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; তাঁহার কপাল হইতে টস্‌-টস্‌ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বড় সাধের মোটর-কার গ্রে-প্যান্থার রেলের বিকল ইঞ্জিনের মত অচল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে! চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার গতিরোধ হইয়াছে। তিনি আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন; কল কব্জা খুলিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কি দোষে সে অচল হইল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এই 'তেপান্তর' মাঠের মধ্যে তাহাকে লইয়া তিনি কি করিবেন, গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ তখনও গাড়ীতেই বসিয়া ছিল। সে-ও গাড়ী সচল করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং পরিশ্রান্ত দেহে গাড়ীতে বসিয়া ঘামিতেছিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই কর্ত্তা! ডাক্তার না ডাকিলে উহার রোগ সারিবে না। এখন কি করা যায় বলুন। গাড়ী লইয়া যে অকূল সমুদ্রে পড়িলাম! গ্রে-প্যান্থার আর কখন ত এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই।"

মিঃ ব্লেক ক্লান্তি দূর করিবার জন্ত একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এখন একমাত্র উপায় টেট্‌ফীল্ডে গিয়া একখান লরি-টরি সংগ্রহ করা। লরি আসিয়া ইহাকে সেখানে টানিয়া লইয়া যাক্‌, তাহার পর সেখানে কোন 'গ্যারেজে' তুলিয়া মিস্ত্রীর সাহায্যে ইহাকে সচল করিতে হইবে; ইহা ভিন্ন আমাদের লণ্ডনে ফিরিবার উপায় নাই স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "অত হাঙ্গামা না করিয়া আর এক কাজ করিলে হয় না? টেট্‌ফীল্ডে গিয়া দু'জন মিস্ত্রীকে এইখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে সচল করিয়া দিতে পারে। আপনি যদি সেখানে গিয়া মিস্ত্রী পাঠাইবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কষ্ট করিয়া এখানে বসিয়া গাড়ী পাহারা দিতে রাজী আছি। কিন্তু টেট্‌ফীল্ড ত এখানে নয়! তবে যখন অন্য কোন উপায় নাই—তখন হয় আমি থাকি, আপনি যান; না হয় আপনি যান—আমিই থাকি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি চমৎকার কথাই বলিলে! তুমি ছোকরা মানুষ গাড়ীতে বসিয়া থাকিবে—আর আমি বুড়ো মানুষ মিস্ত্রী আনিতে যাইব?—কিন্তু টেট্‌ফীল্ডে গিয়াই যে তাড়াতাড়ি মিস্ত্রী পাইবে—ইহারই বা নিশ্চয়তা কি?"

স্মিথ বলিল, "ঠিক। তবে আসুন দু'জনেই গাড়ীতে বসিয়া সদাপ্রভুর তপস্যা আরম্ভ করি। তিনি দয়া করিয়া এ সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। টেট্‌ফীল্ডের কারখানায় গাড়ী লইয়া যাওয়া অপেক্ষা সদাপ্রভুর ধ্যান করা অনেক সহজ কাজ।"—স্মিথ ধ্যানস্থ হইবার ভঙ্গিতে চক্ষু মুদিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন প্রত্যূষে একটা তদন্ত উপলক্ষে হ্যাম্প-সায়ারে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে কাজ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে এই বিপদ!

হঠাৎ পাহাড়ের দিক হইতে বাতাসে কি একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল; মিঃ ব্লেক যেন বহুদূরে কয়েকবার ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; তাঁহার মনে হইল—পাহাড়ের দিক হইতে কেহ মোটর-কারে সেই দিকেই আসিতেছে। তিনি বলিলেন, "স্মিথ, পরমেশ্বর বোধ হয় তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। একখান মোটর-কার এই দিকে আসিতেছে; আমি তাহার ইঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। সেই কারের আরোহীকে অনুরোধ করিলে তিনি আমাদিগকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া টেট্‌ফীল্ডে নামাইয়া দিয়া যাইতে হয় ত সম্মত হইবেন। তিনি ভদ্রলোক হইলে আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া এতটুকু সাহায্য নিশ্চয়ই করিবেন। টেট্‌ফীল্ডে উপস্থিত হইয়া আমরা একখান

লরিই হোক্, আর দুই একজন মিস্ত্রীকেই হোক, এখানে পাঠাইতে পারিব। মাঠের ভিতর পড়িয়া থাকা অপেক্ষা সে অনেক ভাল।”

দুই তিন মিনিট পরে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—একখানি মোটর-কার পাহাড় হইতে নামিয়া তীরবেগে তাঁহাদেরই দিকে আসিতেছে! শকটখানি তাঁহাদের অদূরে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিলেন তাহা ধূসরাভ শুভ্র (silver grey) মোটর-কার। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পথের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া হাত তুলিলেন।

শকটচালক মিঃ ব্লেককে হাত তুলিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, গাড়ী থামাইবে কি না বুঝিতে না পারিয়া শকটারোহীর উপদেশ গ্রহণ করিল, এবং মিঃ ব্লেকের এক গজ দূরে থাকিতে ব্রেক করিয়া গাড়ী থামাইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ গাড়ীর পাশে গিয়া শকটারোহীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি দেখিলেন, শকটের আরোহী একটি বৃদ্ধ, তাহার চুলগুলি তুষারশুভ্র; কিন্তু বয়স কত, মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আরোহীর সর্ব্বাঙ্গ একটি পুরু ওভারকোটে আবৃত; তাহার উভয় জানুর উপর একটি ‘এটাচি-কেস’ সংস্থাপিত। তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না, মুখের বর্ণ শুভ্র মোমের মত, এবং মুখখানি ভাব-সংস্পর্শ বিহীন। সুগঠিত ও সুদৃঢ় দেহ দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, সাদা চুলগুলি দেখিয়া তাহার বয়স যত অধিক মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তত অধিক নহে; চুলগুলি অকালে পাকিয়া যাওয়াতেই তাহাকে সেরূপ বুড়া দেখাইতেছিল।

কারের আরোহী মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বোধ হয় কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া প্রথমেই বলিলেন, “আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া আপনার গতিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছি, এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমার ‘কার’ হঠাৎ অচল হইয়া পড়িয়াছে; এই প্রান্তর-পথের নিকট কোন গ্রাম নাই যে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করি। সম্মুখে যে গ্রাম পাওয়া যাইবে সেই গ্রাম পর্য্যন্ত যদি আমাকে দয়া করিয়া আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত

উপকৃত ও বাধিত হইব। সোজা এই পথে যাইলে টেট্‌ফীল্ড গ্রামের ভিতর দিয়াই আপনাকে যাইতে হইবে। টেট্‌ফীল্ডের দূরত্ব এথান হইতে চারি মাইলের অধিক নহে; সেখানে গ্যারেজ আছে। আমাকে টেট্‌ফীল্ডে নামাইয়া দিলে সেখানে আমি কার বা লরি যাহা পাই, ভাড়া করিতে পারিব; তখন আমার আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।”

শকটের আরোহী হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া নীরবে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল; মিঃ ব্লেক তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিচলিত না হইয়া তাহার মতামতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া গাড়ীর জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিলে মিঃ ব্লেকের শকট গ্রে-প্যান্থার তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে গাড়ীতে উপবিষ্ট স্মিথকেও দেখিতে পাইল। স্মিথ গাড়ীর ভিতর বসিয়া মুখ বাড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধের গাড়ীখানি দেখিতেছিল। তাহার মনে হইল—সে লণ্ডনে অনেক বড় লোকের সুন্দর সুন্দর মূল্যবান ‘কার’ দেখিয়াছে; কিন্তু এমন সুদৃশ্য সুসজ্জিত ‘কার’ অল্পই তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই কারের আরোহী নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ ব্যক্তি।

বৃদ্ধ স্মিথকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ গ্রে-প্যান্থার হইতে নামিয়া মিঃ ব্লেকের পাশে আসিলে, বৃদ্ধ তাঁহাদের উভয়কে গাড়ীতে তুলিয়া লইবার জন্য স্বয়ং গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল; কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না। বৃদ্ধ কথা না বলিলেও মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, “বুড়া অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর। আমাকে একটাও কথা বলিল না বটে, কিন্তু যে ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিতেছিল—তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল—উহার ধারণা হইয়াছে—আমি বাঘ ভালুক বা ঐ রকম কোন হিংস্র জানোয়ার, যেন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি!

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ গাড়ীতে বসিলে ‘রোল্‌স রয়েস্’ নিঃশব্দে গন্তব্যপথে চলিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ মিঃ ব্লেক বা স্মিথের মুখের দিকে একবারও চাহিয়া দেখিল না; এমন কি, তাঁহারা যে সেই গাড়ীতে বসিয়া আছেন—ইহাও যেন সে ভুলিয়া

গেল !—বৃদ্ধ তাহার জানুর উপর সংরক্ষিত 'এটাচি-কেস'টি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র বাহির করিল, এবং কাগজগুলির ভাঁজ খুলিয়া নিঃশব্দে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে কোন কথা বলিতে স্মিথের, এমন কি, মিঃ ব্লেকেরও সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁহার আর একটা ক্ষমতা ছিল; তিনি যাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেন—সে বুঝিতেও পারে না যে, তাহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে! অথচ তিনি এমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন যে, শতকরা পাঁচজন লোকেরও সেরূপ খুঁটাইয়া দেখিবার শক্তি নাই।

মিঃ ব্লেক সেই দিনের কয়েকখানি প্রাভাতিক দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া-ছিলেন, তাহার মধ্যে "লণ্ডন মেল" নামক দৈনিকখানিও ছিল। মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের হাতেও একখানি 'লণ্ডন মেল' দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেই কাগজখানির আকার ও বর্ণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন! এমন কি, যে অক্ষরে 'লণ্ডন মেল' ছাপা হইয়া থাকে, বৃদ্ধের কাগজে সেই অক্ষরও দেখিতে পাইলেন না; ভিন্ন প্রকার অক্ষরে তাহা মুদ্রিত। তিনি বৃদ্ধের হাতের কাগজখানির কোন কোন অংশ মনে মনে পাঠ করিলেন, কিন্তু সাময়িক কোন ঘটনার বিবরণ দেখিতে পাইলেন না; প্রবন্ধগুলির শিরোনামা (head line) পাঠ করিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কাগজের তারিখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন; দেখিলেন, তাহা সেই দিনের অর্থাৎ ২৩এ মার্চ্চের কাগজ। তাঁহার কাছেও ২৩এ মার্চ্চের কাগজ ছিল, সেই দিনই প্রত্যুষে তাহা লণ্ডন হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া-ছিলেন; কিন্তু একই তারিখের একই কাগজে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার তারিখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবার তাঁহার মনের ধাঁধা কাটিয়া গেল; তিনি দেখিলেন, তাহা ২৩এ মার্চ্চের কাগজ বটে, কিন্তু তাহা ঠিক ষোল বৎসর পূর্ব্বের ২৩এ মার্চ্চ!—অথচ কাগজখানি এমন নূতন দেখাইতেছিল যেন তাহা সেই দিনই প্রত্যুষে ছাপা হইয়াছিল!

শকটারোহী বৃদ্ধ ক্রমে চারিখানি কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল; সেই

চারিখানিই ষোল বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩এ মার্চ্চের কাগজ। সেই চারিখানর মধ্যে দুইখানি দৈনিক পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যে সময় সেই সংবাদ-পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সময় গগন-পথে বিমান-বিহারের স্বপ্ন বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয় ছিল, তখনও কেহ এরোপ্লেনের সাহায্যে গগন-পথে দেশদেশান্তরে যাইতে সাহস করে নাই; বে-তারে সংবাদ আদান-প্রদানের সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই; এবং ইউরোপের কোন রাজনীতিবিশারদ কোন দিন কল্পনাও করেন নাই যে, কয়েক-বৎসর পরে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে; রুসিয়ার জারের সিংহাসন চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইবে, জর্ম্মানীর মহাপরাক্রান্ত ভাগ্য-বিধাতা কৈসর সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইবেন।—সেই যুগান্তর পূর্ব্বের পুরাতন কাগজগুলি খুলিয়া বৃদ্ধকে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অবশেষে তিনি মনে মনে বলিলেন, "এই লোকটি হয় এটর্ণী না হয় ব্যারিষ্টার। ইহার কোন মক্কেলের মামলা-মোকর্দ্দমার বা প্রতিপক্ষের সহিত বিরোধের বিবরণ বোধ হয় ষোল বৎসর পূর্ব্বেই ঐ তারিখের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এরূপ অখণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে; নতুবা ষোল বৎসরের পুরাতন কাগজ পাঠের জন্য কাহার আগ্রহ হয়? উহার প্রয়োজন হওয়াতেই এই পুরাতন কাগজগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। পনের কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কাগজ অনেকেই সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে; এমন কি, আমার ঘরেও খবরের কাগজের ফাইলে ঐরূপ পুরাতন কাগজ বিস্তর আছে।"

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ স্মিথ তাঁহার হাঁটু স্পর্শ করায় তিনি পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—গাড়ী পথিপ্রান্তবর্ত্তী একটি গ্যারেজের সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে। তাঁহারা টেট্‌ফীল্ড নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।—গাড়ী থামিবামাত্র একজন লোক সেই গ্যারেজ হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর দরজার নিকট আসিল, এবং কি প্রয়োজনে গাড়ী থামিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াই মিঃ ব্লেককে গাড়ীর ভিতর দেখিতে পাইল। সে অত্যন্ত বিস্মিত

ভাবে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মি ব্লেক আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনাকে এই গাড়ীতে দেখিতে পাইব—ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি আপনার বাড়ীর কাছেই ত অনেক দিন কাটাইয়া আসিয়াছি। বেকার ষ্ট্রীটের হক্সলীব গ্যারেজে যখন চাকরী করিতাম সেই সময় অনেক বার আপনার গাড়ী মেরামত করিয়াছি—তাহা কি আপনার স্মরণ নাই?"

মিঃ ব্লেক তখন সেই লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; এজন্য তিনি সে সময় সেই রোল্‌স রয়েসের মালিকের মুখ দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ আগন্তুকের মুখে মিঃ ব্লেকের নাম শুনিবামাত্র ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, আকস্মিক উত্তেজনায় মুহূর্ত্তে তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে মানসিক উত্তেজনা দমন করিয়া আত্মসংবরণ করিল; সুতরাং মিঃ ব্লেক তাহার সেই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক আগন্তুককে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "বিগস্, তুমি কেমন আছ? তোমাকে আমি চিনিতে পারিব না? তবে অনেক দিন দেখা নাই বটে! তুমি কি এখন এই গ্যারেজে চাকরী করিতেছ? তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার 'কার' এই গ্রাম হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে পথের ধারে অচল হইয়া পড়িয়া আছে; তোমাকে তাহা মেরামত করিবার ও লণ্ডনে পাঠাইবার ভার লইতে হইবে; আমার এখানে বিলম্ব করিবার উপায় নাই। তুমি আমাকে একখানা 'কার' সংগ্রহ করিয়া দাও, তাহা আমাকে অবিলম্বে লণ্ডনে রাখিয়া আসিবে।"

বিগস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, এখানে এখন 'কার' কি 'বস' কিছুই নাই, ভাড়া খাটিতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কোন গাড়ী দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্যারেজে ফিরিয়া আসিবে—সে আশা নাই। টেট্‌ফীল্ড ক্ষুদ্র গ্রাম, এ গ্রামে আপনি একখানিও কার ভাড়া পাইবেন না। যে কয়েকখানি কার এ দিকে-ওদিকে ভাড়া খাটিত, সেগুলি ভাড়া লইয়া লিংটনে গিয়াছে;

সেখানে আজ ঘোড়দৌড় হইতেছে। ঘোড়দৌড় শেষ না হইলে সেগুলি ফিরিয়া আসিবে না।”

বৃদ্ধ তখনও কাগজ দেখিতেছিল বটে, কিন্তু রিগ্‌সের সকল কথাই সে শুনিতে পাইল। সে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য নড়িয়া-চড়িয়া বসিল; মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই বার সে সর্ব্বপ্রথম কথা কহিল, সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল, “আপনারা লণ্ডনে যাইবেন বলিলেন না?—যদি আপনাদের লণ্ডনে যাইবার প্রয়োজন থাকে—তাহা হইতে আমি আপনাদের উভয়কে আমার গাড়ীতে লণ্ডনে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। তাহাতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ আমাকে অপরাহ্ন তিনটার মধ্যে লণ্ডনে উপস্থিত হইতেই হইবে।”

এই অপরিচিত বৃদ্ধ দয়া করিয়া তাঁহাকে ও স্মিথকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া টেট্‌ফাল্ড পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছিল; আবার তাহার ঘাড়ে চাপিয়া তাঁহারা লণ্ডনে যাইবেন? অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট এতখানি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে মিঃ ব্লেকের অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইল; কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহার অসুবিধা ও কষ্টের সীমা থাকিবে না—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; তিনি বলিলেন, “আপনার এই অনুগ্রহে সত্যই আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম এবং আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি অবিলম্বে লণ্ডনে উপস্থিত হইতে না পারিলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এখান হইতে শীঘ্র অন্য গাড়ী লইয়া লণ্ডনে যাইবার উপায় নাই; আমার নিজের গাড়ী মেরামত করিতেও অনেক বিলম্ব হইবে।—স্মিথ উঠিয়া এস।”

স্মিথ পূর্ব্বেই নামিয়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সে গাড়ীতে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক রিগ্‌সকে তাঁহার গাড়ী মেরামত করিয়া লণ্ডনে পাঠাইবার ভার দিয়া এবং তাহার হাতে কিছু টাকা দিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, “চলুন মহাশয়, আমি প্রস্তুত ”

গাড়ী তৎক্ষণাৎ লণ্ডনের পথে ধাবিত হইল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেক পকেট হইতে চুরুটের বাক্সটি বাহির করিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, “আপনাকে একটা চুরুট দিতে পারি কি?”

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না মহাশয়, ও অভ্যাস ভুলিয়া গিয়াছি ; আজ ঠিক ষোল বৎসর আমি ধূমপান করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আপনার কাছে যে খবরের কাগজগুলি দেখিতেছি, ঐ কাগজগুলি যেদিন ছাপা হইয়াছিল,—সেই দিন হইতেই বুঝি আপনার ধূমপান বন্ধ আছে?"—কথাগুলি বলিয়াই তাঁহার মনে হইল এই মন্তব্য প্রকাশ করা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার কথা শুনিয়া আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং তীব্র স্বরে বলিল, "মিঃ রবার্ট ব্লেক, আপনার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ! আমি আজ ষোল বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ-পত্রগুলি কি উদ্দেশ্যে পাঠ করিতেছি তাহাও বোধ হয় অনুমান করিয়া বলিতে পারিবেন?"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমি যে অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি সেজন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার ঐ কথা উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু আপনার ঐ কাগজগুলির তারিখ দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। গত ষোল বৎসরে এই সকল কাগজের আকার, বর্ণ, এমন কি, অক্ষরের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবারই কথা! কিন্তু আমি জানিতাম না যে, আপনি আমার নাম জানেন—"

বৃদ্ধ বলিল, "গ্যারেজের লোকটি আপনার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছিল ; আমি বধির নহি, এজন্য তাহা শুনিতে পাইয়াছিলাম। বিশেষতঃ, আপনার নাম আমার সুপরিচিত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনে একবার মাত্র আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মরণশক্তি বিষয়ে আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া আমার অহঙ্কার ছিল ; কিন্তু কবে কোথায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই।"

বৃদ্ধ একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "সে বহু পূর্ব্বের কথা। হাঁ,

ঠিক যোল বৎসর পূর্ব্বে এই ২৩শে মার্চ্চ আমি জীবনে সর্ব্ব প্রথম আপনাকে দেখিয়াছিলাম। সেই দিনই আমার ধূমপানের শেষ দিন, এবং এই দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলিও সেই দিনই প্রকাশিত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা বুঝিয়া বৃদ্ধের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, ভাল করিয়া দেখুন। যোল বৎসরের কথা আপনার স্মরণ না থাকিতেও পারে; কিন্তু আমার তাহা স্মরণ থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। লোকটি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; কিন্তু বৃদ্ধের চোখ মুখের ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, লোকটা পাগল না কি?—যোল বৎসর পূর্ব্বে ২৩এ মার্চ্চ তাহার জীবনে হয় ত এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল—যাহা স্মরণ করিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে চুরুট টানিতে লাগিলেন; গাড়ীখানি দ্রুতবেগে হাম্পসায়ার ও সারে জেলার সীমা অতিক্রম করিয়া যখন লণ্ডনের সীমায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইল; কারণ লণ্ডনের সীমার বাহিরে যে বেগে গাড়ী চলিতেছিল.—তাহা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। মিঃ ব্লেক বৃদ্ধকে তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা না বলিলেও তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন শকটচালক বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে গাড়ী থামাইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন, স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "আমাকে এখানে নামাইয়া দেওয়ার জন্য আপনাকে বোধ হয় আপনার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া কিছু দূরে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে। এজন্য আপনাকে খানিক অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু আপনি আমার যে উপকার করিলেন, সেজন্য আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনাকে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কাহার ঋণ কে পরিশোধ করিল—তাহা বলা কঠিন; কারণ আমি যে আপনার নিকট আদৌ ঋণী নহি—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিব না; তবে বিস্তর লোক নানাভাবে আপনার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ, এজন্য সকলের ঋণ আপনার স্মরণ না থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি স্থির জানিবেন—এই দেখাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা নহে। আমি জানি, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, আপনার সহিত আমার সংঘর্ষণ অনিবার্য্য; এবং আপনার দেশবিশ্রুত সুযশ ও প্রতিপত্তি যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস, সে দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথাগুলি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ; আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এমন কি, আজ আমি কাহার দ্বারা উপকৃত হইলাম—তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না!"

বৃদ্ধ অতঃপর কি বলিবে—তাহাই বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। তাহার পর যখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল সেই সময় সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরিয়া একখানি শুভ্র মসৃণ কার্ড বাহির করিল, এবং গাড়ীর বাহিরে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই কার্ডখানি মিঃ ব্লেকের হাতে গুঁজিয়া দিল। মিঃ ব্লেক সেই কার্ডখানিতে দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধের 'রোলস্ রয়েস' মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক বিভিন্ন দেশভ্রমণ উপলক্ষে অনেকের অনেক রকম নামের কার্ড দেখিয়াছেন; একবার চীন-ভ্রমণ কালে চীনদেশের কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার যে নামের কার্ড পাইয়াছিলেন—সেই কার্ড ঘুড়ির কাগজে প্রস্তুত, এবং তাহার আকার সংবাদপত্রের প্ল্যাকার্ডের ন্যায় বৃহৎ! (as big as a news-paper placard) তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধের নামের কার্ডে তাহার নাম দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন।

সেই কার্ডে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল, "**পল সাইনস্**, কারামুক্ত কয়েদী।"

তৃতীয় পর্ব্ব

কে অপরাধী ?

কার্ডে পল সাইনসের নামটি পাঠ করিয়াই মিঃ ব্লেকের মানস-নেত্রের সম্মুখ হইতে যেন ষোড়শবর্ষব্যাপী বিস্মৃতির যবনিক অপসারিত হইল! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল; কিন্তু তিনি মানসিক বিহ্বলতা গোপন করিয়া কার্ডখানি তৎক্ষণাৎ পকেটে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর চিন্তাকুল চিত্তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

স্মিথ বৃদ্ধের কথায় ও ব্যবহারে এরূপ বিস্মিত হইয়াছিল যে হঠাৎ তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু মিঃ ব্লেকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কতকগুলা কথা এক সঙ্গে তাহার গলার কাছে যেন ঠেলিয়া উঠিতেছিল! সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে একখান চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "কর্ত্তা! বুড়োটার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার কি মনে হইতেছিল জানেন? আমার মনে হইতেছিল যেন সে ষোল বৎসর ধরিয়া ঘুমাইতে ছিল;—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, এবং ঘুমাইয়া-পড়িবার সময় সেই দিনের যে কাগজগুলি পাইয়াছিল, জাগিয়া উঠিয়া তাহাই কৌতূহল ভরে পাঠ করিতেছিল! এই ষোল বৎসরে জগতের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা যেন সে জানে না, বর্ত্তমান জগৎ তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত! আঠার বৎসর ঘুমাইয়া তাহার পর হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া রিপ্ ভ্যান উইঙ্কেলের যে অবস্থা হইয়াছিল, উহার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম মনে হইল। ভাগ্যে ষোল বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মোটর-কারের আমদানী হইয়াছিল, নতুবা ঐ গাড়ী দেখিয়া বৃদ্ধ ভাবিত, 'এ আবার কি রকম যান? ঘোড়া নাই, রেলের ইঞ্জিনের মত স্তূপাকার কয়লাও নাই অথচ চালকের ইঙ্গিতে গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে!'—মোটর-কার দেখিয়া উহার ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই মনে হইত। এ যেন রোল্স রয়েসে দ্বিতীয় রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল!"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে স্মিথ! তোমার মত আমিও প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু সকল কথা এখন আমার স্মরণ হইয়াছে। তবে উহার মামলার কথা তোমার স্মরণ থাকিবে—এরূপ আশা করিতে পারি না; কারণ পল সাইনস্ যে সময় স্কট স্যাণ্ডার্সের হত্যা-পরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিল, তখন তুমি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র; তাহার অল্প দিন পূর্ব্বে তোমাকে অনাথাশ্রম হইতে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছিলাম। পল সাইনসের বিচার লইয়া লণ্ডনে যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা তোমার মত শিশুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পল সাইনসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল; এই সুদীর্ঘকাল পরে সে—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম এবেলা তোমার দেখা পাইব না। খুব শীঘ্র ফিরিয়াছ ত! পেচকের মত গম্ভীর মেজাজে বসিয়া স্মিথের সঙ্গে কি পরামর্শ হইতেছিল?"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পল সাইনসের নামের কার্ডখানি বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাতে দিলেন, বলিলেন, "দেখ দেখি, এই লোকটিকে চিনিতে পার?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া-বসিয়া পড়িয়া, কার্ডখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পল সাইনস্. কারামুক্ত কয়েদী! লোকটা কে ব্লেক? কারামুক্ত কয়েদী যখন, তখন নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করিয়া দণ্ড পাইয়াছিল; কিন্তু উহার মামলার কথা আমার ত স্মরণ হইতেছে না!—কত দিনের কথা? এ কার্ড তোমার ঘরে কেন? আবার বুঝি কোন কুকর্ম্ম করিয়া ফ্যাসাদে পড়িয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে? না, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে তোমার স্মরণ-শক্তির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়! খুব বেশী দিন ত নয়, ষোল বৎসর পূর্ব্বে পল সাইনস্

লণ্ডনের ধনাঢ্য-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিল, এবং তাহার সৌভাগ্যের হিংসা না করিত—এরকম লোক অল্পই দেখা যাইত। কিন্তু হঠাৎ এক দিন তাহার ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবার অভিযোগে তাহাকে ফৌজদারী-সোপরদ্দ হইতে হইল। তাহার অপরাধের বিচার ও দণ্ডের কথা লইয়া সে সময়ে লণ্ডনে কি বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা বোধ হয় এখনও অনেকের স্মরণ আছে। তুমি পুলিশের লোক—তোমার স্মরণ থাকা উচিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ষোল বৎসর আগে! আমি তখন সাধারণ সার্জ্জেণ্ট মাত্র, পথে পথে পাহারা দিয়া বেড়াইতাম ; ভদ্রসমাজে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না, এবং উপরওয়ালারা আমাকে অবজ্ঞা করিতেন। তবে স্মরণ আছে—সেই বৎসর আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ছাব্বিশ বৎসর, আমার স্ত্রীর বয়স একুশ। সে সময় আমি চোর ডাকাতের হাতে হাতকড়ি দিতাম বটে, কিন্তু সেই যে আমার পায়ে লোহার বেড়ী পড়িয়াছে—সে কথা এই ষোল বৎসর পরেও ভুলিতে পারি নাই! মিসেস্ কুট্‌সের পাল্লায় পড়িয়া তাহা ভুলিবার যো কি? তুমি আমেলিয়া কার্টারের পাল্লায় পড়িয়াও এখনও যে তাহাকে আমোল দাও নাই—এ অতি বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছ ব্লেক! কিন্তু আমার এখন আপ্‌শোষ করিয়া কোন ফল নাই। খাসা আছ ভাই, তোমার স্বাধীনতা দেখিয়া আমার হিংসা হয়।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, পল সাইনসের কথা। হাঁ, একটু একটু মনে পড়ে বটে, সে সময় সকলেই ঐ লোকটার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিত ; সে না কি ছাইমুঠা ধরিলেও তাহা সোনামুঠা হইত! (every thing he touched seemed to turn to gold.) এ জন্য সকলে তাহাকে 'টাকার কুমীর' বলিত। হাঁ, ঠিক মনে পড়িয়াছে—তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ; সে তেলের বাজারে তাহার একচেটে অধিকার নষ্ট করিবার চেষ্টা করায় সাইনস্ তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছিল। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সেই আদেশ রহিত করিয়া তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। টাকার জোরে সাত খুন মাফ্ হয়—সে ত মোটে একটা খুন করিয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কথাটা তোমার স্মরণ আছে, তবে আর তোমার স্মরণশক্তির অপরাধ কি? যাহার হত্যাপরাধে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহার নাম স্কট্ স্যাণ্ডার্স। এই লোকটিও তৈলব্যবসায়ী ছিল, এবং সাইনসের মতই তাহার অগাধ অর্থ ছিল। সে তৈলব্যবসায়টি মুঠায় পুরিয়া পল সাইনসের সর্ব্বস্বান্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে জীবিত থাকিলে কৃতকার্য্য হইত, অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই সে সাইনসের পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছিল। তাহার মামলার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। পিস্তল বন্দুক প্রভৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া আমার একটু সুনাম ছিল, এজন্য ফরিয়াদীপক্ষ হইতে আমাকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। আমার জবানবন্দীতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল—যে গুলীতে স্যাণ্ডার্স নিহত হইয়াছিল—সেই গুলী কেবল একটি পিস্তলের সাহায্যেই ছুড়িতে পারা গিয়াছিল, এবং তাহা সাইনসেরই পিস্তল। বলা বাহুল্য, আমি পল সাইনসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি নাই; তথাপি আমার জবানবন্দী তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়াছিল।—তাহার মামলার সকল বিবরণ আমার স্মরণ নাই বটে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না; একটু অপেক্ষা কর।"

সেই কক্ষের এক প্রান্তে সেল্‌ফের উপর কতকগুলি সংবাদপত্রের 'ফাইল' ছিল; মিঃ ব্লেক সেই সকল ফাইলে বহু বৎসরের সংবাদপত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া 'লণ্ডন মেলে'র ফাইল হইতে ষোল বৎসর পূর্ব্বের ২৩এ মার্চ্চের কাগজখানি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পল সাইনস্ গাড়ীতে বসিয়া 'লণ্ডন মেলের' যে সংখ্যা দেখিতেছিল, ইহাও 'লণ্ডন মেলের' সেই সংখ্যা। এই কাগজখানিতে পল সাইনসের মামলার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পল সাইনস্ কি উদ্দেশ্যে গাড়ীতে বসিয়া এই তারিখের কাগজখানি পাঠ করিতেছিল, তাহা মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিলেও এইবার বুঝিতে পারিলেন। কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পূর্ব্বে সে তাহার মকর্দ্দমার আমূল বৃত্তান্ত পাঠ করিবার সুযোগ পায় নাই।

মিঃ ব্লেক মামলার বিবরণটি পাঠ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ বলিলেন, "সাইনস্ বিচারালয়ে আত্মসমর্থনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; সে অপরাধ স্বীকার করে নাই; সে যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ—একথা শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ ছিল তাহা খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। সে তাহার কারবারের বখরাদার ও বিশিষ্ট বন্ধুর জবানবন্দী সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই; সে স্পষ্টই বলিয়াছিল—তাহার বখরাদার বন্ধু তাহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বোধ হয় জাবেজ নোল্যাণ্ডের কথা বলিতেছ। হাঁ, জাবেজ নোল্যাণ্ডের জবানবন্দীতেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। মামলাটিতে জটিলতার লেশ মাত্র ছিল না। জাবেজ নোল্যাণ্ড পল সাইনসের তেলের কারবারের বখরাদার ছিল। তাহারা উভয়ে মাডাগার তেলের ব্যবসায়টি একচেটে করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু একজন শক্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারই নাম স্কট্ স্যাণ্ডার্স। তাহার এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, সে চেষ্টা করিলে দুই একদিনের মধ্যে তেলের বাজার মাটী করিতে পারিত, এবং তাহার ফলে সাইনস্ ও জাবেজ নোল্যাণ্ডকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত।

"পল সাইনস্ এই সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সের সহিত রফা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। এই জন্য সে স্যাণ্ডার্স ও নোল্যাণ্ডকে তাহার আফিসে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। স্যাণ্ডার্স তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার আফিসে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু নোল্যাণ্ড, কি কারণে বলা যায় না—তাহার আফিসে আসিল না। সুতরাং নোল্যাণ্ডের অনুপস্থিতিতেই স্যাণ্ডার্সের সহিত সাইনসের তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। পাশের ঘরে আর একটি আফিস ছিল; সেই আফিসের একজন কর্ম্মচারী সাক্ষ্য দিয়াছিল—সে সেই কক্ষে বসিয়া স্যাণ্ডার্সের সহিত সাইনসের বাদানুবাদ শুনিয়াছিল, এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল তাহারা উভয়েই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিতেছিল।

উভয়ের এইভাবের তর্কবিতর্ক বন্ধ হইলে হঠাৎ সেই কক্ষে পিস্তলের আওয়াজ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া সাক্ষী সিঁড়ির পাশ দিয়া সাইনসের আফিসে প্রবেশোদ্যত হইতেই জাবেজ নোল্যাণ্ডকে সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিতে দেখিল।

"সাক্ষী জাবেজ নোল্যাণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃতদেহ সেই আফিস-ঘরের মধ্যস্থলে পড়িয়া থাকিতে দেখিল। পল সাইনস্ তখন তাহার আফিসের প্রান্তবর্ত্তী খাস-কামরার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার হাতে একটি পিস্তল ছিল। তাহা দেখিয়া সাক্ষীর ধারণা হইয়াছিল,—স্কট্ স্যাণ্ডার্স পল সাইনসের সহিত কলহে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যখন সাইনস্‌কে বলিল—সে তাহার তৈলব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, সেই সময় সাইনস্ তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে ও নিরাশায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। তাহার হাতে যে পিস্তলটি ছিল—তাহার একটি টোটা খালি হইয়াছিল। পল সাইনস্ স্বীকার করিয়াছিল, সেটি তাহারই পিস্তল, এবং সেই পিস্তলটি সে তাহার আফিসের একটি দেরাজে রাখিত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তবে ত আসল ব্যাপার বুঝিতে একটুও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। পল সাইনস্‌ই ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার পিস্তলের গুলীতে স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিল। সাইনসের আত্মসমর্থন করিবার পথ ছিল না। কিন্তু এই কাগজেই ত দেখা গেল, আত্মসমর্থনের জন্য সে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিল—তাহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। প্রাণের দায়ে সে একটি অসম্ভব গল্প বলিয়া বিচারককে ও জুরীদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু পৃথিবীতে অনেক সময় এরূপ কাণ্ডও ঘটে—যাহা তোমরা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও মিথ্যা নহে। সাইনস্ আদালতে স্বীকার করিয়াছিল—সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্যাণ্ডার্সকে রফায় রাজী করিতে পারে নাই। (had failed to come to terms) স্যাণ্ডার্স সক্রোধে উঠিয়া তাহার

আফিস ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সাইনস্ তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আফিস-ঘরে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া দেখিল—স্যাণ্ডার্স নিহত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার অদূরে একটি পিস্তল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সাইনস্ তাহা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহা তাহারই পিস্তল; সেই পিস্তলটি তাহার আফিস-ঘরের ডেস্কে আবদ্ধ থাকিত। কে কি কৌশলে সেই পিস্তল ডেস্কের দেরাজ হইতে বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং তাহার সাহায্য স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়াছিল—ইহা বুঝিতে না পারিয়া সে তাহার খাস-কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে পিস্তলটির নল দেখিতেছিল, সেই সময় জাবেজ নোল্যাণ্ড এবং পার্শ্বস্থ আফিসের একজন কর্ম্মচারী বাহিরের দিক হইতে তাহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, এবং তাহাকে স্যাণ্ডার্সের মৃত দেহের অদূরে সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল।—প্রকৃত পক্ষে সে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে নাই, যাহা সত্য ঘটনা তাহাই বলিয়াছে; কিন্তু তাহার এই সকল কথা যে সত্য, ইহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এমন পাগল কে আছে যে—তাহার এই উদ্ভট গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? জজ ও জুরীরা তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; ইহা অসঙ্গত হয় নাই। দশ মিনিটের মধ্যেই জুরীদের পরামর্শ শেষ হইয়াছিল। বিচারক যখন সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন বিচারালয়ে তুমুল আন্দোলন ও কোলাহল আরম্ভ হইয়াছিল; সাইনসের ন্যায় সর্ব্বজন-সম্মানিত লক্ষপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ বৃটীশ বিচারালয়ে একটা নূতন ব্যাপার! এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে সে শপথ করিয়া বলিয়াছিল—এই মামলায় যাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের সকলকেই সে যেরূপে পারে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে; তাহার ক্রোধানল হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না; বিশেষতঃ, তাহার ব্যবসায়ের বখরাদার জাবেজ নোল্যাণ্ডকে তাহার এই শাস্তির জন্য দায়ী মনে করিয়া সে সর্ব্বাগ্রে তাহারই

সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিল। সে স্কট্ স্যাণ্ডার্সের ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া বিনা দোষে গুলী করিয়া মারিল, অথচ তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও হোম সেক্রেটারী তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম; দয়ার এরূপ ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত আর কখন দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না! উহার ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইলেও ষোল বৎসর পরে সে আজ মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত বহুদিন হইতে ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের ইন্স্পেক্টরী করিতেছ; তুমি কি জান না যাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় তাহারা ষোল বৎসর দণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করে? যাবজ্জীবন কারাবাসের এ অর্থ নয় যে, জীবনে তাহারা কারাগারের বাহিরে আসিতে পারিবে না।"

স্মিথ মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল; তাহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। তাহার ধারণা হইল—পল সাইনস্ যদি সত্যই নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন লোক স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিল; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় জাবেজ নোল্যাণ্ড ভিন্ন অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না।—তবে কি জাবেজ নোল্যাণ্ডই প্রকৃত অপরাধী?

কি জন্য বলা যায় না—স্মিথের বিশ্বাস হইল পল সাইনস্‌কে বিনা-অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে; এই জন্য সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কি নোল্যাণ্ডকে দায়ী করিতে পারা যাইত না কর্ত্তা! স্বীকার করি—তাহার অপরাধের কোন প্রমাণ ছিল না; কিন্তু এরূপও ত দেখা গিয়াছে—কেহ কেহ এমন কৌশলে নরহত্যা করে যে, তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না; অথচ ঘটনা-চক্রে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি হত্যাকারী বলিয়া ধরা পড়ে ও শাস্তি পায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বটে, কিন্তু নোল্যাণ্ডের

জবানবন্দী পাঠ করিয়া তাহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ হয় না। সে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছিল—স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করিবার জন্ম তাহারও সাইনসের আফিসে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে সেখানে উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে যখন সে সাইনসের আফিসে যাইবার জন্ম সিঁড়ির উপরে উঠিয়াছিল, সেই সময় পিস্তলের শব্দ শুনিতে পায়; তাহার পর সে সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল; সেই সময় সাইনস্ পিস্তল হাতে লইয়া তাহার খাস-কামরার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সাইনস্ তখন পিস্তলটি পরীক্ষা করিতেছিল।—জাবেজ নোল্যাণ্ড জেরায় বলিয়াছিল সাইনস্ই সেই পিস্তলটির মালিক, এবং সাইনস্ স্বয়ং তাহা ব্যবহার করিত। সাইনস্ তাহা তাহার আফিসের ডেস্কের দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিত—ইহাও তাহার জানা ছিল।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "সাইনসের অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে সে ক্রোধে বিচলিত হইয়া তাহার কারবারের বখরাদার নোল্যাণ্ডকেই হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল; বলিয়াছিল—নোল্যাণ্ড তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার আফিসের ডেস্ক হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং তদ্দারা স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা; সে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম স্বকৃত অপরাধ নোল্যাণ্ডের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সাইনসের আফিসের পাশের ঘরে যে লোকটি ছিল তাহার জবানবন্দী হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল—সাইনসের ও কথা আদৌ সত্য নহে; কারণ সে বলিয়াছিল সে সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিবার সময় নোল্যাণ্ডকে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতে দেখিয়াছিল, এবং নোল্যাণ্ড সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই স্কট্ স্যাণ্ডার্স সেই কক্ষে নিহত হইয়াছিল। স্কট্ স্যাণ্ডার্স জীবিত থাকিতে জাবেজ নোল্যাণ্ড সাইন্সের আফিসে প্রবেশ করে নাই।"

স্মিথ বলিল, "সাইনসের কারবারের বখরাদার নোল্যাণ্ড কি এখনও জীবিত আছে? যে তৈলের কারবারের একচেটে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম এই

নরহত্যা, স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকাণ্ডের পর সেই কারবারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, নোল্যাণ্ড এখনও সুস্থ দেহে বর্ত্তমান। স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃত্যুতে কারবারের সকল বিঘ্ন দূর হইয়াছিল ; বিশেষতঃ, পল সাইনসের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হওয়ায়, জাবেজ নোল্যাণ্ড সেই কারবারের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়াছিল, তাহার ফলে এখন সে এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ধনীগণের অন্ততম (one of the wealthiest men in the country) স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃত্যুর পর তেলের কারবারের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় জাবেজ নোল্যাণ্ড ও সাইনস্ প্রত্যেকে ন্যূনকল্পে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু সাইনস্ পার্কমুরের কারাগারে এ কাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকায় সে টাকা তাহার ভোগে লাগে নাই। এখন সে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে ; টাকার ত অভাব নাই, আশা করি অবশিষ্ট জীবন সে সুখেই কাটাইতে পারিবে।”

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, “কাহার কথা বলিতেছ ? কে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আবার কে ?—ঐ কার্ডখানিতে যাহা লেখা আছে তাহা দেখিয়াও এ কথা জিজ্ঞাসা করিবাব কারণ কি ? পল সাইনস্ আজ সকালে পার্কমুর-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে—ইহা কি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না ?”

অনন্তর কি ভাবে পল সাইনসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং তিনি কি অবস্থায় পড়িয়া তাহার মোটর-কারে লণ্ডনে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহা ইন্স্পেক্টর কুট্সের গোচর করিলে কুট্স বলিলেন, “সাইনস্ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও পনের বৎসর দণ্ডভোগের পরই তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু সে নানা ভাবে কারা-বিধান ভঙ্গ করায়, যে দণ্ড তাহার রেহাই পাইবার কথা, তাহা সে মাফ্ পায় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসর ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহার মুক্তিলাভের আশা ছিল না ; তথাপি যদি সে সত্যই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে—তাহা হইলে হোম সেক্রেটারীর অনুগ্রহেই তাহা সম্ভব

হইয়াছে ; হোম সেক্রেটারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাহার খালাসী পরোয়ানা মঞ্জুর করিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই করিয়াছেন ; তিনি সাইনসের মুক্তিদানের আদেশ না করিলে পার্কমুর-কারাগারের অধ্যক্ষ কি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িয়া দিত ?—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; কিন্তু একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই।—মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে কোথায় নামের কার্ড ছাপাইয়া লইল ? আর সেই কার্ডে সে 'কারামুক্ত কয়েদী' বলিয়াই বা নিজের পরিচয় দিল কেন ? পৃথিবীতে এরূপ লোক অতি অল্পই আছে যাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'কারামুক্ত কয়েদী' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার বিষয় মনে করে !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অঙ্গুলীদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এইখানে বোধ হয় একটু বিকৃতি ঘটিয়াছে ! ষোল বৎসর জেলখানায় আটক থাকিলে অনেক চাষা-ভূষাকেই পাগল হইতে হয়, সাইনস্ ত সম্ভ্রান্ত সমাজের লোক, তাহার উপর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ; তাহাকে ষোল বৎসর কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইলে তাহার মাথা ঠিক থাকিবে—এরূপ আশা করা অন্যায়। তাহার ত টাকার অভাব নাই, এখন কিছু দিন সে সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া মাথা ঠাণ্ডা করুক।—সংসারে তাহার কোন আত্মীয় স্বজন আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছিল বলিয়াই ত জানিতাম। তাহার প্রকাণ্ড সংসার। তাহার অপরাধের বিচারের অল্প দিন পরেই বিবি-সাইনসের মৃত্যু হইয়াছিল। স্বামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া তিনি যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা। তাঁহার ন্যায় সুশীলা ও পতিব্রতা রমণী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অনেকগুলি সন্তানের জননী ছিলেন; সাইনস্ যখন কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল—তখন ছেলেগুলির অনেকেই শিশু ছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ ষোল বৎসরে তাহার ছোট ছেলেটিও সাবালক হইয়াছে। কোন কোন পুত্র এখন যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু তাহারা এখন কোথায়, কে কি করিতেছে, এবং তাহাদের পিতার কলঙ্কিত জীবনের সকল বিবরণ তাহারা জানে কি না—ইহা আমার অজ্ঞাত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তাহা কি তাহারা শুনিতে পায় নাই? তবে ব্যপের কীর্ত্তি তাহাদের অজ্ঞাত থাকিলে তাহারা অসঙ্কোচে সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত বটে; কিন্তু তাহারা নরহন্তার পুত্র, এ সংবাদ তাহাদের অগোচর থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়?—ও কথা যাক, একটা নূতন জনরব শুনিয়াছ ব্লেক! আমাদের বড় কর্ত্তা সার হেনরী না কি পেন্সন লইতেছেন, হোম সেক্রেটারী শীঘ্রই নূতন চীফ্ কমিশনর নিযুক্ত করিবেন শুনিতেছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; আশা করি জনরবটি সত্য নহে। সার হেনরী ফেয়ারফক্সের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও বহুদর্শী কমিশনর আমি আর একটিও দেখি নাই; তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুনাম ও গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং লণ্ডনের শান্তিরক্ষায় অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তুমি ত জান আমি তাঁহার গুণের কিরূপ পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস, এখনও তাঁহার পেন্সন লইবার সময় হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! সার হেনরী ইদানী মধ্যে মধ্যে অসুখে ভুগিতেছেন,—এজন্য নূতন হোম সেক্রেটারী অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে না কি পেন্সনের দরখাস্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন।—নূতন হোম সেক্রেটারী ভয়ঙ্কর ব্যস্তবাগীশ লোক, গবর্মেণ্টের সকল বিভাগেই ওলট্-পালট্ আরম্ভ করিয়াছেন; অত বড় দায়িত্বপূর্ণ চাকরীতে কি ঐ রকম ছোকরাকে নিযুক্ত করিতে আছে? বুড়োদের চাকরী রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে! ছোকরা মনিব হইলে যাহা হয়—সেইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ঐ রকম অল্প বয়সের কর্ম্মচারী কি হোম সেক্রেটারীর পদের উপযুক্ত?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ রকম নিয়োগ ত এদেশে নূতন নহে। পিট্ একুশ বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সমালোচকগণ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, একটা ইস্কুলের ছোকরার হাতে রাজ্য শাসনের ভার পড়িল! কিন্তু সেই ছোকরার অপেক্ষা যোগ্যতর প্রধান মন্ত্রী এ দেশের ভাগ্যে আর কয়জন জুটিয়াছে? দেখ কুট্‌স, কিছু দিন পরে শাসন-পরিষদে আর একটিও পাকা মাথা দেখিতে পাইবে না; তখন শুনিবে—আমাদের কেবল বুদ্ধি ভরসা, ত্রিশ বছরেই

ফরসা !' যদি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাক—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে—স্কুলের ছেলেরা এ দেশের গবর্মেণ্ট চালাইতেছে !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সশব্দে নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, "সেই দুর্দ্দিন আসিবার পূর্ব্বেই যেন খসিয়া পড়িতে পারি। আপাততঃ তোমার এখান হইতে খসিয়া পড়িলাম ভাই, একটু কাজ আছে।"—তিনি টুপি ও ছাতি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্লেকও পল সাইনসের নামের কার্ডখানি টেবিল হইতে অন্যমনস্ক ভাবে তুলিয়া লইয়া ওয়েষ্টকোটের পকেটে নিজের নামের কার্ডগুলির উপর রাখিয়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক তখনও 'রোল্‌স রয়েসের' মালিক—তাঁহার সহযাত্রীর কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত পল সাইনস্‌কে তিনি ওল্‌ড বেলীর বিচারালয়ে আসামী কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন। তাহার সেই মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণ হইল ; সেই মূর্ত্তির সহিত রোলস্ রয়েসের আরোহী—তাঁহার সেই বৃদ্ধ সহযাত্রীর মূর্ত্তির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না ; এবং বৃদ্ধ তাঁহাকে নিজের পরিচয় না জানাইলে উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি—ইহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর কাল কঠোর কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া সাইনসের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সাইনস্ আজই সকালে মুক্তিলাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই ; আমরা তাহাকে পার্কমুরের দিক হইতেই আসিতে দেখিয়াছিলাম ! সম্ভবতঃ আজ সকালেই তাহার গাড়ী জেলখানার বাহিরে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল ; সে মুক্তিলাভ করিয়া সেই গাড়ীতেই লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যেদিন সে বিচারালয় হইতে কারাগারে গেল—সেই দিন একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আবার ষোল বৎসর পরে যে দিন সে মুক্তি-লাভ করিল—ঠিক সেই দিনই দৈবক্রমে পুনর্ব্বার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল ! তাহার মামলায় আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল ; কিন্তু আমার সাক্ষ্যে তাহার উপকার দূরের কথা অপকারই হইয়াছিল। এইজন্যই সে আমার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে আমাকে নিশ্চয়ই বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ইহাকে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই ; বরং সে আমার নাম শুনিয়া আমাকে

যে সেই পথের ধারেই গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় নাই—ইহাতেই আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কি বিশ্বাস—পল সাইনস্‌ই স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল?"

স্মিথ পল সাইনসের মামলার বিবরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিল। সে হঠাৎ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় মিঃ ব্লেক কি উত্তর দিবেন, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নিরপেক্ষ বিচারেই সে দণ্ডিত হইয়াছিল; বিচারের কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। জুরীরা যে রায় দিয়াছিলেন, সেই রায় ভিন্ন অন্য প্রকার রায় প্রকাশ করিবার ত উপায় ছিল না। তাহার অনুকূলে এমন কোন প্রমাণ ছিল না যাহার বলে জজ বা জুরীরা তাহাকে মুক্তিদান করা সঙ্গত মনে করিতে পারিতেন। সে দণ্ডভোগ করিয়াছে—এখন তাহার অপরাধের কথার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আমি এই মামলার আমূল বৃত্তান্ত আজই জানিতে পারিলাম; বিশেষতঃ তাহার মুক্তিলাভের দিনই তাহার সঙ্গে বহুদূর হইতে লণ্ডনে আসিলাম। এই জন্য বহুদিন পূর্ব্বে তাহার মামলার নিষ্পত্তি হইলেও তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি তাহার পক্ষে ওকালতি করিতে বসি নাই; তবে মামলার সকল বিবরণ পড়িয়া আমার মনে হইতেছে—পল সাইনস্ যখন জাবেজ নোল্যাণ্ডকেই স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল—তখন সে সত্য কথাই বলিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এইরূপ মনে হইবার কারণ কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।—তুমি পল সাইনসের অনুকূলে ওকালতি না করিলেও হয় ত তর্কের অনুরোধে বলিবে—স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করায় পল সাইনসের যতখানি স্বার্থ ছিল জাবেজ নোল্যাণ্ডের স্বার্থ তাহা অপেক্ষা এক বিন্দুও কম ছিল না। সাইনসের কারবারের সে বখরাদার, সাইনসের আফিসে তাহার অবারিত গতি; সাইনসের অজ্ঞাতসারে ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া পিস্তলটি হস্তগত করা নোল্যাণ্ডের অসাধ্য হয়

নাই। সে সাইনসের আফিসের বাহিরে দাঁড়াইয়া স্যাণ্ডার্সের সহিত তাহার কলহ শুনিতেছিল। তাহার পর সাইনস্ আফিস হইতে খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র জাবেজ নোল্যাণ্ড পিস্তল-হস্তে আফিসে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়াই, পিস্তলটি সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। পল সাইনস্ পিস্তলের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার খাস-কামরা হইতে আফিস-ঘরে আসিয়াই স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃতদেহ দেখিতে পায়, এবং পিস্তলটি তুলিয়া লইয়া দেখে—তাহারই পিস্তল! সে অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইয়া পিস্তলটি পরীক্ষা করিতেছিল—সেই সময় নোল্যাণ্ড পুনর্ব্বার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সাইনসের আফিসের দিকে আসিতেছিল; সাইনসের আফিসের পাশের ঘরে যে লোকটি ছিল—সেও ঠিক সেইসময় সাইনসের আফিসের বাহিরে আসিয়া নোল্যাণ্ডকে দেখিতে পায়। অতঃপর তাহারা উভয়েই সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিয়া নিহত স্যাণ্ডার্সের অদূরে নোল্যাণ্ডের পরিত্যক্ত এবং নিজেরই দেরাজস্থিত পিস্তলটি হাতে লইয়া সাইনস্‌কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।—কেমন, ইহাই ত তোমার মনের কথা?"

স্মিথ বলিল, "আমার মনের কথা হউক বা না হউক, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কি অসম্ভব না অসঙ্গত? সাইনস্‌কে সেই অবস্থায় দেখিলে কেহ কি বলিতে পারিত—সে স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করে নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যুক্তি অসঙ্গত নহে; কিন্তু এই যুক্তি মানিয়া লইতে হইলে স্বীকার করিতে হয়—জাবেজ নোল্যাণ্ড স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অনুমান করা অপেক্ষা, পল সাইনস্ সাময়িক উত্তেজনার বশে দেরাজ হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়াছিল—এই সিদ্ধান্ত অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জাবেজ নোল্যাণ্ডের পক্ষে এ কথা বলা যাইতে পারে—সে কি উদ্দেশ্যে সাইনসের ডেস্কের দেরাজ হইতে পিস্তল চুরী করিয়া স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে, এবং সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে গুলী করিবে? নোল্যাণ্ড কি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল

স্যাণ্ডার্স তাহাদের একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল ?”

স্মিথ বলিল, “বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে পূর্ব্বেই গোপনে স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার নিকট শুনিয়াছিল—সে তাহাদের ব্যবসায়ের একচেটিয়া নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। স্যাণ্ডার্স সাইনসের আফিসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নোল্যাণ্ড তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল কি না তাহা স্যাণ্ডার্সই বলিতে পারিত ; কিন্তু তাহার মৃত্যু হওয়ায় সে কথা জানিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হইবার ভয়ে জাবেজ নোল্যাণ্ড পূর্ব্ব হইতেই স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকিলে তাহা অস্বাভাবিক মনে করিবার কোন কারণ আছে কি ?”

মিঃ ব্লেক একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, “না, তাহা অস্বাভাবিক মনে করিবার কারণ নাই, বরং তাহা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু তোমার এই কাল্পনিক সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইলেও, ইহা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। বিনা প্রমাণে কোন যুক্তিই আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সাইনস্ স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল—ইহাই আদালতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। জাবেজ নোল্যাণ্ডকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও বিচারের ফল অন্য প্রকার হইয়াছিল দেখিয়াছ। ফলতঃ স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাপরাধে পল সাইনস্‌কে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় সে কারামুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এখন জাবেজ নোল্যাণ্ডকে স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া লাভ কি ?”

স্মিথ বলিল, “লাভ নাই সত্য, কি জাবেজ নোল্যাণ্ডের অপরাধ আমরা যে ভাবে উড়াইয়া দিতেছি, পল সাইনস্ কি তাহা সেইভাবে উপেক্ষা করিতে পারিতেছে ? যদি সে সত্যই নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে বিনা-অপরাধে তাহাকে ষোল বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল !—ইহা কিরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার তাহা ভাবিতেও হৃদয় অবসন্ন হয় ! এই ষোল বৎসরের প্রতিদিন পলে

পলে সাইনসের মনে হইয়াছে—জাবেজ নোল্যাণ্ডের অপরাধেই তাহার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। জাবেজ নোল্যাণ্ড স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গোপনে হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিচারালয়ে সাইনসের অপরাধ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকেও সাবাড় করিবার জোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল! এ অবস্থায় নোল্যাণ্ডের উপর সে কিরূপ জাতক্রোধ হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ স্মিথ, এ সকল কথা চিন্তা করিলে মন সত্যই অবসন্ন হইয়া উঠে। নোল্যাণ্ড প্রকৃতই অপরাধী কি না—পল সাইনসের তাহা অজ্ঞাত নহে। জজ ও জুরীরা তাহার বিরুদ্ধে সাইনসের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কারণ সাইনসের অভিযোগের কোন প্রমাণ ছিল না; কিন্তু আদালতের বিচারে নোল্যাণ্ড নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইলেও সাইনস্ কি তাহার অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছে? সে কি প্রতিহিংসা গ্রহণে নিশ্চেষ্ট থাকিবে?"—হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল—পল সাইনস্ তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় বলিয়াছিল—'আমি জানি শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক আপনার সহিত আমার সংঘর্ষণ অনিবার্য্য।' —পল সাইনস্ কি ভাবিয়া তাঁহাকে একথা বলিয়াছিল তাহা তিনি তখনও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল—সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ ত্যাগ করিবে না। সে এরূপ কোন ভীষণ কাণ্ড করিবে—যাহার রহস্য ভেদ করা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অসাধ্য হইবে, এবং তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার সাহায্যগ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে।—সুতরাং পল সাইনসের সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ অনিবার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন—সেই সময় টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া তাঁহার মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি হাত বাড়াইয়া ডেস্কের উপর হইতে 'রিসিভার' তুলিয়া লইয়া কানের কাছে ধরিলেন, এবং সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি রবার্ট ব্লেক; আপনার কি বলিবার আছে বলুন—আমি শুনিতেছি।"

মিঃ ব্লেক তারের ভিতর দিয়া যে উত্তর পাইলেন তাহাতে বক্তার মানসিক উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ধ্বনিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন, "মিঃ

ব্লেক, কোন জরুরি কাজের জন্য আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কাজটা অত্যন্ত জরুরি; আমার এই প্রস্তাব সাধারণ অনুরোধ (ordinary request) মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না।—আপনাকে আমার একটা কাজের ভার লইতে হইবে। এজন্য আপনি যত টাকা 'ফি' চাহিবেন তাহাই—"

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে বলিলেন, "কে আপনি মহাশয়? আপনার একটা নাম আছে ত? আমি গোয়েন্দাগিরি করি বটে, কিন্তু অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার নাম বলিতে পারি না।"

উত্তর হইল, "বটে, বটে! আমি কে, তাহা আপনাকে বলা হয় নাই। আমার নাম শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন আমি—কি বলি—নিতান্ত বাজে লোক নহি। আমার নাম নোল্যাণ্ড—জাবেজ নোল্যাণ্ড। আমার নাম বোধ হয় আপনার অপরিচিত নহে।"

চতুর্থ পর্ব্ব

প্রত্যাখ্যান

"জাবেজ নোল্যাণ্ড !"

জাবেজ নোল্যাণ্ডের নাম শুনিয়া মিঃ ব্লেক এভাবে চমকিয়া উঠিলেন যে, টেলিফোনের রিসিভারটা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল ! তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। তাঁহার আকস্মিক বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি স্মিথের সহিত যাহার বিরুদ্ধে কারামুক্ত অপরাধী পল সাইন্‌সের আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তিই টেলিফোনে হঠাৎ তাঁহাকে আহ্বান করিল ! এরূপ অদ্ভুত যোগাযোগ অত্যন্ত অসাধারণ। (extra-ordinary coincidence.) তখনই তাঁহার মনে হইল—এই নামের লোক লণ্ডনে একজন মাত্র আছে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত। লণ্ডনে একাধিক জাবেজ নোল্যাণ্ড থাকিতে পারে; তাহাদেরই কেহ কোন জরুরি কার্য্যের জন্য তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তথাপি তাঁহার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া রহিল। যাঁহারা ধনে-মানে, বিদ্যা-বুদ্ধি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত-সমাজের শীর্ষস্থানীয়—গরজে পড়িলে তাঁহারা সকলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া থাকেন; আর এই জাবেজ নোল্যাণ্ড এমন কি নবাব যে, সে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারিল না, তাঁহাকে তাহার কাছে যাইতে হুকুম করিল ! বস্তুতঃ, লোকটার ধৃষ্টতায় তাঁহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। তিনি অতঃপর কি উত্তর দিবেন, টেলিফোনের রিসিভার হাতে লইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেকের আর কোন সাড়া না পাইয়া জাবেজ নোল্যাণ্ড অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আপনি আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন কি ?—অত্যন্ত জরুরি কাজের জন্যই আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিতেছি; অবিলম্বে

আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হইলেই নয়! আপনি আমার অনুরোধ রক্ষায় বিলম্ব করিলে আমার জীবন বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা আছে। আপনাকে ত বলিয়াছি—আমার নাম জাবেজ নোল্যাণ্ড; কিন্তু আমার বাড়ীর ঠিকানা এখনও আপনি জানিতে পারেন নাই।—ভুল, মিঃ ব্লেক! প্রাণভয়ে আমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিতেছে! আমার বাড়ীর ঠিকানা ২২নং কার্টন স্কোয়ার। মিঃ ব্লেক! টাকায় পোষাইবে কি না ভাবিয়া যদি আপনি আসিতে ইতস্ততঃ করেন—তাহা হইলে আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি—আপনার পারিশ্রমিকের জন্য আমার স্বাক্ষরিত যে চেক পাইবেন—তাহাতে আমি টাকার পরিমাণ লিখিব না; আপনার যত টাকা খুসী তাহাই বসাইয়া লইবেন। আপনার 'ফি' সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি? আমার অনুরোধ, আপনি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া এখনই চলিয়া আসুন। আপনি যদি বলেন—তাহা হইলে আমার নিজের ব্যবহৃত 'রোল্‌স রয়েস্' কার এই মুহূর্ত্তেই আপনার নিকট পাঠাইতে পারি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহা আপনার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবে।"

মিঃ ব্লেক কি উত্তর দিবেন তাহা তখনও স্থির করিতে পারিলেন না; টেলিফোনের 'রিসিভার' হাতে লইয়াই নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল—তিনি গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিবার পর এরূপ কার্য্যভার অল্পই পাইয়াছেন,—পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যাহার 'কিনারা' করিয়া উঠিতে পারিত না। পুলিশের যাহা অসাধ্য নহে, এরূপ কোন কাজের ভার, কেবল টাকার লোভে তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সেদিন তিনি সুদূর মফস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, কোন মক্কেলের কাজে সেদিন পুনর্ব্বার বাহিরে যাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই জাবেজ নোল্যাণ্ড যে পল সাইনসের কারবারের ভূতপূর্ব্ব বখরাদার,—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন—তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের ইঙ্গিতে। চেকে টাকার পরিমাণ না লিখিয়া খালি-চেক সহি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে—এরূপ লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। জাবেজ নোল্যাণ্ড কিজন্য এরূপ ব্যাকুল ভাবে তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে, তাহার কি বলিবার আছে, পল সাইনসের

প্রসঙ্গে সে তাঁহাকে কোন কথা বলিবে কি না, যদি সে সত্যই স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়া থাকে—এতকাল পরে সে-কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে কি না—ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্ত তাঁহার কৌতূহল এরূপ প্রবল হইল যে, তিনি তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "উত্তম, আমি আসিতেছি; আপনাকে কষ্ট করিয়া এখানে গাড়ী পাঠাইতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক 'রিসিভার' রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্ত স্মিথের কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠাৎ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না; মিনিট-দুই পরে মিঃ ব্লেক উঠিয়া চটি খুলিয়া বুট পরিলেন, এবং বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন; তাহা দেখিয়া স্মিথ বলিল, "টেলিফোনে হঠাৎ নূতন চাকরী জুটিয়া গেল না কি কর্ত্তা!—সাজ-পোষাক করিয়া কোথায় যাইতেছেন? এই ত খানিক আগে বলিতেছিলেন—লাখ টাকা পাইলেও আজ আর বাহিরে পা বাড়াইবেন না; লাখ টাকারও বেশী কেহ দিতে রাজি হইয়াছে না কি?"—তাহার প্রশ্নে বিদ্রূপের আমেজ ছিল। স্মিথ জানিত—মিঃ ব্লেককে না চটাইলে সকল সময় তাঁহার মনের কথা টানিয়া বাহির করা যায় না।

কিন্তু স্মিথের আশা পূর্ণ হইল না। মিঃ ব্লেক যদিও স্মিথের নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না, তথাপি টেলিফোনে কাহার সহিত তাঁহার কথা হইল, এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন, তাহা স্মিথের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—জাবেজ নোল্যাণ্ড বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছে, এবং তিনি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন—এ কথা শুনিলেই স্মিথ লাফাইয়া উঠিবে, এবং জাবেজ নোল্যাণ্ডই যে স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারী—এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইবে। ইহা সঙ্গত মনে না হওয়ায় তিনি স্থির করিলেন, জাবেজ নোল্যাণ্ডের সকল কথা না শুনিয়া তিনি স্মিথের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবেন না। এই জন্ত তিনি বলিলেন, "হাঁ, একটু কাজে আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইতেছে, এখনই ফিরিয়া আসিব। কাজটা এমন জরুরি যে,

লক্ষাধিক টাকা দূরের কথা—কিছুই উপার্জ্জনের আশা না থাকিলেও আমাকে যাইতে হইত। তবে ইচ্ছা করিলে এই ব্যাপারে আশাতিরিক্ত অর্থ হস্তগত করিতে না পারি—এরূপও নহে; কিন্তু তুমি ত জান আমি কোন দিন টাকার অনুসরণ করি না, টাকাই আমার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়।"

স্মিথ তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, এবং তাঁহাকে কার্টন স্কোয়ারে পৌঁছাইয়া দিতে ট্যাক্সিওয়ালাকে আদেশ করিলেন। কার্টন স্কোয়ার লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর একটি প্রসিদ্ধ স্থান; লণ্ডনের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি সেই অঞ্চলে বাস করেন। এক একটি অট্টালিকা যেন রাজপ্রাসাদ! সেই ট্যাক্সিতে বসিয়া পল সাইনসের ও তাহার মহামূল্য রোল্‌স রয়েসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি যখন তাহার গাড়ীতে লণ্ডনে আসিতেছিলেন তখন কি জানিতেন যে, কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহাকে তাহার মহা-শত্রুর অনুরোধে তাহারই বাড়ীতে যাইতে হইবে?—জাবেজ নোল্যাণ্ড কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে তাহা তিনি জানিতে না পারিলেও বুঝিয়াছিলেন—সেই দিন প্রভাতে পল সাইনস্‌ মুক্তিলাভ করিয়াছিল, ইহা সে জানিতে পারিয়াছিল। তাহারই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেও একটা কথা তখনও তিনি বুঝিতে পারিলেন না; পার্কমুর কারাগার হইতে পল সাইনসের মুক্তিলাভের পর তখন বার ঘণ্টা মাত্র অতীত হইয়াছিল, সেই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি কাণ্ড ঘটিল যে, জাবেজ নোল্যাণ্ডকে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল?—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কি সাইনস্‌ তাহার জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে?

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাসাদ-তুল্য বিশাল ভবনের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন; ট্যাক্সিওয়ালা অনেকগুলি গলির ভিতর দিয়া সোজা পথে তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া আসিয়াছিল। কার্টন পল্লী মিঃ ব্লেকের অপরিচিত না হইলেও তিনি পূর্ব্বে কোন দিন জাবেজ নোল্যাণ্ডের গৃহে পদার্পণ করেন নাই; তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। আজ তিনি

তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সেই সুবিস্তীর্ণ হর্ম্মের শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেইরূপ সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকা সেই পল্লীতে অধিক ছিল না। মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকাণ্ডের পর তেলের ব্যবসায়ের একচেটিয়াতে বিপুল অর্থ লাভ হওয়ায় জাবেজ নোল্যাণ্ড এই বহুব্যয়সাধ্য বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে পারিয়াছে। উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হওয়ায় এবং বখরাদার দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ায় নোল্যাণ্ড প্রতি বৎসর নির্ব্বিঘ্নে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া এখন বিপুল বিত্তের মালিক। পল সাইনল্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ না করিলে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সে পরম সুখে নিশ্চিন্ত চিত্তে অতিবাহিত করিতে পারিত।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার শুভ্র ও মসৃণ মর্ম্মর-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারসংলগ্ন বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলী-স্পর্শ করিলেন। জমকাল পরিচ্ছদধারী একজন ভৃত্য তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ নোল্যাণ্ডের সহিত এই সময় আমার দেখা করিবার কথা আছে; তিনি এখন আমারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

গম্ভীরপ্রকৃতি স্বল্পভাষী ভৃত্য বলিল, "মহাশয়ের নাম?"—সঙ্গে সঙ্গে সে একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত রেকাবী (a silver tray) তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। মিঃ ব্লেক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে হাত দিলেন, এবং নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া বিরক্তিভরে সেই রেকাবীর উপর নিক্ষেপ করিলেন; কার্ডখানির দিকে তিনি চাহিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করিলেন না।

সেই কক্ষের অন্তপ্রান্তে একজন আর্দ্দালী দাঁড়াইয়া ছিল; সে ভৃত্যের হাত হইতে রেকাবীখানি লইয়া পর্দ্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। মুহূর্ত্ত পরে অন্য একটি কক্ষ হইতে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ঝুনু-ঝুনু শব্দে দুইবার বাজিয়া উঠিল, এবং যে আর্দ্দালীটা মিঃ ব্লেকের কার্ড লইয়া গিয়াছিল সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত

পর্দ্দাখানি সরাইয়া দিল। যে দ্বারের সম্মুখে পর্দ্দাখানি প্রসারিত ছিল, মিঃ ব্লেক সেই দ্বার দিয়া একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরের মেঝের উপর যে পুরু নানাবর্ণে সুরঞ্জিত গালিচাখানি প্রসারিত ছিল, তাহার উপর পা বাড়াইতেই গালিচার সুকোমল স্থূল পশমরাশির ভিতর তাঁহার পা ডুবিয়া গেল! মিঃ ব্লেক পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—পারস্যদেশ-জাত মহামূল্য কারু-খচিত গালিচা দ্বারা সেই কক্ষের মেঝে আবৃত, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব-পত্র সংরক্ষিত।

মুহূর্ত্ত পরেই সেই কক্ষের অন্য প্রান্তের একটি দ্বার খুলিয়া একজন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাতে সেই দ্বার রুদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলেন—একটি পিস্তল তাঁহার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়াছে! তাঁহার ললাট ও সেই পিস্তলের অগ্রভাগের ব্যবধান ছয় ইঞ্চির অধিক নহে!

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারেন নাই যে, জাবেজ নোল্যাণ্ডের গৃহে আহূত হইয়া তিনি এইরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবেন। টেলিফোনের সাহায্যে কোথায় জাবেজ নোল্যাণ্ডের ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের সেই কাতর প্রার্থনা, আর কোথায় এই গুলী-বর্ষণোন্মুখ পিস্তলের আকস্মিক আবির্ভাব-বিভীষিকা দ্বারা বিকট অভ্যর্থনা! এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক হতবুদ্ধি হইলেন; ভয় অপেক্ষা তাঁহার বিস্ময়ের পরিমাণই অধিক হইল। বস্তুতঃ, যে তাঁহাকে টেলিফোনে আহ্বান করিয়াছিল, সে সত্যই জাবেজ নোল্যাণ্ড কি তাহার ছদ্মনামধারী অন্য কেহ—এ বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল।

কিন্তু জাবেজ নোল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিলেও তিনি তাহাকে চিনিতেন; কারণ ষোল বৎসর পূর্ব্বে পল সাইনসের মামলার বিচারের সময় মিঃ ব্লেক তাহাকে সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন দিন তাহাকে দেখিবার সুযোগ না হইলেও, তাহার কন্দর্প-বিমোহন মূর্ত্তি তাঁহার বিস্মৃত হইবার সাধ্য ছিল না। মিঃ ব্লেক সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে তাহাকে দেখিলেন বটে, কিন্তু তাহার মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন

বুঝিতে পারিলেন না। এই ষোল বৎসরে তাহার দেহের স্থূলতা বর্দ্ধিত হওয়ায় সে মন-দুই অধিক ভারি হইয়াছিল, এবং মাথার চুলগুলি সমস্তই উঠিয়া যাওয়ায় মাথাটি ফুটবলের আকার ধারণ করিয়াছিল।

নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের সম্মুখে পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, এবং তাহার টাক ও কপাল হইতে ঘামের ধারা বহিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র ও পীতাভ চক্ষু দুইটি আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রোধে ও হিংসায় তাহার কুটিল মুখ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে দুই তিন মিনিট সেই ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পিস্তলসহ হাতখানি সরাইয়া লইল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ইহা মন্দের ভাল! আপনি ঐ সাংঘাতিক হাতিয়ারটি পকেটে পুরিয়া ফেলিলে বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবেন। আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—আমার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু আমাকে স্বচক্ষে দেখিয়াও অন্য লোক বলিয়া আপনার ভ্রম হইবার কারণ কি—তাহা আমাকে বলিতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন—নোল্যাণ্ড তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সে তাঁহার কথা শুনিয়া কয়েক পা সরিয়া গিয়া দেওয়াল-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, "তুমি—আপনি কে? আপনাকে এখানে কে পাঠাইয়াছে, তাহাই আগে জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে অন্য কেহ এখানে পাঠাইয়াছে—এরূপ সন্দেহের কি কোন কারণ আছে? আপনার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে আপনার বোধ হয় স্মরণ হইবে—এখানে আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য টেলিফোনের মারফৎ আপনি ব্যাকুল ভাবে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; এমন কি, আপনার 'রোল্‌স রয়েস' আমার বাড়ীতে পাঠাইবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। টেলিফোনে যে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল—সে কি আপনি নহেন? কোন ধাপ্পাবাজ জোচ্চোর কি আপনার নামে নিজের পরিচয় দিয়া আমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিল? কাহার কাতর প্রার্থনায় আমাকে

এখানে আসিতে হইয়াছে তাহা কি আপনার অজ্ঞাত? এ কোন জাতীয় রসিকতা তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না!—আপনার কাছেই তাহা জানিতে চাই।”—ক্রোধে ও অপমানে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

জাবেজ নোল্যাণ্ড কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “আমি—আমি মিঃ রবার্ট ব্লেককে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আপনার নাম যদি রবার্ট ব্লেক হয় তাহা হইলে আপনি আমারই অনুরোধে এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু আপনার পরিচয়-পত্র দেখিয়া ত—”

জাবেজ নোল্যাণ্ড কথা শেষ না করিয়াই মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আর্দ্দালীটাকে তীব্রস্বরে বলিল, “যে লোকটা তোর কাছে তার নামের কার্ড দিয়াছিল—সে কোথায়?”

আর্দ্দালী কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেককে দেখাইয়া বলিল, “ঐ ত তিনি হুজুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।—উঁহারই কার্ড হুজুরকে দিয়াছিলাম।”

আর্দ্দালীর কথা শুনিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া টেবিলের নিকট সরিয়া আসিল, এবং টেবিলের উপর হইতে তাঁহারই প্রেরিত কার্ডখানি তুলিয়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল, তাহার পর কঠোর স্বরে বলিল, “আপনি বলিতেছেন—আপনার নাম রবার্ট ব্লেক; আপনিই মিঃ ব্লেক হইলে এই কার্ড কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন? ইহা কি আপনারই নামের কার্ড?”

কার্ডখানির দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক হতবুদ্ধি হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “আঃ, কি বিষম ভুলই করিয়া বসিয়াছি!”—তিনি দেখিলেন সেই কার্ডে তাঁহার নিজের নামের পরিবর্ত্তে লেখা আছে—“পল সাইনস্—কারামুক্ত কয়েদী!”

পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক অন্যমনস্কভাবে এই কার্ডখানি পকেটে নিজের নামের কার্ডের সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জাবেজ

নোল্যাণ্ডের গৃহে আসিয়া তাহার ভৃত্যকে নিজের নামের কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্ডখানি যে নিজের কার্ডের মধ্যে রাখিয়াছিলেন—ইহা তখন তাঁহার স্মরণ ছিল না, এবং না দেখিয়াই তাহা ভৃত্যের রেকাবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "ও কার্ড আমার নহে। আমি নিজের কার্ড ভাবিয়া ভ্রমক্রমে আপনার ভৃত্যকে অন্য লোকের নামের কার্ড দিয়াছিলাম; এই ভ্রমের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি হয় ত মনে করিবেন, আমি জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই এই কার্ড আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম; আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি—ইহা আপনাকে জানাইবার জন্যই এইরূপ ভ্রমের অভিনয় করিয়াছি—এইরূপ আপনার ধারণা হইয়া থাকিলে আপনি সেই ধারণা ত্যাগ করুন। সত্যই আমার সেরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না।"

মিঃ ব্লেকের কৈফিয়ৎ শুনিয়াও জাবেজ নোল্যাণ্ড সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; তাহার মনে নানা প্রকার নূতন সন্দেহের উদয় হইল। তাহার উৎকণ্ঠা বৰ্দ্ধিত হইল। সে তাহার আর্দ্দালীকে সেই কক্ষ ত্যাগের জন্য ইঙ্গিত করিল। আর্দ্দালী প্রস্থান করিলে নোল্যাণ্ড হতাশ ভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—যাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার আশায় সে মিঃ ব্লেকের সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহার সেই মহাশত্রু যদি পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে 'হাত করিয়া' থাকে—তাহা হইলে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে; হয় ত তাহাতে তাহার অনিষ্ট ই হইবে। লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিলে বিপদের সীমা থাকিবে না। তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হওয়ায় সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আজ লণ্ডনের বিভিন্ন দৈনিকে দেখিলাম—পল সাইনস্ পার্কমুরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; এ সংবাদ কি সত্য?—এই কার্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম মুক্তিলাভ করিয়াই সে আপনার

সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। আপনি তাহার নিকট কি জানিতে পারিয়াছেন তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলিবেন কি মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চুরুট ধরাইয়া-লইয়া দুই তিন মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিলেন; আধ মণ কাতলায় বঁড়শী গিলিলে সুদক্ষ শিকারী কাতলাটিকে জল হইতে তুলিবার পূর্ব্বে যে ভাবে তাহাকে খেলাইয়া থাকে, জাবেজ নোল্যাণ্ড নামক সুবৃহৎ কাতলাটিকে বঁড়শীতে গাঁথিয়া সেই ভাবে খেলাইবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল। অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি হাতে লইয়া তিনি বলিলেন, "পল সাইনসের নিকট আমি কোন কথা জানিতে পারি নাই; তবে আমি যে কিছুই বুঝিতে পারি নাই—এরূপ মনে করিবেন না। প্রথমতঃ, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকিয়াছেন—তাহা আপনি এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট প্রকাশ না করিলেও তাহা আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করায় আপনার আশঙ্কা হইয়াছে—সে আপনাকে কোন বিষম বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু আপনার এইরূপ আশঙ্কার কারণ কি? ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে আপনার কারবারের বখরাদার এবং পরম বন্ধু ছিল—ইহাই ত আমি জানিতাম।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড পকেট হইতে এসেন্সবাসিত শুভ্র রেশমী রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "পরম বন্ধু! আপনি জানিতেন—সে আমার পরম বন্ধু ছিল? আপনার অভিজ্ঞতা কি শোচনীয়!—সে যে দিন মুক্তিলাভ করিবে, সে দিন আমার পক্ষে কি দুর্দ্দিন—তাহা বুঝিতে পারিয়া এই সুদীর্ঘ কাল আমি কি দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছি তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না মিঃ ব্লেক! আমি যে দিনের ভয় করিতেছিলাম, আজ সেই দিন উপস্থিত! ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে দিন সে ওল্ড বেলীর আদালতে দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছিল, সে দিন আপনি বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেই মামলায় যাহারা তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছিল, মুক্তিলাভ করিতে পারিলে তাহাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া সে কি ভীষণ ভয় প্রদর্শন (terrible threats) করিয়াছিল, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? আমার প্রতিই তাহার বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অথচ আমি

তাহার এই বিদ্বেষের কারণ বুঝিতে পারি নাই ! হলফ করিয়া আমি ত মিথ্যা কথা বলিতে পারি না ; এই জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আদালতে সত্য কথা বলিতে হইয়াছিল। তাহা তাহার প্রতিকূল হইয়াছিল—সে দোষ কি আমার ? আমি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক জানিতেন—তাহার সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়াই বিচারক ও জুরীরা পল সাইনসের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; তাহার জবানবন্দীতেই সাইনসের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল—যে পিস্তলের গুলীতে স্কট্ স্যাণ্ডার্স নিহত হইয়াছিল—তাহা পল সাইনসেরই পিস্তল। তাহা সাইনসের আফিসের ডেস্কের দেরাজে আবদ্ধ থাকিত ; অন্য লোকের তাহা সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সে সাইনসের আফিসে প্রবেশ করিয়া, সাইনস্‌কে সেই সদ্যো-ব্যবহৃত পিস্তল হাতে লইয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সের মৃতদেহের অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।—অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা মারাত্মক সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে ?—অথচ ষোল বৎসর পরে আজ জাবেজ নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের নিকট অকুণ্ঠিত ভাবে বলিল—সে পল সাইনস্‌কে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল ! মিঃ ব্লেক তাহার মিথ্যা কথা শুনিয়া ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন ; কিন্তু জাবেজ নোল্যাণ্ডকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল—নিশ্চয়ই তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও জানিতে পারেন নাই ; এজন্য তিনি বলিলেন, “আপনি তাহার হিতের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কে না জানে ? কিন্তু নির্ব্বোধ সাইনস্ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া শাসাইয়াছিল।—সাময়িক উত্তেজনায় সে যাহা বলিয়াছিল—সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে তাহা কি তাহার স্মরণ আছে ? এত দিন সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে যে অপরাধ করিয়াছিল—তাহার উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছে। সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখন আপনি তাহার সেই ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া তাহার হিতসাধনেরই চেষ্টা

করিবেন ; বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া তাহার ক্ষোভ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর, সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি রুদ্ধ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি আপনার সাহায্য-প্রার্থী ; আপনি আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করুন। এই অনুরোধ করিবার জন্যই আপনাকে এখানে ডাকিয়াছি। পল সাইনসের মনের ভাব আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; তবে আমার অনুমান—যে অপরাধে তাহার শাস্তি হইয়াছে, তাহার বোধ হয় ধারণা হইয়াছে, আমিই সেই অপরাধে প্রকৃত অপরাধী ! তাহার মাথা খারাপ না হইলে—সে পাগল না হইলে, এরূপ মিথ্যা ধারণা তাহার মনে স্থান পাইত না। ক্ষেপিয়া যাওয়ায় সে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে ; সে আমার অনিষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে মুক্তি দান করিয়া ভাল করেন নাই। আমার বিশ্বাস, তাহাকে কোন বাতুলালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেই সঙ্গত হইত। নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এই সংবাদ আমি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার জীবন শীঘ্রই বিপন্ন হইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আপনার এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ! আপনি সুরক্ষিত গৃহে বাস করিতেছেন। কেহ আপনার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে—সে বিষয়েও আপনার সতর্কতার অভাব নাই ; তথাপি আপনি কি জন্য আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। সাইনস্ ষোল বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে ; সে আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার কারাগারে প্রবেশের জন্য উৎসুক হইবে—এরূপ মনে করাই ভুল। আপনার বিরুদ্ধে একটা কাল্পনিক অভিযোগের আরোপ করিয়া এত কাল পরে সে আপনার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে—এ ধারণা আপনি ত্যাগ করুন।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কাল্পনিক অভিযোগ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল্পনিক ভিন্ন আর কি ? আপনিই প্রকৃত অপরাধী—তাহার এরূপ ধারাণার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে ? সে যদি প্রকৃতই নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে অন্য কেহ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার আফিসের ডেস্ক হইতে পিস্তল লইয়া স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিল ; কিন্তু সেই অপকর্ম্মটি আপনিই করিয়াছিলেন—ইহার কি কোন প্রমাণ ছিল ? আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকিলে তাহার পরিবর্ত্তে আপনাকেই ত দণ্ড ভোগ করিতে হইত। ষোল বৎসর পূর্ব্বে আপনাকেই অপরাধী মনে করিয়া, আপনার বিরুদ্ধে সে যতই বিদ্বেষ প্রকাশ করুক, এত দিন জেল খাটিয়া তাহার সে বিদ্বেষ আর নাই ; তাহার মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আমার স্মরণ আছে—সে দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছিল—মুক্তি লাভের পর সে জজ, জুরী, এমন কি, ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলীকে পর্য্যন্ত শাস্তি দিবে ; তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে। সাময়িক উত্তেজনা-বশে সে যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিল—তাহার কি কোন মূল্য আছে ? কঠোর দণ্ডের আদেশ শুনিয়া অনেক আসামীই ঐরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন করে,—তাহার পর কিছু দিন জেল খাটিলেই তাহারা সায়েস্তা হইয়া যায় ; সে কথা আর তাহাদের মনে থাকে না।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু পল সাইনস্ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। সে আমাকে যে কথা বলিয়াছিল—তাহা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যায় নাই ; আপনাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারি। প্রমাণ দেখিলেও কি আপনি অতঃপর আমার কথা অবিশ্বাস করিবেন ?—মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আপনাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতেছি।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড সেই কক্ষস্থিত মেহগ্নি-কাঠের ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইল, এবং একটি দেরাজ খুলিয়া এক তাড়া পোষ্টকার্ড বাহির করিল। পোষ্ট-কার্ডের তাড়াটি ফিতা দিয়া বাঁধা ছিল। নোল্যাণ্ড সেই পোষ্টকার্ডগুলি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনি ঐ পোষ্টকার্ডগুলি খুলিয়া পরীক্ষা করুন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ২৩এ মার্চ্চ সে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল ; তাহার পর প্রতি বৎসর ঠিক ঐ তারিখে আমি এক একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়াছি !

প্রতি বৎসর ঐ তারিখে আমি বাড়ীতে না থাকিলেও, যখন যেখানে গিয়াছি—সেই স্থানেই নির্দ্দিষ্ট দিনে এই আতঙ্কজনক পোষ্টকার্ড আমার হস্তগত হইয়াছে ; একটি বৎসরও ফাঁক যায় নাই !”

মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে বাণ্ডিলটি খুলিয়া পোষ্টকার্ডগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাজারে যে সকল সাধারণ পোষ্টকার্ড কিনিতে পাওয়া যায়—এগুলি সেইরূপ কার্ড। ডাকঘরের পোষ্টকার্ড না হওয়ায় তাহাদের উপর ডাকের টিকিট আঁটা ছিল। মিঃ ব্লেক সেই সকল টিকিটের উপর ব্রিজ্‌ডেল নামক পল্লীগ্রামের ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত দেখিলেন। ব্রিজ্‌ডেল ইংলণ্ডের ডিভনসায়ার জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এই পল্লী পার্কমুর কারাগারের অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। তাহার নিকটে অন্য কোন গ্রাম বা নগর নাই।

প্রথম বৎসরের পোষ্টকার্ডখানি সেই বাণ্ডিলের উপরে ছিল ; দ্বিতীয় বৎসরের খানি তাহার নীচে,—এই ভাবে পোষ্টকার্ডগুলি পর পর গুছাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক কার্ডের টিকিটের উপর সেই বৎসরের ২৩এ মার্চ্চের ডাক-মোহর অঙ্কিত ছিল। পোষ্টকার্ডের উপর পিঠে জাবেজ নোল্যাণ্ডের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লেখা ছিল। প্রথমখানির ভিতরে একছত্র মাত্র লেখা, “স্মরণ রাখিও, ঋণ পরিশোধের সময়ের আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল।”—অবশিষ্ট পোষ্টকার্ড-গুলিও ঐরূপ ; কেবল বিভিন্ন বৎসরের উল্লেখ ছিল। শেষ পোষ্টকার্ডখানিতে লেখা ছিল—“স্মরণ রাখিও, আজ ঋণ পরিশোধের দিন !” মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাহাতে সেই দিনেরই তারিখ অঙ্কিত ছিল !

মিঃ ব্লেক সেই কার্ডখানি জাবেজ নোল্যাণ্ডকে দেখাইয়া বলিলেন, “এখানি আপনি কবে পাইয়াছেন ?”

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল, “আজই ; উহা পাইবার পাঁচ মিনিট পরে টেলিফোনে আপনাকে ডাকিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “আশ্চর্য্য বটে !—পোষ্টকার্ডের লেখাগুলি কাহার হাতের লেখা—চিনিতে পারিয়াছেন কি ?”

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল ; “নিশ্চয়ই চিনিয়াছি, এই হস্তাক্ষর আমার সুপরিচিত।

পল সাইনস্ স্বহস্তে এই সকল পোষ্টকার্ড লিখিয়াছে।—আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—প্রত্যেক পোষ্টকার্ডে পার্কমুর কারাগারের অদূরবর্ত্তী ব্রিজ্ ডেলের ডাকঘরের মোহর আছে। সুতরাং প্রত্যেক কার্ড প্রতিবৎসর ২৩এ মার্চ্চ পার্কমুর কারাগার হইতে ব্রিজ্ ডেলের ডাকঘরে প্রেরিত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।—আমি হোম আফিসে অভিযোগ করিয়া তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হোম-সেক্রেটারী কিছু দিন পরে আমাকে জানাইয়াছিলেন—তিনি যথাযোগ্য তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন—এই সকল পোষ্টকার্ড পার্কমুর কারাগার-সন্নিহিত ব্রিজ্ ডেলের ডাকঘর হইতে প্রেরিত হইলেও কয়েদী সাইনস্‌ই এগুলি কারাগারে বসিয়া লিখিয়াছিল, বা কারাগার হইতে উক্ত ডাকঘরে প্রেরণ করিয়াছিল—ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, এবং কারাগারের প্রত্যেক কয়েদী যেরূপ কড়া পাহারায় থাকে—তাহাতে কোন কয়েদীর পক্ষেই এ ভাবে কারা-বিধান ভঙ্গ করিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কোন কয়েদীর দোয়াত কলম, পোষ্টকার্ড, বা ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা ও গোপনে পত্রাদি লেখা যেমন অসম্ভব, তাহা কোন ডাকঘরে প্রেরণ করাও তাহার পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। কারাগারের নিয়ম অত্যন্ত কঠোর—ইত্যাদি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হোম-সেক্রেটারী পার্কমুর কারাগারের অধ্যক্ষের যে রিপোর্ট’ পাইয়াছেন, তাহারই নকল আপনাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি কি আশা করেন—কারাগারের অধ্যক্ষ তাঁহাকে লিখিবে—কয়েদী পল সাইনস্ কোন অজ্ঞাত কৌশলে দোয়াত কলম পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল কার্ড লিখিয়াছিল—এবং কোন কারারক্ষীকে সোনার পয়জারে বশীভূত করিয়া সেগুলি ডাকঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল?—আপনি কি জানেন কারা-বিধানের কঠোরতা সত্ত্বেও হাজতের আসামী কারাগারের বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করে, এবং কারাগারের মধ্যেই তাহার শত্রুকে গুলী করিয়া হত্যা করে?—আইন-কানুন প্রস্তুত হইয়াছে কেবল ভাঙ্গিবার জন্যই! (Rules and regulations were only made to be broken.) কারাগারে বসিয়াও কয়েদীরা যাহা খুসী করিতে পারে। কারাধ্যক্ষ যতই সুযোগ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হউন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ

নহেন। কারা-বিধান ব্যর্থ করিবার কত রকম ফিকির আছে—তাহা আপনি যে-কোন কারামুক্ত কয়েদীর নিকট শুনিতে পাইবেন। আপনি আজ যে পোষ্টকার্ড পাইয়াছেন তাহা আজ সকালে ছয়টার সময় ব্রীজ্‌ডেল ডাকঘর হইতে লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। সাইনস্ তখনও কারাগারে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু সে জানিতে পারিয়াছিল—আজই সে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাও অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার!"

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল, "সে আরও কত বিচিত্র ব্যাপার ঘটাইবে—তাহা আমাদের অনুমান করা অসাধ্য।"

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে টুং-টুং শব্দ হইল। নোল্যাণ্ড বুঝিল—তাহার কোন পরিচারক কোন কারণে সেই কক্ষদ্বারে আসিয়া ভিতরে প্রবেশের জন্ম অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।—নোল্যাণ্ড গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভিতরে আসিতে পার।"

তৎক্ষণাৎ দ্বার ঠেলিয়া একজন আর্দ্দালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে সেই রৌপ্যনির্ম্মিত রেকাবী; কিন্তু তাহার উপর নামের কার্ডের পরিবর্ত্তে একখানি শুভ্র পোষ্টকার্ড সংরক্ষিত। জাবেজ নোল্যাণ্ড সভয়ে সেই পোষ্টকার্ড-খানিতে তাহার নামের উপর দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। সে কার্ডখানি তুলিয়া লইল, এবং তাহা পাঠ করিবামাত্র সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিল—যেন সে অজ্ঞাতসারে একটা কেউটে সাপের লেজ ধরিয়া তাহা টানিয়া তুলিয়াছিল!

মিঃ ব্লেক তাহার বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার হস্তচ্যুত পোষ্টকার্ডখানি গালিচার উপর হইতে তুলিয়া লইলেন, দেখিলেন—সেই একই হস্তাক্ষরে লেখা ছিল,—

"অন্ত ঋণ পরিশোধের জন্ম প্রস্তুত হও।"

মিঃ ব্লেক ইহা পাঠ করিয়া এবং জাবেজ নোল্যাণ্ডের আতঙ্ক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কার্ডগুলি সমস্তই পড়িয়া দেখিলাম; কিন্তু আপনি ভয় পাইতে পারেন—এরূপ কোন কথাই ত কোন কার্ডে নাই! আপনি বলিলেন, এই কার্ডগুলি পল সাইনস্‌ই আপনাকে পাঠাইয়াছে; যদি আপনার এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলেও—"

জাবেজ নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের কথা শেষ না হইতেই অসহিষ্ণু ভাবে নিজের সার্টের 'কলার' ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ মহাশয়, এই কার্ডগুলা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সেই শয়তান সাইনস্ই আমার কাছে পাঠাইয়াছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; সুতরাং এ সম্বন্ধে আপনার বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। তাহার হস্তাক্ষর সনাক্ত করিবার জন্ম আপনাকে এখানে আহ্বান করি নাই। সেই নরপিশাচ এই ভাবে পত্র লিখিয়া আমার জীবনের সুখ-শান্তি সমস্তই নষ্ট করিয়াছে; এক দিনের জন্মও আমাকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে দেয় নাই! ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় আমি এই সুদীর্ঘ ষোল বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। আজ সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবামাত্র আমাকে দণ্ড গ্রহণের জন্ম প্রস্তুত হইতে লিখিয়াছে! অথচ তাহার এই প্রতিহিংসার কারণ—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ! কিন্তু আপনার মনে যদি কোন পাপ না থাকে, তাহা হইলে আপনার বিবেকের দংশন সহ্য করিবার ত কোন কারণই নাই। আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে কালযাপন করিতে পারেন। সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, আপনার প্রতি আক্রোশবশতঃ আপনার কোন অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে—তাহা হইলে তাহাকেও বিপন্ন হইতে হইবে,—বিগত ষোল বৎসর সে যেখানে কাটাইয়া আসিয়াছে—পুনর্ব্বার তাহাকে সেই খোঁয়াড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে—ইহা কি সে জানে না মনে করেন?"

মিঃ ব্লেকের এই যুক্তিপূর্ণ কথাতেও জাবেজ নোল্যাণ্ড আশ্বস্ত হইতে পারিল না। সে মলিন মুখে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।—যেন পল সাইনস্ সেই কক্ষের কোন গুপ্তস্থান হইতে তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিবে!—তাহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মন ক্রমেই বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহার ধারণা হইল, সে নিশ্চয়ই কোন পাপ করিয়াছে—এজন্ম বিবেকের দংশন-জ্বালা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পাপ না করিলে কাহারও মানসিক অবস্থা সেরূপ শোচনীয় হয় না। স্মিথ তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিবার সময় তাহার

সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "তবে কি স্মিথের অনুমানই সত্য"? জাবেজ নোল্যাণ্ডই কি স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারী? পল সাইনস্ কি নোলাণ্ডের অপরাধে অবিচারে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে?—স্কট্ স্যাণ্ডার্স যদি জাবেজ নোল্যাণ্ডের গুলীতেই নিহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অকালবৃদ্ধ, পক্ককেশ (white haired, prematurely aged) সাইনস্‌কে ইহার ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাইনস্ তাহার 'বন্ধু' ও বখরাদার নোল্যাণ্ডের অপরাধে ষোল বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিল। ইহা কি নিদারুণ ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়! কিন্তু যদি পল সাইনস্ সত্যই নিরপরাধ হয়, এবং অবিচারে এই কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে—তাহা হইলেও জাবেজ নোল্যাণ্ডের কোন অনিষ্ট করিবার তাহার অধিকার নাই; তাহার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে—ইহাতে তাহার প্রতিকার হইবে না; তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহারও পূরণ হইবে না।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া পকেটে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার এই পকেটে কি রাখিয়াছি তাহা ত দেখিয়াছেন মিঃ ব্লেক! যদি পল সাইনস্ এখানে আসিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব। আজ সকালে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে সে আমাকে যে কার্ড লিখিয়াছিল—তাহা পাইবার পর হইতেই আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। সে আমার সম্মুখে আসিলে ও আমার প্রতি অত্যাচারের চেষ্টা করিলে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ভুল কার্ড পাঠাইয়াছিলেন; সেজন্য আপনি আমার নিকট কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় এত শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।—আমি ঐ ভাবে তাহারও অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক নিজের ভ্রমের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পল সাইনস্ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া নোল্যাণ্ড যে ভাবে তাঁহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইয়াছিল—তাহার সেই ব্যবহার কদাচ সমর্থনযোগ্য নহে

ইহা বুঝাইবার জন্ম তিনি নোল্যাণ্ডকে বলিলেন, "মহাশয়, আত্মরক্ষার জন্ম আপনি সতর্ক থাকিতে পারেন ; কিন্তু মানসিক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া হঠাৎ যদি কোন রকম 'গোঁয়ার্তুমি' (any thing rash) করিয়া বসেন, তাহা হইলে আপনাকে ওল্ড বেলীর আদালতে আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া দণ্ডাদেশের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু অগণ্য অর্থব্যয় করিয়াও কারাদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন কি না সন্দেহ ; অতএব আমার উপদেশ—আপনি হঠাৎ কোন বে-আইনী কাজ করিয়া বসিবেন না। অন্যকে শাস্তি দিতে গিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারিবেন না।—আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আপনার অভিযোগের মূলে এরূপ কোন গুপ্ত রহস্য নাই—যাহার তদন্তের জন্ম—"

জাবেজ নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কোন গুপ্ত রহস্য ভেদের জন্ম আপনাকে এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলি নাই ; আপনাকে আমার কাজে নিযুক্ত করিবার জন্ম ডাকিয়াছি। আপনি গোয়েন্দা মানুষ, টাকার জন্ম গোয়েন্দাগিরি করেন। আপনি আমার নিকটেও টাকা পাইবেন ; যে কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিব—সেই কাজ করিবেন। আপনি বলিতে পারেন—সাধারণ গোয়েন্দাদের 'ফি' অপেক্ষা আপনার 'ফি' বেশী। কিন্তু আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টাকার জন্ম কাজ আট্কাইবে না ; যত টাকা পাইলে আপনার পোষায়, তাহাই আপনি পাইবেন। আমি অর্থব্যয়ে কাতর নহি ; এবং ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা আছে—একটা গোয়েন্দা পুষিতে তাহা নিঃশেষিত হইবারও আশঙ্কা নাই। হাঁ, আপনি যত টাকা চাহিবেন, তাহাই আপনাকে দেওয়া হইবে ; কিন্তু আমার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া আপনার বাড়ী বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অন্যান্য মক্কেলের কাজ লইয়া যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেও পাইবেন না। আপনাকে আমার বাড়ীতেই থাকিতে হইবে ; আমি যখন যেখানে যাইব, আমার সঙ্গে যাইতে হইবে ;—অর্থাৎ আপনাকে আমার দেহ-রক্ষার ভার লইতে হইবে। সাইনস্ কখন কোথায় কি ভাবে আমাকে আক্রমণ করিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই ; সে অতর্কিত ভাবে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করিয়া

আমার জীবন বিপন্ন করিতে না পারে—সেজন্ত সর্ব্বদা আপনাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। আমাকে দিবা রাত্রি পাহারা দেওয়াই আপনার কর্ত্তব্য হইবে। যদি আপনি সেই শয়তানকে আমার অনিষ্ট সাধনোদ্যত দেখিয়া হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এবং আবার তাহাকে জেলে পুরিয়া ঘানি টানাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন—তাহা হইলে—"

মিঃ ব্লেক নোল্যাণ্ডের এই দম্ভপূর্ণ, অপমানজনক উক্তি শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন; তিনি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহার মত অশিক্ষিত দাম্ভিক ব্যক্তি প্রচুর অর্থের অধিকারী হইলে ধনগর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, এবং ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না—ইহা তিনি জানিতেন; কিন্তু তাঁহাকে জীবনে কখন কোন ধনাঢ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া এরূপ অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার আত্মম্ভরিতাপূর্ণ বাক্যোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিলেন, "মিঃ জারেড নোল্যাণ্ড! আপনার এই অসংযত উচ্ছ্বাস বন্ধ করুন। আমার কাছে এভাবে বড়-মানসী ফলাইয়া কোন ফল নাই; আপনি অনর্থক আমার সময় নষ্ট করিতেছেন। আপনি আমাকে কি মনে করিয়াছেন জানি না, কিন্তু যদি আপনার দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্ত একদল ভাড়াটে গুণ্ডা (a gang of hired bullies) নিযুক্ত করিলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আপনি কি আশা করিয়াছেন—টাকার লোভে আমি আপনার দেহরক্ষার ভার গ্রহণ করিব?—উহা আমার ব্যবসায় নহে; তবে আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি, আপনি দশ বার জন গুণ্ডা ভাড়া করিয়া যদি দিবা রাত্রি তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা আপনাকে সেই ষাঠ বৎসর বয়সের জীর্ণদেহ, দুর্ব্বল বৃদ্ধের কবল হইতে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিবে। সেই গুণ্ডাগুলাই আপনার অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক জীবন রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট, তাহাদের সাহায্যেই আপনার ঐ বিশাল ভুঁড়ি ও বিরাট টাক সম্পূর্ণ অক্ষত থাকিবে—সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথাগুলি কিরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ সুতীব্র শ্লেষের সহিত উচ্চারিত হইল

—তাহা জাবেজ নোল্যাণ্ড বুঝিতে পারিবে না—সে ততদূর নির্ব্বোধ ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক কথা তীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত চাবুকের মত তাহাকে বিদ্ধ করিল; কিন্তু অর্থের লোভ দেখাইয়া যাঁহাকে বশীভূত করিবার উপায় নাই, তাঁহার নিকট বড়মান্ষী-প্রকাশ নিষ্ফল; বিশেষতঃ, এই শ্রেণীর জীবগুলা প্রায়ই কাপুরুষ হইয়া থাকে। জাবেজ নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের শ্লেষোক্তি শুনিয়া তাঁহাকে আর কোন অসম্মানসূচক কথা বলিতে সাহস করিল না। সে সুর নরম করিয়া বলিল, "ব্যবসায় করিতে বসিয়া যে-কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা যদি আপনি অসম্মানজনক মনে করেন—তাহা হইলে আমার প্রস্তাবে আপনাকে রাজী হইতে বলি না; কিন্তু এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাই আমাকে বলুন। আপনার উপদেশের জন্য আমি যথাযোগ্য 'ফি' দিতে প্রস্তুত আছি।—আমি দেহরক্ষার জন্য গুণ্ডা-টুণ্ডা নিযুক্ত করিব না। শত্রুর নিকট টাকা খাইয়া তাহারা কখন কি করিয়া বসে—কে বলিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার উপদেশের জন্য আপনাকে 'ফি' দিতে হইবে না। আমি বিনামূল্যেই আপনাকে উপদেশ দিতেছি,—যদি আপনার জীবন সত্যই বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে—তাহা হইলে আপনি পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতে পারেন। পুলিশ যদি বুঝিতে পারে আপনার আশঙ্কা অমূলক নহে—তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই তাহাদের সাহায্য পাইবেন।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল, "ও আর নূতন কথা কি? বিপদের আশঙ্কা থাকিলে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়,—দশ টাকা ঝাড়িতে পারিলে পুলিশকে গোলাম করিয়া রাখা যায়—এ কথা কি আমি জানি না? ও জ্ঞানটুকু না থাকিলে আজ আমি তেলের কারবারে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না। আপনি ইহা অপেক্ষা কোন ভাল উপদেশ দিতে পারেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহা অপেক্ষা ভাল উপদেশ চাহেন?—কিন্তু সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন কি?—আমার উপদেশ এই যে, আপনার যদি কোন অপরাধ না থাকে—তাহা হইলে আপনি পল সাইনসের সহিত দেখা করিয়া

সরল ভাবে তাহাকে বলুন—তাহার সন্দেহ অমূলক ; আপনার দ্বারা যদি তাহার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে' সেজন্য আপনি আন্তরিক দুঃখিত। সেজন্য আপনি তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; তাহাকে হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া বন্ধুভাবে আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অনুরোধ করুন।—সে আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা ত্যাগ করিবে। তাহার সহিত সন্ধি-স্থাপন করিলে আপনিও শান্তি লাভ করিবেন।"—মিঃ ব্লেক তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক অদৃশ্য হইলে জাবেজ নোল্যাণ্ড কয়েক মিনিট স্তব্ধ ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বেটা যেন যিশুখৃষ্ট ?—যে আমার গলায় ছুরী দিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, বন্ধুভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিব !—গোয়েন্দার বুদ্ধি কি না !"

মিঃ ব্লেক জাবেজ নোল্যাণ্ডের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছিলেন ; টাকার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে তাহার দেহরক্ষী হইতে অনুরোধ করে ? কি স্পর্দ্ধা ! তাঁহার ধারণা হইল—পল সাইনস্ এই মাংসপিণ্ডটা অপেক্ষা অনেক ভাল লোক। সে ভদ্রলোকের সম্মান জানে। তিনি পল সাইনসেরই পক্ষপাতী হইলেন ; অবিচারে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক হল-ঘরের ভিতর দিয়া বহির্দ্বারের দিতে দ্রুত অগ্রসর হইতেই একটি সুবেশধারিণী সুন্দরী যুবতীর প্রায় গায়ের উপর গিয়া পড়িলেন ! (almost collided with.) সেই যুবতী হল-ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একখানি পত্র হাতে লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছিল ; সে মিঃ ব্লেককে দেখিতে পায় নাই ; মিঃ ব্লেক তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সে সেই পত্রখানি দলা-পাকাইয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ নীল হইয়া গেল ; ভয়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন।—তখন তাহার জ্ঞান ছিল না।

পঞ্চম পর্ব্ব

স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল ?

জাবেজ নোল্যাণ্ড যে কক্ষে মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই কক্ষটি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইলে বাহিরের কোন শব্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না। তাহার প্রত্যেক দ্বার ও জানালার কপাটের প্রান্তভাগ রবারমণ্ডিত। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য সেই যুবতী হল-ঘরে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল না। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন; জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহাও জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলে সে কয়েক মিনিট অধীর ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই গোয়েন্দা-টাকে এখানে আসিতে বলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি! উহার কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—সাইনস্ লণ্ডনে আসিয়াই উহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। সেই বুড়ো শয়তানটা কিছু টাকা দিয়া উহাকে বশীভূত করিয়াছে!—গোয়েন্দাটা এই জন্য সাইনসের অনুকূলে আমার কাছে ওকালতি করিতে আসিয়াছিল। উহার উপর নির্ভর করিলে আমারই সর্ব্বনাশ হইত; যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক হইত। না, আর কোন গোয়েন্দা-টোয়েন্দার সাহায্য লওয়া হইবে না। আর কাহাকেও বিশ্বাস করিব না। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই।—কে জানিত ষোল বৎসর পরে আমাকে সেই বুড়া শয়তানটার ভয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে? জেলখানায় এত কয়েদী মরিতেছে, আর ষোল বৎসর জেল-খাটিয়াও এই বুড়া-বেটা মরিল না! যম উহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।—এক বার আমি একটা জেলখানার ভিতর ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। উঃ,—সে কি ভীষণ

স্থান! সেখানে আমি এক দিনও বাঁচিতাম না। সাইনসের মত সুখী ও সৌখীন লোক ষোল বৎসর সেখানে কি করিয়া কাটাইল? ব্লেক আমাকে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিতে উপদেশ দিল; আমাকে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিল! সে জানে না—আমি তাহার কি ক্ষতি করিয়াছি। ক্ষমা!—আমার যাহা কিছু আছে—সমস্ত, আমার সর্ব্বস্ব দিলেও কি সে আমাকে ক্ষমা করিতে পারে? অসম্ভব!—সাইনস্ আমার সর্ব্বনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। কিন্তু ব্লেক ওকথা বলিল কেন? সে কি আমাকে সন্দেহ করিয়াছে? সাইনস্ জজ ও জুরীর বিচারে দণ্ডিত হইয়া ষোল বৎসর জেল খাটিয়া আসিল। এখন আমাকে সন্দেহ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? আর সন্দেহ করিয়াই বা সে আমার কি ক্ষতি করিবে? তবে সাইনস্‌কে বিশ্বাস নাই; সে কোন কৌশলে আমাকে হত্যা করিতে পারে। আমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহার মত একটা অক্ষম, দুর্ব্বল বুড়োকে আমার ভয় কি?"

সে মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার আতঙ্ক দূর হইল না। সে উঠিয়া গিয়া একটি জানালার সম্মুখস্থ পর্দ্দা সরাইল, এবং জানালা খুলিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল সেই অন্ধকার ভীষণাকার দানবের মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদে ছিল; তাহার আশঙ্কা হইল—সেই দানবের পদাঘাতে গরাদেগুলি মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইবে। সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল, এবং চেয়ার টানিয়া অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার মনে হইল আগুন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে! শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, তথাপি তাহার কপাল বহিয়া টস্-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। ঘর্ম্মধারায় তাহার মুখ ভাসিয়া গেল। অতঃপর সে উঠিয়া সেই কক্ষের সমস্ত বাতি জ্বালিয়া দিল, এবং প্রত্যেক কোণ পরীক্ষা করিয়া দেখিল—কেহ কোথাও লুকাইয়া বসিয়া আছে কি না। তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কেহই সেই কক্ষে নাই—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া সে চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইয়া স্থানীয় থানার ইন্‌স্পেক্টরকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

সেই থানার ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল। সে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই এক গ্লাস মদ খাওয়াইত, উৎকৃষ্ট চুরুটও দুই একটি উপহার দিত। প্রয়োজন হইলে ইন্‌স্পেক্টর তাহার নিকট দুই দশ টাকা ধারও পাইতেন; সুতরাং তাহার খাতির করিতেন। অল্পদিন পূর্ব্বে সে ইন্‌স্পেক্টরের অনুরোধে লণ্ডনের 'পুলিশ-অনাথাশ্রমে' (Police orphanage.) কিছু চাঁদাও দিয়াছিল। এ অবস্থায় জাবেজ নোল্যাণ্ড তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন, পুলিশের লোক হইলেও তাঁহাকে সে তত দূর অকৃতজ্ঞ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না।

এই ইন্‌স্পেক্টরের নাম ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্।—তিনি তখন আফিসেই ছিলেন। নোল্যাণ্ড তাঁহার সাড়া পাইলে তাহার বিপদের সংবাদ তাঁহার গোচর করিল। পল সাইনস্‌-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিল; এমন কি, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে যে আতঙ্কজনক পোষ্টকার্ড পাইয়াছিল—সে কথাও গোপন করিল না। ইনস্পেক্টর হারিজ্ তাহার নিকট নানা ভাবে উপকৃত ছিলেন; তাঁহার হাতে তখন অনেক কাজ থাকিলেও তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিলেন। তাহাকে আপ্যায়িত ও বাধিত করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; বিশেষতঃ, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। পৃথিবীতে এমন পুলিশ-কর্ম্মচারী কে আছেন যিনি জাবেজ নোল্যাণ্ডের ন্যায় কোটীপতি বণিকের মনোরঞ্জনে কুণ্ঠিত হইবেন? পুলিশ সাধারণের সেবক বলিয়াই কি অসাধারণের সেবায় আপত্তি করিবে?

নোল্যাণ্ডের অনাগত বিপদের সমাগম-সম্ভাবনার কাহিনী শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্ টেলিফোনেই বলিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই (I don't think you need worry yourself.) মিঃ নোল্যাণ্ড! আজ রাত্রে আমি দুইজন কন্‌ষ্টেবলকে আপনার বাড়ী পাহারা দিতে পাঠাইতেছি; তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেহ আপনার বাড়ীর ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কাল আমি সেই জেল-খালাসী বুড়োটার উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিব। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিলেন না? সে ঐ ভাবে খালাস হইয়া থাকিলে লণ্ডনে পৌছিয়াই পুলিশে এত্তেলা দিতে বাধ্য। সে ঐ সংবাদ

দিয়াছে কি না কাল তাহা জানিতে পারিব। সে সামান্ত কোন বে-আইনী কাজ করিলেই পুনর্ব্বার পার্কমুর জেলে প্রবেশ করিবে—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—আর যদি সে আপনাকে ভয় দেখাইয়া কোন চিঠিপত্র লেখে—তাহা হইলে আপনি সেই পত্র অবিলম্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠাইয়া দিবেন ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার হাতে হাতকড়ি পড়িবে। আমি বলিতেছি আপনি নির্ভয়ে শয্যায় শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নাসিকা গর্জ্জন করুন, কেহ আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত করিবে না। আমি ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্‌ আপনার মাথার কাছে থাকিতে আপনার ভয় ? ছোঃ!—আপনি কি জানেন না—ফৌজ বলুন, নৌ-বহর বলুন, আর পুলিশ-বাহিনী বলুন—আমরাই বৃটীশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, পোক্ত বনিয়াদ ?"

ইন্‌স্পেক্টরের অভয়বাণী শুনিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ড আশ্বস্ত হইল, এবং 'রিসিভার' নামাইয়া রাখিয়া রুমাল দিয়া কপালের ও টাকের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর সে ঢক-ঢক্ করিয়া আধ বোতল হুইস্কি উদরস্থ করিয়া মানসিক অবসাদ বিতাড়িত করিল ; হাসিয়া বলিল, "আমি কি পাগল হইয়াছিলাম ? জেল-খালাসী বুড়োটাকে ভয় করিবার কি কোন কারণ আছে ?—ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্‌ আমার সহায়, বুড়ো আমার কি করিবে ? একটু বদমায়েসী করিলেই হাতে হাতকড়ি, আবার সেই পার্কমুরের জেল ! আমার একটু বয়স হওয়ায়—আর শরীর একটু দোহারা হওয়ায় আমার মনও একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। পুলিশকে কিছু দিলেই চলিবে ; আমার গোলাম হইয়া থাকিবে। পুলিশের সাহায্যেই বুড়োটাকে জব্দ করিব। পুলিশ থাকিতে ব্লেককে ডাকিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম!—অনর্থক এখনই কতকগুলা টাকা জলে ফেলিয়াছিলাম আর কি ?"

ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিল। নোল্যাণ্ড সেই কক্ষের আলোগুলি নিবাইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে হল-ঘরের ভিতরের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে যাইবে—সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ সুবেশধারী রূপবান যুবক হল-ঘরে প্রবেশ করিল। সে তখন নৈশ-আড্ডা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। এই যুবক জাবেজ নোল্যাণ্ডের পুত্র ; কিন্তু কদাকার, সাদা বিলাতী হোঁদল-কুৎকুতে জাবেজ

নোল্যাণ্ডের চেহারার সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তাহার মুখাকৃতি অনেকটা তাহার মায়ের মুখের মত; তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ ছিল। নোল্যাণ্ডের স্বভাবের সহিত তাহার স্বভাবেরও আকাশ-পাতাল তফাৎ।—'সে আলো, এ অন্ধকার'!"

জাবেজ নোল্যাণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে হে বাপু!"

জ্যাক নোল্যাণ্ড পুরু কোটটা খুলিয়া খানসামার ঘাড়ে নিক্ষেপ করিয়া অবজ্ঞা-ভরে বলিল, "থিয়েটারে; তা'ছাড়া আর কোন্ চুলোয় থাকিব?"

জাবেজ নোল্যাণ্ড পুত্রের কৈফিয়তে খুসী হইয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেই জ্যাক পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেসটা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সিগারেট লইল, এবং তাহা সেই 'কেস'টার গায়ে ঠুকিয়া বলিল, "এক মিনিটের জন্য একটা কথা শুনিয়া যাও ত বাবা!—আজ মিস্ গ্রেলের ভাব-ভঙ্গিতে বা ব্যবহারে কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলে কি? সত্য কথা বলিও, আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড চটা-মেজাজে বলিল, "মিথ্যা কথা! আমি কি মিথ্যা কথা বলি?"

জ্যাক বলিল, "আলবৎ বল। তুমি যত কথা বল—তার আঠার আনাই মিথ্যা; যদি কখন কোন সত্য কথা বল—সে মনের ভুলে, না হয় নেশার ঝোঁকে। কিন্তু এই কথাটা তোমাকে সত্য বলিতে হইবে বাবা!"

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল, "আমি তাহার কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করি নাই। তুমি কিরূপ বিশেষত্বের কথা বলিতেছ?"

জ্যাক বলিল, "তুমি ঠিক বলিতেছ—সে মনে কষ্ট পায়, কি মেজাজ বিগড়াইয়া বসিয়া থাকে—এ রকম কোন কথা বল নাই?—আজ সারা দিন তুমি পেঁচার মত গম্ভীর হইয়া আছ,—যেন কি একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনায় পড়িয়াছ; যেন তোমার ফাঁসীই হইবে, কি শূলীই হইবে—এই রকম ভাব!—তোমার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে সন্দেহ হয়—কাহারও গলায় ছুরী দিয়াছ, তাহা জানিতে পারিয়া

পুলিশ তোমার পিছনে লাগিয়াছে। (the police were after you.) সারা দিন ঘরের ভিতর লুকাইয়া বেড়াইতেছ, এক একবার জানালা খুলিয়া মিট্-মিট্ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেছ। থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছ।—বল ত তোমার কি হইয়াছে?"

জাবেজ নোল্যাণ্ড ক্রোধে ও বিরাগে চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, "তোমার বেয়াদপি অসহ্য! আজও তুমি বাপের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলিতে শিখিলে না! আজ সকাল হইতে মিস্ গ্রেলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নাই, তাহার সঙ্গে আমার কোন কথাও হয় নাই; তবে তুমি কেন যে—"

জ্যাক অধীর ভাবে বলিল, "আজ বিকালে সে এখান হইতে বাসায় যাইবার সময় হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে সে আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিল—আজ রাত্রে রোটুন্ডা থিয়েটারে যাইবে; কিন্তু সে আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায় নাই।"

জাবেদ নোল্যাণ্ড বলিল, "তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইয়াছে? আর তাহা শুনিয়া আমারই বা লাভ কি?"

জ্যাক বলিল, "সকল কাজে লাভটাই তুমি আগে দেখ! ইহাতে তোমার লাভ নাই বটে, কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হইয়াছে বলিয়াই কথাটা তোমাকে বলিলাম।—আমি তাহার বাসায় গিয়াছিলাম; কিন্তু সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!"

জাবেজ নোল্যাণ্ড অবজ্ঞাভরে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ জ্যাক, তুমি দিন দিন ভারি বেহায়া হইয়া উঠিতেছ! ছুঁড়ি কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে না পারায় তোমার দুশ্চিন্তা হইয়াছে, আবার বাপের কাছে সেই কথা বলিতেছ! আমার সেক্রেটারীর পিছনে পিছনে সর্ব্বদা ওভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া কি তোমার অন্য কোন কাজ নাই? তুমি জান তোমার এই ব্যবহার আমি পছন্দ করি না; আমার এই সেক্রেটারীটি কোন কারণে আমার হাতছাড়া হয়—ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার পুত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সরোষে সিঁড়ি

দিয়া দোতালায় উঠিল, তাহার পর নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া চাবি বন্ধ করিল, এবং সেই কক্ষে যতগুলি আলো ছিল সমস্তই জ্বালিয়া, পিস্তল হাতে লইয়া প্রত্যেক কোণ ও কাবোর্ডগুলি পরীক্ষা করিল। কেহ কোথাও লুকাইয়া বসিয়া নাই—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া সে শয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু কি ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, এবং সেই কক্ষের পাশে ও পশ্চাতে যে দুইটি বাতায়ন ছিল—তাহাদের সম্মুখে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

সেই বাতায়নদ্বয়ের বাহিরে দুই দিকেই পথ ছিল। জাবেজ নোল্যাণ্ড উভয় পথেই দুইজন পুলিশম্যানকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বুঝিতে পারিল—ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্ তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হন নাই। জাবেজ নোল্যাণ্ড এবার নিশ্চিন্ত চিত্তে শয্যায় শয়ন করিল। আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই বুঝিয়া সে অবিলম্বে নিদ্রামগ্ন হইল।

কিন্তু কতক্ষণ পরে—সে বুঝিতে পারিল না—হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। —সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সেই কক্ষ গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! শয়নের পূর্ব্বে সে সেই কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ জ্বালিয়া দিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গে সমুদয় আলোক নির্ব্বাপিত দেখিয়া সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল; কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে শয়নের পূর্ব্বে জানালার খড়খড়ির পাখী তুলিয়া রাখিয়াছিল, এবং শয়ন করিয়া সে খাটের ঊর্দ্ধে কড়িকাঠের পাশে একটি আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইয়াছিল; পথের আলোকস্তম্ভ-শিরে যে বিজলি-বাতি জ্বলিতেছিল—তাহারই রশ্মি বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সেই আলোক না দেখিয়া সে ভাবিল—তবে কি পথের আলোও নিবিয়া গিয়াছে?—পথের আলোটা না নিবিলে—

হঠাৎ জাবেজ নোল্যাণ্ডের চিন্তা অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তাহার সন্দেহ হইল, সেই কক্ষে অন্য লোক লুকাইয়া আছে! তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে মাথাটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া, বালিশের নীচে হাত পুরিয়া অন্ধকারে পিস্তল হাতড়াইতে লাগিল। সে শয়নের

পূর্ব্বে তাহার পিস্তলটি বালিসের নীচে রাখিয়াছিল ; কিন্তু সে তাহা খুঁজিয়া পাইল না !—পিস্তলটি অন্তর্হিত হইয়াছিল।

জাবেজ নোল্যাণ্ড শয্যায় বসিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ খট্ করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি তাহার চোখে মুখে পড়িল ; সেই আলোকে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল !

নোল্যাণ্ড আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার গলা হইতে আওয়াজ বাহির হইল না। ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ হইল। তাহার শুষ্ক জিহ্বা তালুতে বাধিয়া রহিল। মুহূর্ত্তপরে মোটা কাপড়ের একটি মুখ-খোলা ঝোলা তাহার মাথার উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল ! সেই ঝোলাটি অজ্ঞান-কারক কোন আরোকে সিক্ত। সেই আরোকের উগ্র গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহাব মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার চেতনা-লোপের উপক্রম হইল।

নোল্যাণ্ড ভযে আড়ষ্ট হইলেও দুই হাতে সেই ঝোলাটা মুখের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, তাহা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল ; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন শতাধিক অদৃশ্য হস্ত তাহার হাত দুইখানি সবলে তাহার পিঠের দিকে টানিয়া আনিয়া দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল ! সে হাত দুইখানি ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, দুই একবার ঝাঁকুনী দিল ; পরমুহূর্ত্তেই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। যেন সে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল ! কিন্তু চেতনা-বিলোপের পূর্ব্বে বহু-দূরবর্ত্তী ঝন্‌ঝনাধ্বনি স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় তাহার শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিল ; তাহার মনে হইল—তাহা বিশাল লৌহদ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দ ! ষোল বৎসর পূর্ব্বে পল সাইনস্ স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাভিযোগে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলে তাহার পশ্চাতে কারাগারের লৌহদ্বার বন্ধ হইবার সময় যেরূপ শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দও কি এইরূপ ?—মুহূর্ত্তের জন্য এই প্রশ্ন তাহার মনে হইল ; তাহার পর সব অন্ধকার ! আর তাহার চিন্তা করিবার শক্তি রহিল না।

চেতনা লাভ করিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ড শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইল ;

তাহার মনে হইল নিদ্রাবস্থায় কি একটা গোলমাল হইয়া দিয়াছে। সে স্প্রীংয়ের গদী-আঁটা খাটে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল, কিন্তু জাগিয়া সেই শয্যা অসহ্য কঠিন মনে করিল! তখন প্রভাত হইয়াছিল—কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহা তাহার শয়ন-কক্ষের কড়িকাঠের মত সুরঞ্জিত নহে। তাহা পুরাতন ও বিবর্ণ; তাহার পাশে টালিগুলির জোড়ের মুখে পলস্তারা,—সেগুলি যেন দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দেওয়ালের স্থানে স্থানে ফাটা, চূণ বালি দিয়া তাহা মেরামত করা হইলেও মেঘের কোলে বিজলি-হিল্লোলের মত চারি দিকে জিহ্বা প্রসারিত করিতেছিল।

জাবেজ নোল্যাণ্ড চক্ষু মুদিত করিয়া বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলি একত্র গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার মস্তিষ্কে কে যেন হাতুড়ী ঠুকিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—অতিরিক্ত পরিমাণে হুইস্কি সেবনের ফলে কোন কোন দিন সে মস্তিষ্কে যন্ত্রণা অনুভব করে বটে, কিন্তু এরূপ যাতনা সে আর কোন দিন অনুভব করে নাই। পূর্ব্ব রাত্রে হুইস্কির পরিমাণ একটু বেশী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে সকালে জাগিয়া এরূপ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে হইবে—এরূপ আশঙ্কার ত কোন কারণ ছিল না; তবে কি হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

সেই সময় "ঠং-টং, ঠঠং-ঠং, ঠনাৎ-ঠং—ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। কার্টন স্কোয়ারে তাহার বাড়ীর অদূরে একটি ভজনালয়ে ছিল। প্রাভাতিক উপাসনারম্ভের পূর্ব্বে তাহাতে ঘণ্টাধ্বনি হইত; কিন্তু সে শব্দ ত এরূপ বিকট নহে। সেই শব্দ গম্ভীর ও মধুর, যেন শান্তি ও পবিত্রতা বহন করিয়া আনে। টেলিফোনের ঝন্‌ঝনিও দুঃসহ নহে। কিন্তু এ কি বিকট শব্দ! কার্টন স্কোয়ারের ন্যায় সম্ভ্রান্ত পল্লীতে এরূপ বিরক্তিকর শব্দ উত্থিত হইতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের একটা বিষম ত্রুটি! সে স্থির করিল যেরূপে হউক, এই শব্দ বন্ধ করিয়া দিবে; কিন্তু এই কর্কশ বিশ্রী শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা আগে জানা দরকার। সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাহার সর্দ্দার-খানসামাকে আহ্বান করিবে—সেই সময় বিছানার চাদর ও যে মোটা কাল কম্বলে তাহার দেহ আবৃত ছিল—সেই

কম্বলের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। এ রকম ময়লা চাদর ও দুর্গন্ধময় মোটা বাজে কম্বল তাহার বাড়ীর ঝাড়ুদারও ব্যবহার করে না!—তাহার নেশার ঘোর কি এখনও কাটে নাই! না, এ স্বপ্ন? বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু কপালে ঠেলিয়া উঠিল।—সে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইল না। সে রাত্রিকালে তাহার শয়ন-কক্ষে শয়ন করিয়াছিল, ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে কিরূপে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? এ কোন্ স্থান? এখানে সে কেন আসিয়াছে? এরূপ কদর্য্য শয্যায় কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে শয়ন করাইয়াছে? তাহার সেই সুগঠিত সুদৃশ্য মেহগ্নি-খাট কোথায়? পাথরের মেঝের উপর তক্তা পাতিয়া এরূপ কদর্য্য শক্ত বিছানায় কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে শয়ন করাইয়াছিল?

সে তাহার শয়ন-কক্ষের মহামূল্য সৌখীন আসবাব-পত্রের পরিবর্ত্তে তাহার শয্যার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র আ-গড়া কাঠের টেবিল দেখিতে পাইল, সেই টেবিলের কাছে সেইরূপ কদর্য্য একজোড়া বিবর্ণ চেয়ার,—তাহার দ্বারবানও তাহাতে বসিতে লজ্জা বোধ করিত। এক কোণে কাঠের মাচা, (a wooden stand) তাহার উপর সুলভ এনামেল-নির্ম্মিত জলপানের পাত্র ও একটি জগ সংস্থাপিত।

আবেজ নোল্যাণ্ড সেই দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিল, মুহূর্ত্ত পরে আবার চাহিয়া দেখিল; স্বপ্ন মনে হইল না। স্বপ্নে কি ইচ্ছামত চক্ষু মুদিতে ও খুলিতে পারা যায়? একই দৃশ্য কি যতবার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়? সে জাগিয়া আছে; কিন্তু তাহার মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে! এ জন্য যে সকল সামগ্রী সেখানে নাই তাহা সে দেখিতে পাইতেছে, অথবা তাহার চক্ষুতে রূপান্তরিত ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে!

"তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম!"—এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া-বসিয়া, হতাশ ভাবে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।

তাহার স্মরণ হইল—জীবনে সে একবার মাত্র এইরূপ একটি কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে কার্য্যোপলক্ষে পেণ্টন্‌ভিলে গমন করিয়াছিল;

সেখানে সে কৌতূহলবশে এক দিন কারাগার দেখিতে গিয়া কারাধ্যক্ষের সহিত এইরূপ একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

"তবে কি ইহা কারাকক্ষ? কারাকক্ষে আমি কেন আসিলাম? কিরূপেই বা আসিলাম? এই শয্যা, এই সকল বস্ত্র—কে কখন কি উদ্দেশ্যে আমাকে দিয়াছে? এই অব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ, এই আ-গড়া ভারি অস্পৃশ্য জুতা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? আমি কি লক্ষপতি তৈল-ব্যবসায়ী জাবেজ নোল্যাণ্ড, না আমি অন্য লোক? আমার আত্মা কি কাহারও ইন্দ্রজাল-প্রভাবে কোন ইতর ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়াছে? ইহা কি সত্য হইতে পারে? সত্য না হইলে আমি কারাগারে কয়েদীর স্থান অধিকার করিলাম কিরূপে?"

সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সে অস্থির হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দ্বারে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল। মানসিক উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় সে দ্বার ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে অদূরবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ ধরিয়া যে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল—তাহা নীরব হইল। মুহূর্ত্ত পরে সে সেই কক্ষের দ্বারের বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল, শব্দ ক্রমে তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। অবশেষে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া পদশব্দ থামিয়া গেল, এবং সে চাবি দিয়া দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একজন লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে নীলবর্ণ পরিচ্ছদ, মাথায় সূক্ষ্মাগ্র টুপি।—কে এই আগন্তুক? জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহাকে দেখিবামাত্র তিন হাত দূরে সরিয়া গিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল।—তাহার আপাদমস্তক যেন বিদ্যুদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। সে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে দেখিলেও আগন্তুককে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। আগন্তুক—পল সাইনস্।

পল সাইনস্ দুই হাত বুকে রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বিবর্ণ শুষ্ক মুখের কি ভীষণ হাসি! সেই হাসির অন্তরালে যেন তড়িতের তীব্রতা প্রচ্ছন্ন

ছিল। তাহার চক্ষুর দৃষ্টি কি তীব্র! যেন তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ক্ষুধিত দৃষ্টি সেই দৃষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক কোমল।

জাবেজ নোল্যাণ্ডের মনে হইল—এ কি সত্যই পল সাইনস্? ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে যে সাইনস্কে বিচারালয়ে আসামীর কাঠরায় শেষ বার দেখিয়াছিল—এ কি সেই মূর্ত্তি, না তাহার প্রেতমূর্ত্তি?

জাবেজ নোল্যাণ্ড সাইনসের দৃষ্টির তীব্রতা অসহ্য বোধে, দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "তুমি কি পল সাইনস্? উঃ, কি সর্ব্বনাশ! সাইন্স! এ সকল কি ব্যাপার? আমি এখানে কি করিতেছি? এ কোথায় আসিয়াছি?"

পল সাইনস্ কথা কহিল। ইস্পাতের উপর হাতুড়ীর আঘাতে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ কণ্ঠস্বরে সে বলিল, "তুমি কারাকক্ষে।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড অধীর কণ্ঠে বলিল, "কারাগারে! তুমি বলিতেছ কি? আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। এ যে কল্পনারও অতীত; আমি কারাগারে—ইহা ত ধারণা করিতে পারিতেছি না!—এখানে থাকিলে আমি যে পাগল হইয়া যাইব।"

পল সাইনস্ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কি! এক রাত্রি কারাবাস করিয়াই তুমি পাগল হইবে? এখন ত সারা জীবন পড়িয়াই আছে। হাঁ, তুমি কারাগারে নীত হইয়াছ।—আমার কথা বিশ্বাস করিতে না পার—প্রমাণ দেখিতে পার। তোমার নাম জাবেজ ফাউলার নোল্যাণ্ড। তোমার কয়েদী-নম্বর ১৮৪৩। বিচারের প্রতীক্ষায় তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে।"—সেই কক্ষের দ্বারে কাঠের ফ্রেমে কয়েদীর নাম ও নম্বরাঙ্কিত যে কার্ডখানি ছিল—তাহা খুলিয়া লইয়া সে জাবেজ নোল্যাণ্ডের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

জাবেজ নোল্যাণ্ড সেই কার্ডের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিল, "বিচারের প্রতীক্ষায় আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে?"

পল সাইনস্ বলিল, "হাঁ, আজ তোমার বিচারের দিন।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার বিচার! এ কি রকম পাগলামী?—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার বিচার হইবে?"

পল সাইনস্ জাবেজ নোল্যাণ্ডের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "মনের অগোচর পাপ নাই ; তোমার অপরাধ কি—তাহা তুমি জান। স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাপরাধে আজ তোমার বিচার হইবে। তাহার পর ফাঁসি।"

ষষ্ঠ পর্ব্ব

মানুষই মানুষের শত্রু

মিঃ ব্লেক নোল্যাণ্ডের গৃহত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন—সেই সময় সহসা সম্পূর্ণ অপরিচিতা যুবতীকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ক্রোড়ে ধরিয়া এরূপ বিব্রত হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে আর কখন এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হয় নাই। তাহাকে লইয়া তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। ঘটনাটা এরূপ আকস্মিক যে, কর্ত্তব্য চিন্তারও অবসর না পাইয়া তিনি সেই সুন্দরী যুবতীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার স্বর্ণাভ কেশদাম তাঁহার বাম বাহুর উপর লতাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বিব্রত ভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারের নিকট একজন পরিচারককে দেখিতে পাইলেন; সে ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণ-কেশ রূপবান যুবক দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়া মিঃ ব্লেকের ক্রোড় হইতে সেই যুবতীকে টানিয়া লইল; তাহার পর তাঁহার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সক্রোধে বলিল, "ব্যাপার কি? উহার কি হইয়াছে?—ময়া! চক্ষু মেলিয়া একটি কথা বল। বেন্‌সন, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিও না! শীঘ্র টেলিফোনে একটা ডাক্তার ডাক।"

ভৃত্য বেন্‌সন ব্যস্তভাবে বলিল, "হঠাৎ কি হইল বুঝিতে পারি নাই; আমি এখনই ডাক্তারকে সংবাদ দিতেছি, মিঃ নোল্যাণ্ড!"

মিঃ ব্লেক যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই মহিলাটির মূর্চ্ছা হইয়াছে; আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এক গ্লাস জল ও এক শিশি 'স্মেলিং-সল্ট' আনাইবার ব্যবস্থা করুন, তাহাতেই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে।"

যুবকের আহ্বানে একজন পরিচারিকা অন্য একটি কক্ষ হইতে সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। যুবক তাহার সাহায্যে মূর্চ্ছিতা যুবতীকে লইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইল।

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া হল-ঘর পরিত্যাগ করিলেন ; তিনি বহির্দ্বারের সম্মুখে আসিতেই একজন ভৃত্য তাঁহার টুপি ও দস্তানা তাঁহার হাতে দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "ঐ যুবকটি কি মিঃ নোল্যাণ্ডের পুত্র ?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ মহাশয় ! উনি মিঃ জ্যাক নোল্যাণ্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর ঐ যুবতীটি?—উহার ভগিনী বলিয়া ত মনে হইল না।"

ভৃত্য বলিল, "উনি হইতেছেন—মিস্ গ্রেল, আমাদের কর্ত্তার প্রাইভেট সেক্রেটারী।"

মিঃ ব্লেক আবার একটু হাসিলেন ; হঠাৎ বাম বাহুমূলে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিলেন—একগাছা স্বর্ণাভ দীর্ঘ কেশ তাঁহার কোটের আস্তিনে ঝুলিতেছিল ; তিনি তাহা তুলিয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে চলিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে জাবেজ নোল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন—তাহা ভুলিয়া গিয়া অন্য কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি নোল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া দুইটি নূতন সংবাদ জানিতে পারিলেন, একটি সংবাদ—জাবেজ নোল্যাণ্ডের পরম রূপবান একটি যুবক-পুত্র বর্ত্তমান। দ্বিতীয় সংবাদ—মিঃ নোল্যাণ্ড বাছিয়া-বাছিয়া একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।—জাবেজ নোল্যাণ্ডের চিঠিপত্র লেখা ও হিসাবপত্র রাখা এই তরুণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও তাহার মনিবের পুত্র জ্যাক নোল্যাণ্ড তাহার প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে—ইহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে ভাবিলেন, "ব্যাপার মন্দ নয় ! ছেলে বাপের তরুণী প্রাইভেট সেক্রেটারীকে লইয়া মহা উৎসাহে প্রেমের অভিনয় করিতেছে,—ওদিকে বুড়া বাপ প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দুশ্চিন্তায় ঘামিয়া মরিতেছে ! মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই ; এবং কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলে পিস্তল উঁচাইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতেছে !—চমৎকার ব্যবস্থা !"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "যুবতী মূর্চ্ছিত হইল কেন বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতে একখান কাগজ ছিল ; সেই কাগজখানি পড়িয়া কি সে হঠাৎ

মনে কোন আঘাত পাইয়াছিল? সেই পত্রে নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ ছিল। স্ত্রীলোকেরা মনে একটু আঘাত পাইলেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে; যাহারা এত ভাব-প্রবণ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়—তাহাদের লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই ঝকমারি! খাসা আছি, কথায় কথায় হিষ্টিরিয়ার ধার ধারি না। বন্ধুরা বলে—সংসারী হও। সংসারী হওয়ার ত এই সুখ!"

মিঃ ব্লেক একখানি ট্যাক্সি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ডের তরুণী ও রূপবতী প্রাইভেট সেক্রেটারী কি কারণে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিল—তাহা জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেন। তিনি জাবেজ নোল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথা শুনিলেও অনেক কথাই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই ঘটনা-চক্রে যে সকল কথা জানিতে পারিলেন—তাহা হইতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—সেরূপ বিস্ময়াবহ লোমহর্ষণ ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে অতি অল্পই লাভ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছিলেন, এবং তাহার কি ফল হইয়াছিল—তাহা সমস্তই স্মিথের গোচর করিলেন। সকল কথা শুনিয়া বিস্ময়ে স্মিথের দুই চক্ষু কপালে উঠিল। সে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার বাড়ীতে আপনাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল কর্ত্তা? পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে শুনিয়া সে প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে? পল সাইনসের অপরাধ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম তাহা কি এখনও আপনার অসঙ্গত বা অসম্ভব মনে হইতেছে? ষোল বৎসর পূর্ব্বে ওল্ড বেলীর বিচারালয়ে স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যার অভিযোগে পল সাইনসের যখন বিচার চলিতেছিল, সেই সময় জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথাই সে জানিত; কিন্তু তাহা সে গোপন করিয়াছিল আমার এই অনুমান যদি সত্য না হয়—তাহা হইলে আমি এক শ পাউণ্ড বাজী হারিতে রাজী আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্ মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে তাহার প্রতি

অত্যাচার করিবে—জাবেজ নোল্যাণ্ডের এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে; কিন্তু সে আমাকে বুঝাইতে চাহিতেছিল—পল সাইনস্ ভ্রান্ত ধারণার বশে তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছিল; তাহার বিরুদ্ধে সাইনসের অভিযোগের মূলে কোন সত্য নাই। দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রতি সাইনসের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেও কিরূপে জাবেজ নোল্যাণ্ডের অনিষ্ট করিবে তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।”

অতঃপর তিনি পাইপে তামাক সাজিয়া ধূমপানে মনঃসংযোগ করিলেন।

স্মিথ বলিল, “পল সাইনস্ প্রতি বৎসর ২৩এ মার্চ্চ জাবেজ নোল্যাণ্ডকে যে ভাবে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় নোল্যাণ্ডের আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাইনস্ স্কট হাওয়ার্সকে হত্যা করে নাই, একথা যদি জাবেজ নোল্যাণ্ডের সত্যই জানা থাকে, তাহা হইলে তাহা গোপন করায় তাহার মনে অনুতাপ হওয়াই স্বাভাবিক।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু সে অনুতপ্ত না হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এবং সাইনস্ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে তাহার দেহরক্ষী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। হতভাগার ধৃষ্টতা ত কম নয়? কেন, তাহার ত জোয়ান ছেলে আছে, তাহাকেই বডি-গার্ড নিযুক্ত করুক না? সে বাপকে রক্ষা করিতে পারিবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার ছেলেকে দেখিয়া তাহার ও তাহার ছেলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হয়। কি আকারে, কি স্বভাবে উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। আমি জ্যাক নোল্যাণ্ডকে কয়েক মিনিট মাত্র দেখিয়াছি—কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার ধারণা হইয়াছিল সে তাহার পিতার মত কুটিল ও দাম্ভিক নহে। তাহার বাপের আতঙ্ক দেখিয়া সে যে দুঃখিত বা চিন্তিত হইয়াছে—ইহাও মনে হইল না। বিশেষতঃ, সে তাহার বাপের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস গ্রেলের প্রেমে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। কোন যুবক কোন তরুণীর প্রেমে পড়িলে

ভয়ঙ্কর স্বার্থপর হইয়া থাকে ; পৃথিবী ধ্বংস হইলেও সেদিকে তাহার খেয়াল থাকে না।”

স্মিথ বলিল, “জাবেজ নোল্যাণ্ড বাছিয়া বাছিয়া একটি সুন্দরী তরুণীকে প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অপরূপ সুন্দরী।”—হঠাৎ কাঁধের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সেখানে মিস্ গ্রেলের আর কোন চুল লাগিয়া ছিল কি না তাহাই দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেখানে তিনি আর একগাছাও স্বর্ণাভ কেশ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া পরিচ্ছদ ছাড়িতেই তাঁহার ওয়েষ্টকোট ও সার্টের ফাঁকের ভিতর হইতে একটা কাগজের দলা তাঁহার কোলের উপর পড়িল।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহার ভাঁজ খুলিলেন। তিনি সেই কাগজের দলা পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই, এবং কখন কিরূপে তাহা তাঁহার ওয়েষ্টকোটের নীচে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে কোন কথা লেখা ছিল না ; বড় বড় লোকের চিঠির কাগজে যেরূপ ‘মনোগ্রাম’ অঙ্কিত থাকে, সেই কাগজের মাথায় সেইরূপ একটি ‘মনোগ্রাম’ অঙ্কিত দেখিলেন। আমাদের সম্ভ্রান্ত গ্রাহকগণের অনেকের পত্রে সেরূপ মনোগ্রাম দেখিয়াছি। মনোগ্রামে এক একটি চিত্রের নীচে ‘মটো’ বা সংক্ষিপ্ত আদর্শ বাক্য লিখিত থাকে। মিঃ ব্লেক যে কাগজখানি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহার মাথায় একটি ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত ছিল ; তাহা একটা নেকড়ে বাঘের মাথার সুরঞ্জিত চিত্র। নেকড়ের লাল চক্ষু দুটি ক্রোধবিস্ফারিত, তাহা হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতেছে ; তাহার সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ ও শুভ্র দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত ; দাঁতের ভিতর হইতে সুলোহিত লোলজিহ্বা প্রসারিত হইয়া যেন শোণিত-লেহনের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। নেকড়ের মুখের নীচে একটি লাটীন বয়েৎ (a Latin quotation) উদ্ধৃত ছিল, তাহার অর্থ “মানুষই মানুষের পক্ষে নেকড়ে বাঘ।” (*Lupus est homo homini.*)

মিঃ ব্লেক সেই বয়েৎটি পাঠ করিয়া মনে মনে বলিলেন, “মানুষই মানুষের

পক্ষে নেকড়ে বাঘ—একথার তাৎপর্য্য—মানুষই মানুষের শত্রু। কোন ভদ্র-লোক চিঠিপত্রে এরূপ 'মটো' ব্যবহার করেন—ইহা আমার জানা ছিল না। ইহা নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত বংশের পারিবারিক চিহ্ন ও আদর্শ বাক্য। (Motto) কিন্তু এই কাগজখানি আমার ওয়েষ্টকোটের ভিতর ওভাবে দলা পাকাইয়া কিরূপে প্রবেশ করিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! আমি যখন জাবেজ নোল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার জন্য এই পোষাক পরিয়াছিলাম, তখন ইহা আমার পোষাকের মধ্যে ছিল না; এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।—তবে?

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল—জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্ গ্রেল সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায় দেখিয়া তিনি দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে, সে যখন তাঁহার বাহুতে মাথা রাখিয়া তাঁহার কোলে এলাইয়া পড়িয়া-ছিল—সেই সময় তাহার হাতে যে কাগজখানি ছিল, এবং যাহা পাঠ করিয়া তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস—সেই কাগজখানি সে হঠাৎ দলা পাকাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছিল। তবে কি ইহা সেই কাগজ? তাহার মুঠা হইতে খসিয়া হঠাৎ তাঁহার গলাবন্ধের পাশ দিয়া ওয়েষ্টকোটের ভিতর বাধিয়া ছিল? তিনি বাড়ী আসিয়া পোষাক ছাড়িতেই খসিয়া পড়িয়া গেল?

বস্তুতঃ, কাগজখানি মিস্ গ্রেলের অবশ হস্ত হইতে খসিয়া তাঁহার ওয়েষ্টকোট ও সার্টের ফাঁকের ভিতর আটকাইয়া ছিল—এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না; কিন্তু কাগজখানিতে ত কোন কথা লেখা ছিল না, কেবল একটি নেকড়ের মুণ্ড আর সেই অদ্ভুত উক্তি। ইহা পাঠ করিয়া মিস্ গ্রেলের মনে এতই আঘাত লাগিয়া-ছিল যে, হঠাৎ তাহার মূর্চ্ছা হইল! ইহার কারণ কি?—এই নূতন চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি তাঁহার পাইপ হইতে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, সেই ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হাঁ, মিস্ গ্রেলের হাত হইতেই এই কাগজের দলা খসিয়া পড়িয়া, আমার নেক-টাইএর পাশ দিয়া ওয়েষ্টকোটের নীচে প্রবেশ করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কাগজের উপর নেকড়ে বাঘের মস্তক অঙ্কিত দেখিয়া ভয়ে তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু ইহা দেখিয়া তাহার ঐরূপ বিচলিত হইবার কি কারণ ছিল—বুঝিতে পারি-

তেছি না। তবে এই কাগজখানি কেহ কোন বিষয়ের ইঙ্গিতস্বরূপ অথবা ভয় দেখাইবার জন্য ব্যবহার করিয়াছিল—ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।—ইহা প্রেরণের সেরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলে মিস্ গ্রেল ইহা দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইত না। ইহা কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পারিবারিক আদর্শ-বাণী। কোন্ পরিবার এই আদর্শ-বাণী ব্যবহার করে—তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন হইবে না। ট্রিমেনকে এই ভার দিলে সে শীঘ্রই সন্ধান লইয়া এই সংবাদ আমাকে জানাইতে পারিবে।”

ট্রিমেন লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ কুলচিহ্ন-লেখক; ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলচিহ্ন তাহার সুবিদিত। তাহার সহিত মিঃ ব্লেকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; তাহার সহায়তা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি একখানি কাগজে পেন্সিল দিয়া সেইরূপ একটি নেকড়ের মাথা অঙ্কিত করিলেন, এবং তাহার নীচে যে লাটীন বযেৎটি লিখিত ছিল—তাহাও উদ্ধৃত করিলেন। অনন্তর তিনি একখানি পত্র লিখিয়া তৎসহ সেই কাগজখানি লেফাপায় পুরিয়া, লেফাপার উপর মিঃ ট্রিমেনের নাম ও ঠিকানা লিখিলেন, এবং তাহা স্মিথের হাতে দিয়া অবিলম্বে ডাকে দিতে আদেশ করিলেন।

অতঃপর মিঃ ব্লেক শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের-দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন, মানুষের শত্রু মানুষ—এই কথাটির মূলে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে, কিন্তু কে কি উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করিয়াছে—দীর্ঘকাল এই কথা চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন বেলা এগারটার সময় মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া পাইপ টানিতে টানিতে দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার টেবিলে দুই দিনের চিঠিপত্র জমিয়া ছিল; সেই গুলি খুলিয়া পড়িয়া তিনি জরুরি চিঠিগুলির যথাযোগ্য উত্তর লিখিতে লাগিলেন। সেই সময় হঠাৎ টেলিফোনে ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল, কিন্তু তিনি কাজ ফেলিয়া উঠিতে পারিলেন না। স্মিথকে ডাকিয়া বলিলেন, “টেলিফোনে কে কি জন্য ডাকাডাকি করিতেছে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমি উঠিতে পারিব না।”

স্মিথ দুই তিন মিনিট পরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিফোনে আপনাকে ডাকিতেছিলেন ; আমি সাড়া দিলে তিনি বলিলেন, —'মিঃ ব্লেককে এই মুহূর্ত্তেই কার্টন স্কোয়ারে আসিতে বল'।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কার্টন স্কোয়ারেই ত জাবেজ নোল্যাণ্ডের বাড়ী। সেখানে আমার তাড়াতাড়ি যাইবার কি প্রয়োজন—তাহা কুট্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন? এখন যে আমার হাতে বিস্তর কাজ!"

স্মিথ বলিল, "সে কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছি কর্ত্তা! তিনি বলিলেন, জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার বাড়ী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তিনি আরও বলিলেন—কেহ কোন দুরভিসন্ধিতে তাহাকে গোপনে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়াই সন্দেহ হইতেছেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জানিতে পারিয়াছেন কাল সন্ধ্যাকালে আপনি জাবেজ নোল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। আপনার সঙ্গে তাঁহার জরুরি পরামর্শ আছে বলিয়াই আপনাকে তিনি ডাকিতেছেন। ব্যাপার ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে কর্ত্তা!"

সপ্তম পর্ব্ব

দুইজন নিরুদ্দেশ

জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার সুরক্ষিত বাসগৃহ হইতে নিরুদ্দেশ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ধারণা—কেহ কোন দুরভিসন্ধিতে তাহাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে।—এ কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক কাগজ কলম ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ড যাহা ভয় করিয়াছিল—পূর্ব্বদিন সায়ংকালে সে আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা কি সত্য? তাহার আতঙ্ক অমূলক নহে?

মিঃ ব্লেক অসমাপ্ত চিঠিপত্রগুলি ডেস্কের দেরাজে পুরিয়া রাখিলেন, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ কারলেন। পথে আসিয়া একখান ট্যাক্সি লইয়া তাঁহারা কার্টন স্কোয়ারে যাত্রা করিলেন।

ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাবেজ নোল্যাণ্ড অদৃশ্য হইয়া থাকিলে কুট্‌সই তাহার সন্ধানের ভার লইবে। সকল ঘটনার কথা যাহার জানা আছে, সে নোল্যাণ্ডের নিরুদ্দেশের কথা শুনিলেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে—তাহার অন্তর্দ্ধানের জন্য পল সাইনস্‌ই দায়ী। বিশেষতঃ, তাহার অন্তর্দ্ধানের মূলে যদি কাহারও দুরভিসন্ধি থাকে—তাহা হইলে সাইনস্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, বৃদ্ধ সাইনস্‌কে এজন্য দায়ী করা সঙ্গত হইবে না; আমার বিশ্বাস, জাবেজ নোল্যাণ্ড প্রাণভয়ে নিজেই কোথাও লুকাইয়াছে। পল সাইনসের মুক্তিলাভের সংবাদে সে কিরূপ উৎকণ্ঠাকুল ও আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়াছে—তাহা ত আপনার কাছেই শুনিয়াছি। বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিলে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না বুঝিয়া এ-রকম কোন স্থানে পলায়ন করিয়া লুকাইয়াছে যে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই অনুমান যে অসঙ্গত, এ কথাই বা কি করিয়া

বলি ? নোল্যাণ্ড যে রকম ভয় পাইয়াছে দেখিলাম, তাহাতে সে পল সাইনসের মুক্তিলাভের সংবাদ পাইবামাত্র যদি তাড়াতাড়ি কালই দেশান্তরে পলায়ন করিত, তাহা হইলে তাহার পলায়নের সংবাদ শুনিয়া আমি বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার পূর্ব্বে কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।"

জাবেজ নোল্যাণ্ডের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি হইতে নামিলেন। তিনি সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন, স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল। দ্বারে যে প্রহরী ছিল—সে মিঃ ব্লেককে পূর্ব্বদিন দেখিয়াছিল ; এজন্য সে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই অট্টালিকার প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে দেখিতে পাইলেন। কুটস তখন একজন দীর্ঘকায় কটা-গোঁফওয়ালা পুলিশ-কর্ম্মচারীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছিলেন। ইঁহারই নাম ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্ ; ইন্‌স্পেক্টর হারিজের সহিত মিঃ ব্লেকের পরিচয় ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুটস তাঁহাকে মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচিত করিলে, ইন্‌স্পেক্টর জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন—তাহা মিঃ ব্লেকের গোচর করিবার জন্য বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার পর মিঃ নোল্যাণ্ড থানায় আমাকে টেলিফোনে বলিয়াছিলেন—পল সাইনস্ নামক একটা খুনে আসামী কাল পার্কমুরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা হইয়াছিল ; সে তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে পারে এরূপ আশঙ্কার না কি কারণ ছিল ! মিঃ নোল্যাণ্ড আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম—তাঁহার বাড়ীর উপর রাত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য দুইজন কনষ্টেবল মোতায়েন করিব। তাহা আমি করিয়াছিলাম ; এতদ্ভিন্ন আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছিলাম—সাইনস্ নামক একটা কয়েদী পার্কমুর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লণ্ডনে আসিয়াছে। আইন অনুসারে সে পুলিশে এই সংবাদ জানাইতে বাধ্য ; তাহা সে জানাইয়াছে কি না সন্ধান লওয়া প্রয়োজন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, সে কাল লণ্ডনে পৌছিয়াই পুলিশে তাহার আগমন সংবাদ জানাইয়াছিল; এ বিষয়ে তাহার কোন ক্রটি হয় নাই। আমরা সংবাদ পাইয়াছি—পল সাইনস্ লণ্ডনে আসিয়া সেণ্ট জেম্‌সের ডিউক ষ্ট্রীটে গাওয়েলের হোটেলে বাসা লইয়াছে। কাল সন্ধ্যার পর সে সেই হোটেলে মিঃ সার্পলস্ নামক একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণীর সহিত একত্র নৈশ-ভোজন শেষ করিয়াছিল, এবং রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অনুকূলে এরূপ অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান যে, নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে ইহা সন্দেহ করিবার উপায় নাই। শুনিলাম মিঃ নোল্যাণ্ড কাল তোমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তুমিও এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলে। তাঁহার সঙ্গে তোমার কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল—তাহা বলিতে বোধ হয় তোমার আপত্তি নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, কোন আপত্তি নাই। আমি তাহার অনুরোধে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে— সে আমার অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়াছিল। সে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তি করায় তাহার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে; এমন কি, তাহাকে সর্ব্বদা পাহারা দেওয়ার জন্য সে আমাকে তাহার দেহ-রক্ষী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! সত্যই সে আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল, এবং কখন কি বিপদ ঘটে—এই আশঙ্কার একটা টোটা-ভরা পিস্তল পকেটে রাখিয়াছিল। যাহাকে সন্দেহ হইবে— তাহাকেই গুলী করিবে—এইরূপ তখন তাহার মনের ভাব!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হও নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার দেহ-রক্ষী হইবার অনুরোধ? না, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই; সে আমাকে টাকার লোভ দেখাইয়াছিল, কিন্তু তুমি ত জান টাকার লোভে আমি আত্মসম্মান বিক্রয় করি না। আমি তাহাকে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া যাই।"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্‌ বলিলেন, "তিনি আপনার উপদেশই গ্রহণ করিয়াছিলেন; আপনার প্রস্থানের কিছু কাল পরেই তিনি আমাকে টেলিফোন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কাল রাত্রেই তাঁহার বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য দুইজন কর্ম্মঠ কনষ্টেবলকে মোতায়েন করিয়াছিলাম। আপনার প্রস্থানের পর আর কেহই এই বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই, বা বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। কেবল মিঃ নোল্যাণ্ডের পুত্র জ্যাক রাত্রি এগারটার কয়েক মিনিট পরে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। মিঃ নোল্যাণ্ডের সর্দ্দার-খানসামা মাউসন আমাকে যাহা বলিয়াছে—তাহা আমার নোট-বহি দেখিয়া আপনাকে বলিতেছি শুনুন,—সে বলিয়াছে—আজ সকালে আটটার সময় তাহার মনিবের কামাইবার জন্য জল লইয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে দ্বারে ধাক্কা দিয়া ভিতর হইতে তাঁহার সাড়া পাইল না। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ থাকায় তাহার ধারণা হইল—পূর্ব্বরাত্রে মিঃ নোলাণ্ডের সুনিদ্রা না হওয়ায় তখনও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি বিরক্ত হইবেন মনে করিয়া সে তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিল না।

"আরও এক ঘণ্টা পরে সে মিঃ নোল্যাণ্ডের শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে ধাক্কা দিল, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার সাড়া পাইল না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারায় তাহার ভয় হইল, এবং মিঃ নোল্যাণ্ডের পুত্র জ্যাককে ডাকিয়া আনিল। জ্যাক পদাঘাতে অর্গল ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে মিঃ নোল্যাণ্ডকে দেখিতে পাইলেন না। শয্যার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মিঃ নোল্যাণ্ড রাত্রে সেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কখন কিরূপে তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। সেই কক্ষের দ্বার ও জানালাগুলি ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ এই সকল কথা বলিয়া নীরব হইলে মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, "তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু সে বিপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমানের কারণ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্‌ বলিলেন, "তাঁহার শয্যার অবস্থা দেখিয়া অনুমান

হইয়াছিল, শয্যার উপর ভয়ানক ধস্তাধস্তি চলিয়াছিল! শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে শয্যার অবস্থা সেরূপ বিশৃঙ্খল হয় না।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “নোল্যাণ্ড স্বেচ্ছায় গোপনে গৃহত্যাগ করে নাই, ইহা কিরূপে বুঝিলেন ?—পল সাইনসের ভয়ে সে সকলের অজ্ঞাতসারে হয় ত কোথাও পলায়ন করিয়াছে; সে কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে।”

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্‌ বলিলেন, “না মিঃ ব্লেক, আপনার এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মিঃ নোল্যাণ্ড গত বার ঘণ্টার মধ্যে গৃহত্যাগ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইত। আমি তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রহরী মোতায়েন করিয়াছিলাম। তাহারা সারারাত্রি তাঁহার বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল; তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৃহত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। তাহারা সারা রাত্রির মধ্যে কাহাকেও তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, তিনি বা অন্য কেহ বাড়ীর বাহিরে যান নাই। এমন কি, তাহারা কোন গোলমালও শুনিতে পায় নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার নৈশবাস-পায়জামা ভিন্ন তাঁহার দেহে অন্য কোন পরিচ্ছদ না থাকিলেও তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন! তিনি কেবলমাত্র পায়জামা পরিয়া রাত্রিকালে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে ?

“যদি তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়াই থাকেন—তাহা হইলে বহির্গমনের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার সর্দ্দার-খানসামাকে তাঁহার পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। সে তাঁহার পরিচ্ছদগুলি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছে—তাঁহার পরিধানে যে রেশমী পায়জামা ছিল—তাহা ব্যতীত তাঁহার সকল পরিচ্ছদই ঘরে আছে। এমন কি, একটি কলারেরও অভাব লক্ষিত হয় নাই। কাল তিনি শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন, তাহাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ঘড়ি, চুরুটের বাক্স, টাকার থলি, এবং কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার শয্যাপ্রান্তস্থ টেবিলের উপর যে ভাবে রাখিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। কোন সামগ্রীই

স্থানান্তরিত হয় নাই, কেবল যে পায়জামা পরিয়া তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই পায়জামা নাই, আর তিনি নাই !'

"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে টেলিফোনে সংবাদ দিলাম। কাল সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে আমার কোন কোন কথাও হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াই এখানে আসিয়া আমাকে বলিলেন, পল সাইনস্ কাল অপরাহ্ন পাঁচটা পর্য্যন্ত তাহার হোটেলেই ছিল—এ সংবাদ তিনি জানিয়া আসিয়াছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এই ব্যাপারের সহিত সাইনসের কোন সংস্রব থাকিতেই পারে না; তাহাকে সন্দেহ কবিবার উপায় নাই। আমি আজ সকালে এখানে আসিবার পূর্ব্বেও গাওয়েলের হোটেলে গিয়াছিলাম; সেখানে সন্ধান লইয়া জানিতে পারি—পল সাইনস্ তখন পর্য্যন্ত শয্যা ত্যাগ করে নাই। তখনও সে তাহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত ছিল। এ অবস্থায় মিঃ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের জন্য তাহাকে কিরূপে দায়ী করা যায়? বস্তুতঃ, মিঃ নোল্যাণ্ডের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান জটিল রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, অথচ কেহই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিল না, এবং এক পায়জামা ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদই তাঁহার পরিধানে নাই;—ইহা অলৌকিক কাণ্ড বলিয়াই মনে হয়।"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতেছিল; এতক্ষণ পরে সে বলিল, "তিনি বোধ হয় বাড়ীর বাহিরে যান নাই। এই বাড়ীতেই কোথাও লুকাইয়া আছেন। এমন স্থানে লুকাইয়াছেন যে, পল সাইনস্ ত দূরের কথা—বাড়ীর লোকেও তাঁহার সন্ধান পাইতেছে না!"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বালকের বাচালতায় বিরক্ত হইয়া অবজ্ঞাভরে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "তোমার ত ভারি বুদ্ধি! তুমি কি মনে কর এই বাড়ীতে তাঁহার অনুসন্ধানের কোন ত্রুটি করিয়াছি? এই বাড়ীর বনিয়াদ হইতে ছাদ পর্য্যন্ত (from cellar to attic) সকল স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করা হইয়াছে।"

হল-ঘরের পাশে যে বৃহৎ কক্ষ ছিল, পূর্ব্ব দিন জাবেজ নোল্যাণ্ড সেই কক্ষে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রভৃতি অতঃপর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের আধারের দিকে চাহিয়া একরাশি দগ্ধাবশিষ্ট চুরুটের গোড়া (cigar butts) দেখিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন হুইস্কীর একটা বোতল, সোডা ওয়াটারের আধ-খালি একটা বোতল, এবং মদের একটা গ্লাসও মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর হারিজকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সম্বন্ধে জ্যাক নোল্যাণ্ড কি বলে ? সে কি তাহার পিতার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারিবে না ?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মহাশয়! আমি জ্যাক নোল্যাণ্ডের ভাবভঙ্গি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে দুঃখিত বা কাতর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না ; আমার বিশ্বাস, অন্য কোন কারণে ব্যাকুল হইয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পিতার বিপদে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই! কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার তাহা কি বুঝিয়াছ ব্লেক! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কাল পল সাইনসের সঙ্গে হঠাৎ তোমার দেখা হইবার পর এই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিল! অবস্থা বিবেচনায় জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের জন্য পল সাইনস্‌ই দায়ী বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু সাইনসের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রমাণ সংগ্রহের উপায় নাই। কাল অপরাহ্ণ হইতে সে তাহার হোটেল ত্যাগ করে নাই, এবং কাল হোটেলে সে একটি লোক ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে নাই। যাঁহার সঙ্গে সে দেখা করিয়াছিল—তিনিও সাধারণ লোক নহেন, তাঁহার সাহায্যে সে কোন অপকর্ম্ম করিতে পারে—এরূপ চিন্তা কখন মনেও স্থান দেওয়া যায় না। কারণ তিনি সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী মিঃ সার্পল্‌স। পল সাইনস্ কারাগারে প্রেরিত হইবার পর হইতে মিঃ সার্পল্‌সই তাহার বৈষয়িক কাজকর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে

প্রথমেই তাঁহার সহিত বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু পল সাইনস্ এখানে আসিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ডকে তুড়ি দিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে—ইহাও ত বিশ্বাস করা যায় না। নোল্যাণ্ড তাহার আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। টোটাভরা একটি পিস্তল সর্ব্বদা তাহার কাছে থাকিত—একথা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। যদি সে বিপদের কোন সম্ভাবনা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কি সে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করিয়া সহজে আত্মসমর্পণ করিত?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার কাছে পিস্তল থাকিলেও তাহার সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই; ইহার প্রমাণ পিস্তলটি তাঁহার শয়ন-কক্ষে জলের জগের ভিতর পাওয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য যে পিস্তল সর্ব্বদা কাছে রাখিত, তাহা তাহার শয়ন-কক্ষে পানীয় জলের জগের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সহিত বাহিরের কোন লোকের কোন সম্বন্ধ নাই, সে পল সাইনসের ভয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে কোথাও পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে সে ভাবে পলায়নের কোন উপায় ছিল না। তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার জানালাগুলি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, এবং তাহার সর্দ্দার-খানসামার কথা সত্য হইলে একমাত্র পায়জামা ভিন্ন শয়নকালে অন্য কোন পরিচ্ছদ তাহার অঙ্গে ছিল না।

জাবেজ নোল্যাণ্ডের শয়ন-কক্ষে অনুসন্ধান করিয়া কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল না। জ্যাক নোল্যাণ্ড সেই কক্ষের দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বারের চাবিটা কক্ষের মধ্যস্থলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তাহার শয্যার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল—শয্যায় সে কাহারও সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, তাহার পিস্তলটি জলের জগের ভিতর পড়িয়া ছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও হারিজ ইহা ভিন্ন আর কিছুই সেই কক্ষে লক্ষ্য

করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া আর একটি জিনিস দেখিতে পাইলেন। জল-চৌকীর (wash stand) উপর এক গ্লাস জল ছিল, তিনি সেই জলের ভিতর সোনার প্লেট দিয়া বাঁধান তিনটি কৃত্রিম দাঁত দেখিতে পাইলেন; কিন্তু নোল্যাণ্ড সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার সময় দাঁতগুলি স্বেচ্ছাক্রমে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই দাঁতগুলি দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল নোল্যাণ্ড অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অনিচ্ছার সহিত সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল। সেই অট্টালিকার সর্ব্বস্থান পুনর্ব্বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও জাবেজ নোল্যাণ্ডকে পাওয়া গেল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ নোল্যাণ্ড তোমাকে যে অনুরোধ করিয়াছিল, তুমি তাহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিলে এ বিভ্রাট ঘটিত না। তুমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পার নাই, এজন্য আমি তোমাকে দোষী করিতেছি না; কিন্তু সে তোমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিল—তাহা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি—সে প্রাণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল; এবং তাহার বিপদের আশঙ্কাও অমূলক নহে। এখন সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এই যে, জাবেজ নোল্যাণ্ড রুদ্ধ কক্ষ হইতে কি কৌশলে বাহির হইয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল? তাহার গৃহত্যাগের চিহ্নমাত্র নাই! সে গত রাত্রে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়াছিল, আজ সকালে দ্বার সেই ভাবেই বন্ধ ছিল। জানালা মোটা মোটা লোহার শিক দ্বারা আবদ্ধ, তাহার ভিতর দিয়া বাহিরে যাইবার উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে সকলের সহিত হল-ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় জ্যাক নোল্যাণ্ড বহির্দ্বার খুলিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে তাহার পিতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ।

জ্যাক সেই কক্ষে ইন্‌স্পেক্টরদ্বয়ের সহিত মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সরিয়া আসিল। মিঃ ব্লেক

তাহাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাঁহাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক, কাল যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, তখন জানিতাম না যে হঠাৎ আমাদিগকে এভাবে বিপন্ন হইতে হইবে। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, কর্ত্তার কোন সংবাদই আমি জানি না। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন এবং কি উপায়েই বা গৃহত্যাগ করিয়াছেন—তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। কাল রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি যখন সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সেই সময় তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল তাঁহার মনে শান্তি নাই; মনে হইয়াছিল কি একটা দুর্ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন! কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁহার মনে যে অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল—তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহই তাঁহার মুখের একটিও মিষ্ট কথা শুনিতে পায় নাই। আমাকে যে দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল রূঢ় নহে, অত্যন্ত বিরক্তিজনক; তাহার পর তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি পল সাইনস্ নামক কোন লোক সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন কি?"

জ্যাক নোল্যাণ্ড বলিল, "পল সাইনস্?—না, বুড়া আমাকে পল সাইনস্ কি অন্য কোন লোকের প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার সঙ্গে কোন দিনই আমার বেশী কথা হয় না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার! এই ছোকরার মুখ দেখিয়া ও ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল—পিতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে তাহার বিপদের আশঙ্কা করিয়া উহার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু উহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম পিতার প্রতি উহার ভক্তির সীমা নাই! জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান উহার এই প্রকার ব্যাকুলতার কারণ নহে। তবে কারণটা কি?"

মিঃ ব্লেক মনের কথা মনে রাখিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনি ত আপনার

পিতার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে কোন কথাই জানেন না বলিলেন,—কিন্তু—কিন্তু আপনার পিতার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্ গ্রেল হয় ত এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও পারেন, কারণ মিস্ গ্রেলকে তাঁহার অনেক সংবাদই রাখিতে হয়। মিস্ গ্রেল কি আমাদিগকে—"

জ্যাক নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মিস্—মিস্ গ্রেলের কথা বলিতেছেন? আপনি কি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানেন? মিস্ গ্রেলের অনিষ্টাশঙ্কায় আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি; কি যে করিব—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! বাবা যেখানে খুসী যান, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! কিরূপ সর্ব্বনাশ?"

জ্যাক নোল্যাণ্ড ব্যাকুল স্বরে বলিল, "মিস্ গ্রেলকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না মিঃ ব্লেক! মিস্ গ্রেলও নিরুদ্দেশ!"

অষ্টম পর্ব

নূতন রহস্য

জ্যাক নোল্যাণ্ডের কথা শুনিয়া ইনস্পেক্টর কুট্‌স তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মিস্ গ্রেল? এই মিস্ গ্রেলটি কে?"

জ্যাক বলিল, "মিস্ গ্রেল আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী। সে প্রত্যহ এখানে আসিয়া তাঁহার চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকে, হিসাবপত্রও রাখে, অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারীর যে সকল কাজ তাহাই করিয়া থাকে।"

ইনস্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আপনি বলিলেন না—সেই প্রাইভেট সেক্রেটারীও নিরুদ্দেশ হইয়াছে? তবে কি দু'জনে পরামর্শ করিয়া এক সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়াছেন?—এই মেয়ে মানুষ প্রাইভেট সেক্রেটারীটির বয়স কত? নিশ্চয়ই তাহার যৌবন ছাড়ায় নাই!"

এই অশিষ্ট ইঙ্গিতে জ্যাক নোল্যাণ্ড সক্রোধে এমন এক হুঙ্কার দিয়া উঠিল যে, ইনস্পেক্টর কুট্‌স চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল—জ্যাক হয় ত তাঁহার গালে এক থাপ্পড় মারিবে! তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় জ্যাক রূঢ় স্বরে বলিল, "মহাশয়, মুখ সামাল করিয়া কথা বলিলেন; এ আপনাদের রসিকতা করিবার যায়গা নয়! বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ময়া গ্রেল আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে; হাঁ, বাগ্‌দান হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিলে এবং আপনি ভদ্রলোক হইলে ঐ রকম ইতর রসিকতা বোধ হয় আপনার মুখ হইতে বাহির হইত না। এই বাগ্‌দানের কথা বুড়া কর্ত্তা জানিতে পারেন নাই; আজই তাহা তাঁহাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ময়া যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে—তাহা আমার অজ্ঞাত। সে কাহাকেও কোন কথা বলিয়া যায় নাই; এমন কি, তাহার ঠিকানা পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই।—মিঃ ব্লেক, আমি তাহাকে খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি, তাহার সন্ধান পাইলাম না; আপনি দয়া করিয়া তাহাকে

খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবেন? আমি আপনার গোলাম হইয়া থাকিব।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "ইস্‌, অবস্থা যে বিষম সাংঘাতিক দেখিতেছি!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "মিঃ নোল্যাণ্ড, আপনি আপনার প্রিয়তমার অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে আমি কি করিয়া আপনাকে আশা ভরসা দিতে পারি?—আপনার পিতা ত অদৃশ্য হইলেন, আবার তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী—আপনার প্রণয়িনীটিও ফেরার! একই দিনে উভয়েরই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান একটু বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুটস বলিলেন, "আমিও ত ঠিক ঐ কথাই বলিতেছিলাম; তবে আমার কথা—" মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুটসকে নীরব হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেই ইন্‌স্পেক্টর কুটস মুখ বন্ধ করিলেন।—স্মিথ হাসি চাপিতে গিয়া কাশিয়া ফেলিল।

জ্যাক নোল্যাণ্ড ইন্‌স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কর্ত্তা তাহার মনিব হইলেও উভয়ের অন্তর্দ্ধানের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি ময়া গ্রেসের সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু কথাটা গোপন রাখিয়াছি। এই বাগ্‌দানের কথা ময়াও কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। গত কল্য তাহার আচরণে একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া—"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ জ্যাককে কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "আপনার পিতার আচরণেও এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন—বলিলেন না?"

জ্যাক নোল্যাণ্ড ইন্‌স্পেক্টর হারিজের কথায় কর্ণপাত করিল না; তাহার পিতার অন্তর্দ্ধানে সে বিন্দুমাত্র কাতর হয় নাই। সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "তাহার আচরণে একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। হঠাৎ তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে সে আমাদের বাড়ী হইতে তাহার বাসায় চলিয়া যায়। পূর্ব্ব হইতেই আমার সঙ্গে তাহার কথা ছিল—

কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাহাকে থিয়েটারে লইয়া যাইব। সে এখানে আসিলে তাহাকে লইয়া যাইব—এইরূপই স্থির ছিল; কিন্তু কি কারণে জানি না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে এখানে আসিল না। অবশেষে আমি তাহার সন্ধানে তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাহার বাড়ীওয়ালী আমাকে বলিল,—সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাকেও বলিয়া যায় নাই; কোন কথাই লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সুতরাং ব্যস্ত হইবারই কথা! তারপর?”

জ্যাক বলিল, “আজ সকালে ময়ার একখানি পত্র পাইলাম। সে পত্রখানি আপনাকে না দেখাইলেও ক্ষতি নাই; সে যাহা লিখিয়াছে তাহাই বলিতেছি শুনুন।—সে লিখিয়াছে—সে আমার সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছে; কিন্তু এখনও সেই ভ্রম সংশোধনের উপায় আছে। সে আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না. সম্বন্ধ ভঙ্গ করিল। (broke off the engagement.) সে আর এখানে থাকিবে না, স্থানান্তরে যাইতেছে; আমি যেন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করি। আমি যেন তাহাকে ভুলিয়া যাই—ইহাই তাহার অনুরোধ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি সোজা তাহার বাসায় গিয়াছিলেন?”

জ্যাক বলিল, “হাঁ নিশ্চয়ই গিয়াছিলাম, কেন যাইব না? আমার মনের কষ্ট আপনি কি বুঝিবেন গোয়েন্দা সাহেব! আমি গিয়াছিলাম, কিন্তু যাওয়া নিষ্ফল হইল; সে তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। শুনিলাম কাল রাত্রে বাড়ীওয়ালীর পাওনা মিটাইয়া দিয়া ব্যাগ, বিছানা প্রভৃতি লইয়া তাহার বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা বাড়ীওয়ালী বলিতে পারিল না। সে তাহা জানিলে আমার নিকট গোপন করিত না। মিঃ ব্লেক, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। সে কি জন্য এখান হইতে পলায়ন করিল তাহা আমাকে জানিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার ওয়েষ্ট-কোটের নীচে যে দলা-করা চিঠির কাগজখানি পাইয়াছিলেন, সেই কাগজের কথা হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল। মিস গ্রেল যে

সেই কাগজখানি দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কাগজখানি জাবেজ নোল্যাণ্ডের সেক্রেটারীকে প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি তাহা বাহির করিয়া জ্যাক নোল্যাণ্ডের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন, "এই কাগজখানি দেখিয়া ইহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিবেন কি ?"

জ্যাক সেই নেকড়ের মাথা ও লাটীন বয়েৎটির দিকে দুই এক মিনিট তাকাইয়া থাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, এ কাগজ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।—এ কাগজে আমার কোন উপকার হইবে না; আপনি যদি দয়া করিয়া মিস্ গ্রেলকে খুঁজিয়া বাহির করেন—তাহা হইলেই আমার প্রাণরক্ষা হইবে।"—সে কাগজখানি মিঃ ব্লেককে ফেরত দিল।

মিঃ ব্লেক কাগজখানি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "আপনার প্রাণরক্ষা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হইব; কিন্তু আপনার প্রণয়িনীকে নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির করিব—এরূপ অঙ্গীকার করা আমার অসাধ্য। আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—সে স্বেচ্ছায় স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে; বিশেষতঃ, আপনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করেন—এজন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়াছে।"

জ্যাক বলিল, "কিন্তু ইহা তাহার অন্তরের কথা নহে—এ রকম কঠিন কথা সে লিখিতেই পারে না; আমার বিশ্বাস, কেহ তাহাকে ঐ কথা লিখিতে বাধ্য করিয়াছে; পত্রখানি সে আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় লিখিয়াছে। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে।"

ইন্স্পেক্টর হারিজ্ বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের নিকট দরখাস্ত করেন—তাহা হইলে মিস্ গ্রেলকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব—এ কথা বলাই বাহুল্য। আপনার পিতা যে দিন অদৃশ্য হইলেন, ঠিক

সেই দিনই তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীও ফেরার্—এ খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমিও ত ঐ কথাই বলিতেছিলাম; তা ছোট কর্ত্তা চটিয়াই আগুন! ভাবিলেন, আমি অভদ্র রসিকতা করিয়াছি! পুলিশের ত আর কাজ নাই—তাহারা শুধু ভদ্রলোকের সঙ্গে রসিকতা করিয়াই গবর্মেণ্টের টাকা খায়।"

জ্যাক বলিল, "আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি—কর্ত্তার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সহিত ময়ার পলায়নের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, আমি যে সকল কথা বলিলাম—তাহা আপনারা গোপনীয় মনে করিয়া চাপিয়া রাখিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আমরা পুলিশের লোক, ভদ্রলোকের গুপ্ত কথা আমরা যেমন চাপিয়া রাখিতে জানি—অন্যের তাহা অসাধ্য। প্রত্যহ কত ভদ্র ঘরের কলঙ্ক-কাহিনী আমাদিগকে চাপিয়া রাখিতে হয়—তাহা বাহিরের লোকের ধারণা করিবার শক্তি নাই। কিন্তু এ যে কি ব্যাপার—ইহার ল্যাজা-মুড়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! (if I can make head or tail of this buseness.) পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল, আর তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টা না যাইতেই জাবেজ নোল্যাণ্ড বেমালুম ফেরার—এ বড়ই তামাসার ব্যাপার! (it is a mighty funny thing.) অথচ পল সাইনস্‌কে এ জন্য সন্দেহ করিব—তাহার উপায় নাই! পল সাইনস্ লণ্ডনে পৌঁছিয়া কখন কি করিয়াছে—তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পল সাইনস্‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার জন্য জাবেজ নোল্যাণ্ড যে পূর্ব্ব হইতেই মতলব ভাঁজিয়া এই কার্য্যটি করে নাই, ইহা সপ্রমাণ করা সহজ নহে। জাবেজ নোল্যাণ্ডের সহিত আমার যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল তাহা হইতে আমি সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম তাহাকে পল সাইনসের সম্মুখে পড়িতে না হয়—সে জন্য সে সকল রকম দুষ্কর্ম্ম করিতেই রাজী ছিল। এই বাড়ী হইতে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইবার এরূপ কোন পথ থাকিতে পারে—

যে পথের সন্ধান সে ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। সে পূর্ব্ব হইতেই পলায়নের ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখে নাই—ইহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে গোপনে অন্তর্দ্ধান করিলে তাহার পলায়নে কে বাধা দান করিবে? তবে পুলিশ যদি সন্দেহ করে তাহাকে কেহ কোন দুরভিসন্ধিতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা হইলেই পুলিশ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করে।"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "হাঁ, এইরূপ সন্দেহেই পুলিশ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিয়াছে। মিঃ নোল্যাণ্ড আমাকে টেলিফোনে বলিয়াছিলেন, পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করায় তাঁহার ধারণা হইয়াছে—সে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল না হইলে কি তিনি পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন? তিনি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনার পরই অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার শয্যায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন বর্ত্তমান, তাঁহার পিস্তলটি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিলেও তাহা তাঁহার জলের জগের ভিতর পাওয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় কিরূপে বুঝিব যে তিনি স্বেচ্ছায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে তাহার অন্তর্দ্ধান যে অত্যন্ত রহস্য-জনক ব্যাপার, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু সে স্বেচ্ছায় অন্তর্দ্ধান করে নাই—এই ধারণা উৎপাদনের জন্য স্বয়ং যে ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখে নাই—ইহা কি কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারে? যদি কেহ তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে কোন্ পথে এবং কি উপায়ে তাহাকে স্থানান্তরিত করিল—তাহা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন ইন্‌স্পেক্টর হারিজ্?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "এই কথাই আমি চিন্তা করিতেছিলাম। এই অট্টালিকা দুইটি পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমি উভয় পথেই প্রহরী মোতায়েন করিয়াছিলাম। তাহারা কাল রাত্রি এগারটা হইতে আজ সকালে সাতটা পর্য্যন্ত এই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল; প্রহরীদ্বয় শপথ করিয়া বলিয়াছে—তাহারা কোন লোককে ঐ সময়ের মধ্যে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেখে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু তথাপি জাবেজ নোল্যাণ্ড এই বাড়ী হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; তিনি কোন্ পথে কোথায় গিয়াছেন তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "বাড়ীর যে দুই দিকে পথ, সেই দুই দিক দিয়া তিনি বাহির হইলে প্রহরীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেন না; এইজন্য আমার অনুমান, এই বাড়ীর অন্য পাশের যে বাড়ীখানি ইহার সংলগ্ন, তিনি সেই বাড়ীতে কোন কৌশলে নীত হইয়াছেন। তিনি 'স্কাই-লাইট' খুলিয়া ছাদের উপর দিয়া সেখানে যাইতে পারেন; কারণ উভয় বাড়ীর ছাদের কিনারায় যে প্রাচীর আছে তাহা অধিক উচ্চ নহে; সুতরাং সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পাশের বাড়ীর ছাদে যাওয়া সহজ। কনষ্টেবল হেনিস ঐ দিকের পথে পাহারায় ছিল; সে বলিতেছিল—গতরাত্রে কয়েকখানি 'কার' পাশের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং সেই সকল গাড়ীতে কয়েকজন লোক ঐ বাড়ী হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে মিঃ নোল্যাণ্ডও ছিলেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "পাশের ঐ বাড়ীতে কে বাস করে?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "পাশের বাড়ী কাহার, তাহা আমার জানা নাই; তবে তাহা জানিয়া লওয়া কঠিন নহে। আমি স্থির করিয়াছি—আর বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঐ বাড়ীখান খানাতল্লাস করিব। মিঃ কুট্‌স, এ সম্বন্ধে আপনার কি মত? আপনি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ইন্‌স্পেক্টর হারিজের প্রস্তাব শুনিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না, এবং 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলিলেন না। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মিঃ নোল্যাণ্ডের শয়ন-কক্ষের দ্বার জানালা বন্ধ থাকিলেও তিনি 'স্কাই-লাইটে'র ভিতর দিয়া ছাদে উঠিয়া পাশের বাড়ীর ছাদে যাইতেও পারেন, এবং সেখান হইতে নামিয়া সেই মোটর-কারে তাঁহার অন্তর্দ্ধান করা অসম্ভব না হইতেও পারে; যদি সেই পথে অদৃশ্য হইয়া থাকেন—তাহা হইলে পাশের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আপনি কি ফল লাভ করিবেন? আর আপনি ঐ বাড়ীর তল্লাসী-

পরোয়ানাই বা কোথায় পাইবেন? আপনার সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভদ্রলোকের বাড়ী-তল্লাসীর পরোয়ানা মঞ্জুর করিবেন—এরূপ আশা করা যায় না।"

ইন্স্পেক্টর হারিজ্ বলিলেন, "তল্লাসী-পরোয়ানা নাই বা পাইলাম? একটু কড়া মেজাজে ধমক দিয়া এরূপ স্থলে কার্য্যসিদ্ধি করাই আমাদের দস্তুর। সকল সময় আইন মানিয়া কাজ করিতে হইলে কি পুলিশ কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে? নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইয়া আমাদিগকে অনেক সময় অনেক কাজ করিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইবে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ ভার যখন আপনার, তখন আপনি যাহা খুসী করিতে পারেন। আপনি পাশের বাড়ীর মালিকের কাছে ঐ বাড়ী খানা-তল্লাসের দাবী করিলে সে হয় ত আপনার দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। যাহা ভাল মনে হয় করুন।—ও কি ব্লেক! বাড়ী চলিলে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুরোধে এখানে আসিয়াছিলাম, তোমার সকল কথাই শুনিলাম; এখানে আমার আর কোন কাজ নাই, অথচ বাড়ীতে অনেক কাজ ফেলিয়া আসিয়াছি। এখানে আর বসিয়া থাকিয়া লাভ কি!—প্রয়োজন হইলে এ সকল ব্যাপারে আমার অপেক্ষা স্মিথ তোমাদিগকে অধিক সাহায্য করিতে পারিবে। তবে আমি ইন্স্পেক্টর হারিজকে এই উপদেশ দিতে পারি যে, তিনি পাশের বাড়ী খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে যেন যথারীতি তল্লাসী-পরোয়ানা সংগ্রহ করেন; আমার অনুমান, নোলাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহাই ঠিক পথ।"

কিন্তু ইন্স্পেক্টর হারিজ্ মিঃ ব্লেকের ন্যায় বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভের উপদেশ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। তিনি পাশের বাড়ী খানাতল্লাসের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা না করিয়া নিজের দায়িত্বেই সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিবেন স্থির করিলেন, এবং পুলিশ-সুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।—তখন একখানি বহুমূল্য মোটর-কার সেই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

একটি প্রৌঢ় ভৃত্য সেই অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া দিল। সে দ্বার-প্রান্তে ইন্‌স্পেক্টর হারিজকে দণ্ডায়মান দেখিল; কিন্তু তিনি ইন্‌স্পেক্টরের পোষাকে সজ্জিত থাকিলেও ভৃত্যটি তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ গরম হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই আমি এই বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিব; তাহাকে সংবাদ দাও।"

ভৃত্য অবজ্ঞা ভরে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার মনিবের সহিত আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "প্রয়োজন? পুলিশ কি বিনা-প্রয়োজনে কোথাও কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যায়? আমি এই বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছি।—মিঃ জাবেজ নোল্যাণ্ড পাশের বাড়ীতে বাস করিতেন, কাল তিনি হঠাৎ সন্দেহজনক ভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন। আমি তদন্তের জন্য আসিয়াছি, এবং এই বাড়ী খানাতল্লাস করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি।"—ইন্‌স্পেক্টর এরূপ উচ্চৈঃস্বরে এবং উদ্ধত ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা জাবেজ নোল্যাণ্ডের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়াই এই সকল কথা সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টরকে আর কোন কথা বলিতে হইল না; কারণ সেই মুহূর্ত্তেই সেই অট্টালিকার হল-ঘরের দ্বারে দুইজন ভদ্রলোকের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা উভয়ে গল্প করিতে করিতে হল-ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই পরিচ্ছদ বহুমূল্য, এবং বেশ ভূষা দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের এক জনের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর; দীর্ঘ দেহ, মুখে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাঁহার সঙ্গীর বয়স কিছু অধিক, তবে পঞ্চাশের কম দেখায়। তিনি খর্ব্বকায়, মাথার চুল কিছু কিছু পাকিয়াছিল; দেখিলে মনে হয় যৌবনের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি শিথিল হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর হারিজের স্থূলদেহ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি গাল চুলকাইতে চুলকাইতে অস্ফুটস্বরে ব্লেককে বলিলেন, "আমি

বোধ হয় এই দুইজন ভদ্রলোককে চিনি। হাঁ, চেনা মুখ বলিয়াই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক তাঁহাদিগকে দেখিয়া চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, “হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই ইঁহাদিগকে চেন, বরং চিনিতে না পারাই বিস্ময়ের বিষয়! ঐ দীর্ঘদেহ গম্ভীরাকৃতি যুবকটি নবনিযুক্ত হোম সেক্রেটারী মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েট; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বিখ্যাত কে, সি, মিঃ লাটিমার বিগ্‌স।—একজন হোম সেক্রেটারী, আর একজন রাজার ব্যবস্থাপক। আমাদের বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর হারিজ মহা দম্ভভরে সিংহের গুহাদ্বারে উপস্থিত! বেচারা চাকরটাকে খুব লম্বা লম্বা বচন ঝাড়িতেছিল, এখন?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে বলিলেন, “সর্ব্বনাশ! ইন্‌স্পেক্টর হারিজ একেবারে তোপের মুখে গিয়া পড়িয়াছে! ভাগ্যে আমি উহার অনুরোধে সম্মত হইয়া উহার সঙ্গে যাই নাই। পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, ঐ বাড়ী খানাতল্লাস করিতে যাইবে, বা সে কথা বলিতে সাহস করিবে? হাঁ, উনিই নূতন হোম সেক্রেটারী, আমি উঁহাকে দুই তিন বার মাত্র দূর হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ঠিক চিনিয়াছি। উনি ত কার্টন স্কোয়ারে থাকেন না। তবে উঁহাকে ও বাড়ীতে দেখিতেছি কেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নূতন হোম সেক্রেটারী কার্টন স্কোয়ারে বাস করেন না বটে, কিন্তু লাটিমার বিগ্‌স নিশ্চয়ই এখানে বাস করেন। তুমি বুঝি কোন দিন উঁহাকে কোন সাক্ষীর জেরা করিতে দেখ নাই? কোন সাক্ষী উঁহার পাল্লায় পড়িলে সে বেচারাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হয়! বেচারা হারিজের জন্য আমার বড় দুঃখ হইতেছে। উহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, এখনই উহার মূর্চ্ছা না হয়!”

বাস্তবিকই ইন্‌স্পেক্টর হারিজের মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন মাটির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, ‘মা, তুমি হা করিয়া আমাকে গ্রাস কর।’ (as though he was longing for the ground to open and swallow him up.) মিঃ লাটিমার বিগ্‌স ইন্‌স্পেক্টর হারিজকে টুপি হাতে

লইয়া বহির্দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া মৃদু হাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; সেই হাসি কিরূপ সাংঘাতিক, ইন্‌স্পেক্টর হারিজের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সেই হাসি দেখিয়া ও তাঁহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপপূর্ণ আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর হারিজের হাতীর মত প্রকাণ্ড দেহ যেন আধখানা হইয়া গেল! (seemed to have shrunk to half his normal size.) তিনি কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু লাটিমার বিগ্‌স তাঁহার মুখের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, হোম সেক্রেটারীর সহিত গল্প করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; তাঁহাকে কোন কথা বলিলেন না। সোফেয়ার তৎক্ষণাৎ গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল। তাঁহারা প্রস্থান করিলে ভৃত্য ইন্‌স্পেক্টর হারিজের মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ইন্‌স্পেক্টর পশ্চাতে চাহিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়া, অপদস্থ হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন না, ধীর পদবিক্ষেপে সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিলেন, এবং হঠাৎ থামিয়া সিঁড়িতে রক্ষিত ফুলগাছের টব হইতে কি যেন কুড়াইয়া লইবার জন্য সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঠিক সেই সময় তাঁহার পাশে আসিতেই ইন্‌স্পেক্টর হারিজ তৎক্ষণাৎ সেই জিনিসটি মুঠায় পুরিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর হারিজের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম মনে হইতেছে ইন্‌স্পেক্টর! ঐ মরদ দুটি কে, চিনিতে পারিয়াছেন কি? একজন হোম সেক্রেটারী স্বয়ং; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজার ব্যবস্থাপক লাটিমার বিগ্‌স—যিনি এজলাসে দাঁড়াইয়া জেরার চোটে আপনাদের বড় কর্ত্তার পর্য্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে শর্ষের ফুল ফুটাইয়া থাকেন!—এইখানেই উঁহার বাস, উনিই এই বাড়ীর মালিক; বাড়ী খানাতল্লাস করিবেন না?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ভায়া বোধ হয় তল্লাসী-পরোয়ানার অভাবে কেবল ধমক দিয়া এখানে কার্য্যসিদ্ধির মতলব ত্যাগ করিয়াছেন। ধমকে যেখানে কার্য্যসিদ্ধি হয়—এ সেরূপ স্থান নয়, তাহা কি উনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবং এরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটও এদেশে নাই,—যিনি কোন

ইন্‌স্পেক্টরকে রাজার ব্যবস্থাপকের বাড়ী খানাতল্লাসের আদেশ প্রদান করিতে বাজী হইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "কাল রাত্রে এই বাড়ীর দরজায় অনেকগুলি মোটর-কার আসিয়াছিল—ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। উঁহাদের কথা শুনিয়া বুঝিলাম—লাটিমার বিগ্‌স কাল রাত্রে এখানে প্রীতি-ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন; হোম সেক্রেটারী এবং আরও অনেকে ভোজন করিতে আসিয়াছিলেন। আমার কনষ্টেবল তাঁহাদেরই গাড়ী দেখিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল—এ কথা বলিলে লোকে আপনাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে।—সুতরাং তিনি নিজের ইচ্ছায় অদৃশ্য হউন, আর কেহ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাউক, তিনি অন্য কোন উপায়ে গৃহত্যাগ করিয়াছেন—ইহা আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ দিকের পথ একদম্ বন্ধ, তাহা বোধ হয় বুঝিযাছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ বলিলেন, "হাঁ সেই রকমই ত মনে হইতেছে; কিন্তু আমি সিঁড়ির উপর ফুলগাছের টবের ভিতর যাহা কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিলে আপনারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"—তিনি মুঠা খুলিয়া একখানি সাদা রেশমী রুমাল বাহির করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর হারিজের হাত হইতে রুমালখানি লইয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিন জাবেজ নোলাণ্ডের সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাহাকে সেইরূপ রুমালে মুখ মুছিতে দেখিয়াছিলেন; সেই রুমালে যে এসেন্সের সৌরভ ছিল—এই রুমালখানিতেও সেই সৌরভ; এতদ্ভিন্ন রুমালের এক কোণে দুইটি হরফ লেখা ছিল—জে, কে.। ইহা যে জাবেজ নোল্যাণ্ডের নামের আদ্যাক্ষর এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টর হারিজ মিঃ ব্লেককে রুমালখানির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "উহা জাবেজ নোল্যাণ্ডের রুমাল—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু উহা লাটিমার বিগ্‌সের বহির্দ্বারের সিঁড়ির ফুলগাছের টবে কোথা

হইতে আসিল ? রুমালখানি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—উহা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ওখানে পড়িয়াছিল। উহার সুবাস এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই সাদা রেশমী রুমালখানি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ! তাহা যে জাবেজ নোল্যাণ্ডের রুমাল—এ বিষয়ে তাঁহারও সন্দেহ রহিল না ; কিন্তু তাহা সেখানে ফুলগাছের টবে কিরূপে আসিল ইহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “আমার অনুমান, উহা কোন রকমে উড়িয়া আসিয়া ওখানে পড়িয়াছিল। জানালা হইতে উড়িয়া আসা অসম্ভব নহে। হয় ত তিনি রুমালখানি উড়াইয়া কাহাকেও সঙ্কেত করিতেছিলেন—সেই সময় হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। আমার মনে হয়, মিঃ নোলাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ সাধারণ ভাবে ‘রিপোর্ট’ করাই সঙ্গত ; এই সংবাদ শুনিয়া হুজুগবাগীশ সংবাদপত্র-মহলে নানাপ্রকার গবেষণা ও আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে ; কিন্তু উপায় কি ? মিঃ নোল্যাণ্ড কোথায় কিরূপে অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহা স্থির করিতে না পারিলে আমরা এই তদন্ত-কার্য্যে কিরূপে হস্তক্ষেপণ করিব ? আমার বিশ্বাস, মিঃ ব্লেকের অনুমানই সত্য ; মিঃ নোল্যাণ্ড পল সাইনসের ভয়ে এ রকম কোন স্থানে লুকাইয়াছেন যে, কেহ তাঁহার সন্ধান জানিতে পারে—ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।”

কিন্তু মিঃ ব্লেক যে ঠিক এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—এ কথা সত্য নহে। বরং পল সাইনসের মুক্তিলাভের সহিত মিঃ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সংস্রব ছিল—ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিন মিঃ ব্লেক পল সাইনসের সঙ্গে লণ্ডনে আসিলে পল সাইনস্ তাঁহাকে বলিয়াছিল—শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাহার সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। যদিও সে জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে কোন কথা বলে নাই বটে, কিন্তু সে এরূপ কোন বে-আইনী কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল—মিঃ ব্লেক যাহার প্রতিকূলাচরণে বাধ্য হইবেন। বিশেষতঃ, সে যত দিন কারাগারে ছিল—তত দিন জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রতি তাহার কি ভীষণ আক্রোশ ছিল—প্রতিবৎসর ২৩এ মার্চ্চ জাবেজ নোল্যাণ্ডের নিকট প্রেরিত পোষ্টকার্ডগুলিই তাহার প্রমাণ। এই সকল কারণে মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল জাবেজ নোল্যাণ্ডের

অন্তর্দ্ধানের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, পল সাইনসের সংস্রব ছিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে সম্মত হইলেন না; জাবেজ নোল্যাণ্ডের সেক্রেটারী মিস্ গ্রেলের অন্তর্দ্ধান-রহস্যভেদের জন্যই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ হইল। জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার কার্টন স্কোয়ারের ভবন হইতে যেদিন অদৃশ্য হইল, মিস্ গ্রেলও ঠিক সেই দিন তাহার বাসা হইতে অন্তর্দ্ধান করায়, ব্যাপারটি জটিল রহস্যময় বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল। উভয়ের অন্তর্দ্ধানের সহিত কোন সংস্রব আছে কি না তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বেকার ষ্ট্রীটে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, "মিস্ গ্রেল গতকল্য অপরাহ্ণে যে চিঠির কাগজখানি পাইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই সে অন্তর্দ্ধানের সঙ্কল্প করিয়াছিল; তাহার মনিবের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার পলায়নের কোন সম্বন্ধ নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, সেই কাগজখানিতে নেকড়ে বাঘের মস্তক অঙ্কিত দেখিয়া, সে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল কেন? সে জ্যাক নোল্যাণ্ডকে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিল, এবং চাকরী ছাড়িয়া সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল; কোথায় পলায়ন করিল—তাহাও কাহাকেও জানিতে দিল না!—ইহারই বা কারণ কি? ইন্‌স্পেক্টর হারিজের সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে, সত্য না হইতেও পারে। কিন্তু মিস্ গ্রেল জাবেজ নোল্যাণ্ডের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ষোল বৎসর পূর্ব্বের সংবাদপত্র খুলিয়া পল সাইনসের মামলার বিবরণটি পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। এই বিবরণ তিনি পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি বিষয় পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিলেও এবার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সুপ্রসিদ্ধ কৌন্সিলী মিঃ লাটিমার বিগস্ পল সাইনসের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিচারালয়ে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, বিচারের পরও পল সাইনসের দণ্ডাদেশ শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ

করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন—বিচারক নিরপরাধের প্রতি কঠোরতম দণ্ডবিধান করিয়া সুবিচারের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। পল সাইনস্ স্টুট স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে নাই; বিচারক তাহাকে শাস্তি দিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন।

এই ঘটনার ষোল বৎসর পরে হোম সেক্রেটারী পল সাইনসের মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করিলেন। যে দিন তিনি তাহার মুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন রাত্রে তিনি মিঃ লাটিমার বিগ্‌সের বাড়ীতে খানা খাইয়া আসিয়াছেন। যে বাড়ীতে আসিয়া তিনি সেই রাত্রে খানা খাইয়াছেন—সেই বাড়ীর পাশের বাড়ী হইতে ঠিক সেই রাত্রেই জাবেজ নোল্যাণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে, এবং তাহার রুমাল লাটিমার বিগ্‌সের বাড়ীর সিঁড়িতে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।—এই সকল ঘটনার মধ্যে কি কোন যোগ-সূত্র নাই? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এই সকল ঘটনা অত্যন্ত সন্দেহজনক, এবং ইহা প্রকাশিত হইলে সাধারণে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিবে তাহা লাটিমার বিগ্‌স বা হোম সেক্রেটারীর প্রীতিকর হইবে না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এই রহস্য ভেদের চেষ্টা করিলে অনেক গুপ্তকথা প্রকাশিত হইতে পারে।"

মিসেস্ বার্ডেল সেই মুহূর্ত্তে দুইখানি পত্র লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক পত্র দুইখানি লইয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিলেন—একখানি পত্র একজন পুস্তকবিক্রেতার দোকানের নব-প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা। দ্বিতীয় পত্রখানি তাঁহার বন্ধু মিঃ ট্রুমেন লিখিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক ট্রুমেনকে পূর্ব্বদিন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা সেই পত্রের উত্তর।

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহাতে লেখা ছিল,—"প্রিয় ব্লেক, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের অবসর না পাইলেও তোমার প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর দিতে পারি—আমার এটুকু অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যে কুলচিহ্নের প্রতিকৃতি পাঠাইয়াছ তাহা নর্ম্মানবংশীয় কোন প্রাচীন পরিবারের কুলচিহ্ন। এই বংশ সাইনস-বংশ বলিয়া এদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত। বর্ত্তমান কালে এই সাইনস্ বংশের প্রধান ব্যক্তির নাম পল গাইজ সাইনস্।

পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে এই ব্যক্তির খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ গৌরব অসামান্য ছিল ; কিন্তু হঠাৎ তাহাকে নরহত্যার অভিযোগে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। আমি জানিতাম তাহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পল সাইনস্ নরহত্যাপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইলে তাহার পুত্রকন্যাগণ কোথায় গিয়াছিল, বা কি ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহারা এখনও জীবিত আছে কি না—তাহা আমার অজ্ঞাত ; তবে যদি তাহা জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে আমাকে জানাইবে। আমি সন্ধান লইয়া তোমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব ; কিন্তু ঐ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে বোধ হয় কিছু সময় লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক এই পত্রে যে সংবাদ জানিতে পারিলেন—তাহাই যথেষ্ট মনে করিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। উৎসাহে তিনি সোজা হইয়া বসিয়া জোরে জোরে পাইপ টানিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "চিঠির কাগজে যে নেকড়ের মাথার ছবি দেখিয়া জাবেজ নোল্যাণ্ডের সেক্রেটারী মিস্ ময়া গ্রেলের মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই ছবি পল সাইনসের কুল-চিহ্ন! ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে কয়েদী পার্কমুরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ষোল বৎসর পরে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহার কুল-চিহ্নের ছবি সেই দিনই মিস গ্রেলের হস্তগত হইবার কারণ কি? আর তাহা দেখিয়া সে হঠাৎ ওভাবে মূর্চ্ছিত হইল কেন?

"আমার বিশ্বাস, পারিবারিক 'মটো' ও কুল-চিহ্নাঙ্কিত চিঠির কাগজখানি জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্ গ্রেলের নিকটেই প্রেরিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া কোন কারণে হঠাৎ মনে আঘাত পাওয়ায় তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। তাহার পর সে ও তাহার মনিব প্রায় একই সময়ে অদৃশ্য হইয়াছে।"

এই পত্র পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান-রহস্যের সহিত তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ময়া গ্রেলের সংস্রব আছে ; কিন্তু ময়া গ্রেল কি ভাবে এই ব্যাপারের সহিত বিজড়িত, তাহা তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস্ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া জাবেজ নোল্যাণ্ডকে কোন কৌশলে তাহার শয়নকক্ষ হইতে অপহরণ করিয়া

থাকিবে; কিন্তু ময়া গ্রেলের সহিত পল সাইনসের সম্বন্ধ কি ? পল সাইনস্ তাহার নিকট নিজের কুল-চিহ্নাঙ্কিত চিঠির কাগজ কি উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিল ? সেই কাগজে কিছুই লেখা ছিল না; তথাপি তাহা দেখিয়া ময়া গ্রেল কিজন্য বিহ্বল হইয়াছিল ?—মিঃ ব্লেক এই সকল রহস্যের কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধুর পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।—"তাহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পল সাইনস্ নরহত্যাপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইলে তাহার পুত্রকন্যাগণ কোথায় গিয়াছিল বা কি ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহারা এখনও জীবিত আছে কি না তাহা আমার অজ্ঞাত।"—এই কথাগুলি পাঠ করিয়া তিনি যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আলোক-শিখা দেখিতে পাইলেন। তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "পল সাইনসের সাত পুত্র—তাহারা এখন কোথায় ? তাহারা জীবিত আছে কি না অনুমান করা আমার অসাধ্য হইলেও আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি ময়া গ্রেলই পল সাইনসের সেই কন্যা; আমার এই অনুমান নিশ্চয়ই মিথ্যা নহে। ময়া গ্রেল পল সাইনসের কন্যারই ছদ্মনাম। সে তাহার পিতার প্রেরিত চিঠির কাগজে পারিবারিক আদর্শ-বাণী ও কুল-চিহ্ন দেখিবামাত্র তাহা চিনিতে পারিয়াছিল; এবং তাহার পিতাই তাহা পাঠাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; এই কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাহার মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন—পল সাইনস্ কারাগারে প্রবেশ করিয়াই জাবেজ নোল্যাণ্ডকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার ফন্দী আঁটিয়াছিল, এবং কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার সেই সঙ্কল্প ক্রমেই প্রবল ও দৃঢ় হইয়াছিল। সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি তাহারই ইচ্ছানুসারে তাহার কন্যা জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়াছিল ?—না, অভাবে পড়িয়া তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে জাবেজ নোল্যাণ্ডের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল ?—পিতার মুক্তির পর শত্রুধ্বংসে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে—এই আশায় যদি সে জানিয়া-

শুনিয়া, দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া পিতৃশত্রুর প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ গ্রহ করিয়া থাকে—তাহা হইলেও তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

কিন্তু এই দুর্ভেদ্য রহস্যভেদ করা অতীব দুরূহ বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধার হইল। জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান যদি পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের ফল হয়—তাহা হইলে সাইনস্ তাহাকে কি কৌশলে কোথায় সরাইয়াছিল, এবং ময়া গ্রে তাহার কন্যা হইলে সে-ই বা কি উপায়ে তাহার সঙ্কল্প সাধনে সহায়ত করিয়াছিল?

মিঃ ব্লেক এই সকল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে বলিলেন "কিন্তু একটা কথা স্থির।—ময়া গ্রেল পল সাইনসের নিকট হইতে কুল-চিহ্নাঙ্কি চিঠির কাগজখানি পাইয়াছিল—তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহার হস্তগ হইয়াছিল। সেই কাগজে 'মটো' ভিন্ন কিছুই লেখা ছিল না; তথাপি কাগজখানি কি উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল কিন্তু যদি সে জ্যাক নোল্যাণ্ডকে সত্যই আন্তরিক ভালবাসিয়া থাকে—তাহা হইলে সে যে বাপের খাতির করিয়া বা তাহার মনোরঞ্জনের জন্য প্রণয়ীর অনিষ্ট চেষ্ট করিবে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। সে তাহার পিতৃ-শত্রুর পুত্রের প্রণয়-পাশে আব হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে তাহার পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন—এই ভয়ে যদি সে জ্যাকের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সে জ্যাককে সত্যই ভালবাসে না; কিন্তু জ্যাককে ভালবাসে বলিয়া, পিতা ক্রোধের ভয়ে সে যদি অদৃশ্য হইয়া থাকে—তাহা হইলে পল সাইনস্ও তাহা সন্ধান পাইবে না। কিন্তু জ্যাককে সে প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র লিখিল কেন, তাহা সন্ধানে বিরত হইতেই বা অনুরোধ করিল কেন? ইহা কিরূপ প্রণয়-নিদর্শন—কখন বিবাহ করিলাম না, নারীর হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণ করা আমা অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক তাম্রকূট-ধূমে সেই কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্ট ধরিয়া কত কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন! হঠাৎ সাইনসের সাত পুত্রের কথ তাঁহার স্মরণ হইল।—তিনি মনে মনে বলিলেন, "এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে

াহারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে; তাহাদের কে কোথায় আছে, কি করিতেছে—জানিতে আগ্রহ হয়। টিমেন তাহাদের কোন সংবাদ অবগত নহে। তাহারা এ দেশ ত্যাগ করিয়াছে, কি এ দেশেরই বিভিন্ন অংশে ছদ্ম-নামে বাস করিতেছে—তাহা জানিবার উপায় নাই। বোধ হয় পিতার কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাহার সকলেই অত্যন্ত লজ্জিত; কিন্তু যদি তাহারা জীবিত থাকে—তাহা হইলে পল সাইনস্ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহার কন্যাকে যে ভাবে সংবাদ দিয়াছে, সেই ভাবে তাহাদিগকেও সংবাদ দিয়া থাকিবে। নেকড়ে বাঘের মাথার ছবিটা পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি? যুদ্ধ-ঘোষণার উদ্দেশ্য, কি রুট স্যাণ্ডার্সের হত্যার অভিযোগে যাহারা তাহাকে কঠোর দণ্ডভোগে বাধ্য করিয়াছিল—তাহাদের ধ্বংশের জন্য সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্য—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!—যাহা হউক, ইন্স্পেক্টর কুট্সকে ডাকিয়া তাহাকে পল সাইনসের সাত পুত্রের কথা বলিতে হইবে; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে রহস্যভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে; কিন্তু তাহারা যদি ছদ্মনামে নানা স্থানে বাস করিতে থাকে—তাহা হইলে তাহাদের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইবে।"

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন—সেই সময় টেলিফোনে ঝন্-ঝন্ শব্দ আরম্ভ হইল। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—ইন্স্পেক্টর কুট্স কোন কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি উঠিয়া গিয়া টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইলেন; কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুট্সের বাসভ-কণ্ঠসুলভ নীরস ও কর্কশ কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তে যে কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল—তাহা কোন বিপন্না ত্রস্তা নারীর উদ্বেগবিহ্বল ব্যাকুল কণ্ঠস্বর!

"মিঃ ব্লেক!—আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কে তুমি? কি চাও?"

নারীকণ্ঠে উত্তর হইল, "মিঃ ব্লেক, দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন। আপনাকে আমার একটি সামান্য অনুরোধ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কে তুমি? তোমার কি কোন পরিচয় নাই?"

উত্তর হইল, "আমি কে—তাহা না জানিলেও আপনার কোন ক্ষতি নাই, আপনি দয়া করিয়া মিঃ নোল্যাণ্ড—জ্যাক নোল্যাণ্ডকে একটি সংবাদ দিবেন; আমি জানি আপনি তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতেই দেখিয়াছিলেন; আজ সকালে আপনি পুনর্ব্বার সেখানে গিয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারিয়াছি।—আপনি কি আমার কথা শুনিতেছেন, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক আগ্রহ ও কৌতূহলভরেই তাহার কথা শুনিতেছিলেন। রমণীর কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন; কারণ তিনি অনুমান করিলেন—এই নারী মিস্ ময়া গ্রেল—জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী!

নবম পর্ব্ব

স্মিথের দৌত্য

মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল—জাবেজ নোল্যাণ্ডের পলাতকা, সেক্রেটারীই টেলিফোনে তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিতে আসিয়াছে। তিনি সেই দিন প্রভাতে নোল্যাণ্ডের কার্টন স্কোয়ারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, এই সংবাদ সে ভিন্ন অন্য কোন নারীই জানিত না। আর কে-ই বা জ্যাক নোল্যাণ্ডের নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিবে?—তথাপি সে সত্যই ময়া গ্রেল কি না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ স্মিথকে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। স্মিথ তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইয়া অন্য একটি টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে আর একটি টেলিফোন বসাইয়া লইয়াছিলেন। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে একই সময়ে দুইটি টেলিফোন ব্যবহার করিতে হইত, এই জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্মিথ মিঃ ব্লেকের অভিপ্রায় অনুসারে সেই টেলিফোনের 'অপারেটর'কে জিজ্ঞাসা করিল—যে ব্যক্তি অন্য টেলিফোনে মিঃ ব্লেকের সহিত কথা কহিতেছে—সে কোথা হইতে তাহাকে টেলিফোন করিতেছে?

ওদিকে মিঃ ব্লেক রমণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমার কথা শুনিতেছি। তুমি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর; আমার টেলিফোনের তার টেবিলের পায়ায় জড়াইয়া গিয়াছে, তাহা খুলিয়া লই।"

অনন্তর তিনি স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন, স্মিথ বলিল, "এজ্‌অয়ার-রোড ষ্টেশনের 'কল-বক্স' হইতে আপনাকে টেলিফোন করিতেছে কর্ত্তা!—কে সে? পুরুষ না নারী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নারী, সুন্দরী এবং তরুণী ; শীঘ্র তাহার অনুসরণ কর।"

স্মিথকে আর কোন কথা বলিতে হইল না ; সে তৎক্ষণাৎ টুপি মাথায় দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। রমণীকে কয়েক মিনিট 'কল-বক্সে' আটক করিয়া রাখিতে পারিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি রমণীকে বলিলেন, "তোমার কি নাম বলিলে ?—আমি ঠিক শুনিতে পাই নাই।"

রমণী বলিল, "আমি—আমি ত আপনাকে আমার নাম বলি নাই ! আমার নাম জানিতে না পারিলেও আপনার কোন ক্ষতি নাই ; আমি মিঃ নোল্যাণ্ডকে একটি সংবাদ জানাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোল্যাণ্ড ? কোন্ নোল্যাণ্ড ? নোল্যাণ্ড যে দুই জন আছে।"

রমণী অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, নোল্যাণ্ড দুই জন আছে তাহা জানি। কিন্তু আপনি ত জানেন জাবেজ নোল্যাণ্ড নিরুদ্দেশ হইয়াছেন ; তবে দুই নোল্যাণ্ডের কথা কেন বলিতেছেন ? আমি জাবেজ নোল্যাণ্ডের পুত্র জ্যাকের কথা বলিতেছি। মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করুন। তাঁহাকে সতর্ক করিবেন, বলিবেন—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর—আমি তোমার কথাগুলি কাগজে লিখিয়া লই।"—তিনি যতটুকু পারেন বিলম্ব করিবার ছল খুঁজিতে লাগিলেন।"

রমণী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "না মহাশয়, আমার কথা অধিক নহে ; লিখিয়া লইতে হয় এ রকম কোন কথা বলিব না। জ্যাক নোল্যাণ্ডের বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। আপনি তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে বলিবেন ; তিনি যেন যখন তখন যেখানে-সেখানে গিয়া বিপদে না পড়েন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিপদ ! কিরূপ বিপদ ?"

রমণী বলিল, "তাহা আমার অজ্ঞাত ; আমি যে কি বিপদে পড়িয়াছি তাহাই

জানি না! তবে এই মাত্র বলিতে পারি জ্যাক যে কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহারও তাহার পিতার মত অদৃশ্য হইবার ভয় আছে না কি?”

রমণী বলিল, “বোধ হয় আছে। আপনি তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে বলিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, বলিব; কিন্তু—”

রমণী আর কোন সাড়া দিল না; মিঃ ব্লেক তাহাকে ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন—সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে তখন প্রস্থান করিলেও—তাঁহার আশা হইল তিনি যে তিন মিনিট তাহাকে টেলিফোনের ঘরে (call-box) আটকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন—সেই তিন মিনিটের মধ্যেই স্মিথ তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিয়াছে।

বস্তুতঃ, স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশ পালনে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না। এই সকল কার্য্যে তাহার অসাধারণ উৎসাহ লক্ষিত হইত। সে তিন লাফে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল, তাহার পর হল-ঘরের বারান্দা হইতে তাহার মোটর-সাইক্ল লইয়া পথে আসিল, এবং সম্মুখের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সবেগে এজ্‌অয়ার-রোড অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহাকে সেইরূপ বেগে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া একজন কনষ্টেবল তাহার গতিরোধ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের সহকারী—ইহা বুঝিবামাত্র হাত নামাইল।

স্মিথ চলিতে চলিতে মনে মনে বলিল, “রমণী, সুন্দরী ও তরুণী!—কে সে? কর্ত্তা তাহার সন্ধান জানিবার জন্য এত ব্যস্ত হইলেন কেন?—এইও—তফাৎ!”—একটি বৃদ্ধ হঠাৎ তাহার সাইক্লের সম্মুখে পড়িতেই সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি পথের অন্য ধারে সরিয়া গিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল। স্মিথ তিন মিনিটের মধ্যে এজঅয়ার রোডের ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনে (underground station) উপস্থিত হইতেই একটি রমণীকে ষ্টেশনের বাহিরে যাইতে দেখিল। এই রমণী সুন্দরী, এবং তরুণীও বটে। সুতরাং তাহার ধারণা হইল—মিঃ ব্লেক তাহাকে এই রমণীরই অনুসরণে পাঠাইয়াছেন। স্মিথ সেই তরুণীর মুখে উৎকণ্ঠা ও অবসাদ পরিস্ফুট

দেখিল। তরুণী তৎক্ষণাৎ পথের অন্য ধারে গিয়া একখানি মোটর-কারে উঠিয়া বসিল

স্মিথ সেই 'কার' দেখিয়া এরূপ বিস্মিত হইল যে, তাহার সাইক্ল হইতে ঘুরিয়া পড়ে আর কি! ইহা সেই 'রোল্‌স রয়েস'—যে গাড়ীতে সে ও মিঃ ব্লেক পল সাইনসের সহিত লণ্ডনে আসিয়াছিল। এই তরুণী পল সাইনসের রোল্‌স রয়েসে! ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া স্মিথ স্তম্ভিতভাবে সেই গাড়ীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক যে তাহাকে এই যুবতীরই সন্ধানে পাঠাইযাছিলেন, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল। মুহূর্ত্তপরে সেই রোল্‌স রয়েস্ সবেগে হাইড পার্কের দিকে ধাবিত হইল। স্মিথও তাহার সাইক্লে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। রোলস্ রয়েস্ ক্রমে নাইট্‌স ব্রীজ, কেন্‌সিংটন হাইষ্ট্রীট, হ্যামারস্মিথ ব্রীজ অতিক্রম করিয়া পোর্টসমাউথের পথ ধরিল। তাহা যথাসম্ভব দ্রুতগতি চলিয়াও স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না; স্মিথ সমান বেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে কতদূর যাইতে হইবে, কেনই বা সে সেই তরুণীর অনুসরণ করিতেছে—তাহা বুঝিতে না পারায় বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। সে কেবল এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিল—সে যে যুবতীর অনুসরণ করিতেছিল—সে পল সাইনসের শকটের আরোহিণী। জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের সহিত পল সাইনসের সংস্রব আছে—এরূপ সন্দেহের কথাও সে শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু এই যুবতী মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে কি বলিয়াছিল—তাহা স্মিথ জানিতে পারে নাই। এই যুবতী কে, এবং কোথায় যাইবে—তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণের আদেশ করিয়াছিলেন। সে তাঁহার আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুবতীর অনুসরণ করিয়াছিল বটে; কিন্তু এই যুবতী যে জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্ ময়া গ্রেল, এবং সে তাহার মনিবের মত হঠাৎ তাহার বাসা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল—ইহা স্মিথের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

রোল্‌স রয়েস্ ক্রমে দীর্ঘপথ করিয়া রিপ্‌লে নামক স্থানে উপস্থিত হইল, এবং প্রধান পথ ছাড়িয়া পাশের একটি পথে প্রবেশ করিল। স্মিথ সেই গাড়ীর

অনুসরণ করিয়া সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইল। রোল্‌স রয়েস্‌ সেই অট্টালিকার দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

স্মিথ সেই দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল—সেই দেউড়ীর লৌহদ্বারে নেকড়ে বাঘের মস্তক অঙ্কিত আছে; এতদ্ভিন্ন লোহার রেলিংএর মধ্যে মধ্যে যে সকল স্তম্ভ ছিল—সেই স্তম্ভশ্রেণীর মাথায় এক একটি নেকড়ের মাথা, যেন সেগুলি দাঁত বাহির করিয়া আরক্তিম নেত্রে সেই অট্টালিকা পাহারা দিতেছিল! স্মিথ তাহার সাইক্ল হইতে নামিয়া দেউড়ীর মাথার দিকে দৃষ্টিপাত করিল,—দেউড়ীর মাথায় উজ্জ্বল পিত্তল-ফলকে লেখা ছিল—"গুহা।"—ইহা সেই অট্টালিকার নাম।

'রোল্‌স রয়েস্‌' সেই অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া থামিয়াছে দেখিয়া স্মিথ অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখানে পর্য্যন্ত ত আসিলাম, এখন আমার কর্ত্তব্য কি?—আর কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া দেখি;—যুবতী এই বাড়ীতেই থাকিবে, কি আবার কোথাও যাইবে—তাহা না জানিয়া এ স্থানে ত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। সাইনস্‌ এখানে নাই, সে এখনও গাওয়েলের হোটেলেই আছে।"

"না, সে আজ সকালে গাওয়েলের হোটেল হইতে এখানে আসিয়াছে।—আশা করি তুমি তোমার সাইক্লে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই লণ্ডন হইতে এতদূর বেড়াইতে আসিয়াছ স্মিথ!"—স্মিথের পশ্চাৎ হইতে কে এই কথা বলিল!

স্মিথ জানিত না পল সাইনস্‌ তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। হঠাৎ এই কথাগুলি শুনিয়া স্মিথ সবিস্ময়ে পশ্চাতে চাহিয়া পল সাইনস্‌কে দেখিতে পাইল। বৃদ্ধের মুখ ভাবসংস্পর্শহীন, কিন্তু গম্ভীর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। স্মিথ তাহার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কথা সরিল না। বৃদ্ধ তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিল; স্মিথের মনে হইল—তাহার সেই হাসি বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় তীব্র, এবং ক্রূরতাপূর্ণ।

স্মিথ পল সাইনস্‌কে সেখানে সেভাবে দেখিতে পাইবে, ইহা তাহার ধারণার অতীত। সে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব

করিতে লাগিল। সে কি বলিবে, কি করিবে—তৎক্ষণাৎ তাহা স্থির করিতে পারিল না।

পল সাইনস্ স্থির দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভয় পাইয়াছ? না, ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমার অসংযত কৌতূহল আমি মার্জ্জনা করিয়াছি; কারণ আমি জানি তুমি এ জন্য দায়ী নহ। আমার বিশ্বাস—তোমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন তুমি বেকার ষ্ট্রীটে ফিরিয়া যাইবে। তুমি আমার এই পত্রখানি তোমার মনিব মিঃ ব্লেককে দিলে বড়ই বাধিত হইব।"

পল সাইনস্ পকেট হইতে একখানি গালা-মোহরাঙ্কিত লেফাপা বাহির করিয়া স্মিথের হস্তে প্রদান করিল। লেফাপার উপর মিঃ ব্লেকের নাম ও ঠিকানা লেখা! স্মিথ পত্রখানি হাতে লইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই লেফাপার দিকে চাহিয়া রহিল। সাইনস্ কি সেই পত্রখানি তাহার মারফৎ মিঃ ব্লেকের নিকট পাঠাইবে বলিয়াই পকেটে করিয়া আনিয়াছিল? পল সাইনস্ কি সর্ব্বজ্ঞ?

পল সাইনস্ স্মিথের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার নিকট পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছ?—কিন্তু তুমি এখানে আসিতেছ তাহা আমি জানিতাম। তুমি ঠিক কোন্ সময় বেকার ষ্ট্রীট হইতে রওনা হইয়াছিলে, তাহাও আমি বলিতে পারি। সেখান হইতে তুমি এজ্‌অয়ার রোড-ষ্টেশনে কি জন্য কখন উপস্থিত হইয়াছিলে, তাহা পর্য্যন্ত আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি মিঃ ব্লেককে বলিতে পার—আমার 'কার' আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁহার দরজায় উপস্থিত হইবে।"

সাইনস্ আর কোন কথা না বলিয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; সেখান হইতে সেই অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দা কিছু দূরে অবস্থিত। সে গাড়ী-বারান্দা পার হইয়া সেই অট্টালিকার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইলে স্মিথের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তখনও তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধের কথায়, ব্যবহারে এবং ভাবভঙ্গিতে এরূপ কঠোরতা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, তাহা তাহার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছিল! তাহার মনে হইল—ষোল বৎসর কাল কারাগারের কঠোরতা সহ্য করিয়া মানবসুলভ সৎপ্রবৃত্তিগুলি তাহার হৃদয়

হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্রূরতা, সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা বিদ্বেষ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অতঃপর তাড়াতাড়ি বেকার ষ্ট্রীটে ফিরিয়া গিয়া মিঃ ব্লেককে সকল কথা বলিবার জন্য স্মিথের প্রবল আগ্রহ হইল। মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া কি মন্তব্য প্রকাশ করেন—তাহা শুনিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইয়াছিল। সে তাহার সাইক্লে উঠিয়া ফিরিয়া চলিল; কিন্তু সে প্রায় একশত গজ না যাইতেই তাহার সাইক্লেলের পশ্চাতের 'টায়ার' সশব্দে চুপসাইয়া গেল। ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সে সাইক্ল হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িল, এবং 'টায়ার' পরীক্ষা করিয়া দেখিল—একখানি ভাঙ্গা কাচে সাইক্লের চাকার রবারের স্থূল আবরণ বিদীর্ণ হইয়াছে।

স্মিথের মনে হইল—এই বিভ্রাটের জন্য সাইনস্ই দায়ী; তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য সাইনস্ই পথের সেই স্থানে ঐ ভাঙ্গা কাচখানি রাখিয়া গিয়াছিল! কিন্তু সে পরে বুঝিতে পারিল তাহার এই সন্দেহ অমূলক। যাহা হউক, সেই চাকা মেরামত করিতে তাহার কুড়ি মিনিট সময় বৃথা নষ্ট হইল; এজন্য তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। সে অসহিষ্ণু চিত্তে চাকা মেরামত করিয়া সাইক্লে উঠিয়া বসিবে—ঠিক সেই সময় সে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল,—যেন কেহ সেই দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছিল।—সে গাড়ীতে উঠিয়া-বসিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, যে তরুণীর অনুসরণে সে এজঅয়ার রোড-ষ্টেশন হইতে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিল—সেই তরুণীই দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতেছে! স্মিথ তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইল; তাহার পরিচ্ছদ বিশৃঙ্খল, মাথায় টুপি নাই, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ; যেন সে স্মিথকে কোন কথা বলিবার জন্যই দৌড়াইয়া আসিতেছিল। তাহাকে সেই ভাবে আসিতে দেখিয়া স্মিথ গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যুবতী তাহার নিকটে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।—স্মিথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

যুবতী অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিবেন? আমি যত শীঘ্র সম্ভব এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমি লণ্ডনে যাইতে চাই। আপনি যদি আমাকে আপনার সাইক্লে তুলিয়া-লইয়া নিকটস্থ রেল-ষ্টেশনে কি কোন বসের আড্ডায় পৌঁছাইয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে এই বিপন্না নারীর কি উপকার করিবেন তাহা আমার প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই।"

স্মিথ পরোপকারে কোন দিন কুণ্ঠিত হইত না; বিশেষতঃ, বিপন্না নারীর হিতের জন্য সে বিপদকে আলিঙ্গন করা শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। কোন নারী কোন দিন তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সে বুঝিতে পারিল পল সাইনসের সহিত এই যুবতীর কোন সম্বন্ধ আছে, এবং তাহার গাড়ীতে সে কিছুকাল পূর্ব্বে পল সাইনসের গৃহে গমন করিলেও, কোন কারণে ভয় পাইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এইজন্য স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল; কিন্তু তখন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। অধিক কথা বলিবার সময়ও ছিল না। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার পিঠের দিকে চড়িয়া বসুন, আশা করি কোন অসুবিধা হইবে না; আর বিলম্ব করিবেন না। আর এক কথা—আপনি লণ্ডনে যাইবেন বলিলেন; লণ্ডনের কোন অংশে যাইবেন?—কাহার বাড়ী?"

যুবতী বলিল, "আমি বেকার ষ্ট্রীটে যাইব। আশা করি তাহা আপনার গন্তব্য স্থান হইতে অধিক দূরে নহে।"

যুবতীর কথা শুনিয়া স্মিথ সবিস্ময়ে হা করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—সে কি শুনিতে কি শুনিয়াছে!—এই জন্য সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন বলিলেন?"

যুবতী বলিল, "লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটে; সেখান হইতে আপনার বাড়ীর দূরত্ব কি খুব বেশী?"

স্মিথ বলিল, "না, সেখান হইতে আমাকে দূরে যাইতে হইবে না; কিন্তু বেকার ষ্ট্রীটে আপনি কাহার বাড়ী যাইবেন? আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন?"

যুবতী সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন ?"

স্মিথ বলিল, "আমি জানি ; কারণ আপনি আজ বেলা একটার সময় এজঅয়ার রোড-ষ্টেশন হইতে টেলিফোনে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন ! সত্য কথা বলিতে কি, আপনি কে এবং কোথায় থাকেন তাহা জানিবার জন্যই আমি এখানে আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম।—আমার নাম স্মিথ ; আমি মিঃ ব্লেকের সহকারী।"

যুবতী স্মিথের কথা শুনিয়া যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল ; সে আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "আমার নাম ময়া গ্রেল ; অন্ততঃ কাল পর্য্যন্ত এই নামেই আমি পরিচিতা ছিলাম।"

স্মিথ অধিকতর বিস্ময়ে আবেগভরে বলিল, "আপনিই জাবেজ নোল্যাণ্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী ?—আপনিই ত হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন ? মিস্ গ্রেল, আপনি গাড়ীতে উঠিয়া ঠিক হইয়া বসুন। আমরা একদম্ বেকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইব। কর্ত্তা আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

স্মিথ মিস্ গ্রেলকে পশ্চাতে বসাইয়া তাহার আসনে উঠিয়া বসিল, এবং মনের আনন্দে মহাবেগে লণ্ডনের পথে ধাবিত হইল। সে যে ভার গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা আশাতীত ভাবে সফল হওয়ায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। যদিও সে মিস্ গ্রেলের নিকট অধিক কথা জানিতে পারিল না, তথাপি তাহার ধারণা হইল এই যুবতী মিঃ ব্লেককে জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানসম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন জ্ঞাতব্য সংবাদ দিতে পারিবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্মিথ বেকার ষ্ট্রীটে প্রত্যাগমন করিল। সে খিড়কীর পথে (back gate) আসিয়া সাইক্ল হইতে নামিয়া পড়িল, এবং ময়া গ্রেলের হাত ধরিয়া সযত্নে তাহাকে নামাইয়া লইল। অনন্তর সে সাইক্লখানি প্রাচীরের কাছে রাখিয়া মিস্ গ্রেলকে লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইল।

সেই কক্ষে তখন ইন্স্পেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক মিস্ গ্রেলকে দেখিয়া সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন। ইন্স্পেক্টর

কুট্‌স মিস্ গ্রেলকে চিনিতেন না ; কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি মিঃ ব্লেককে সেই ভাবে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া হা করিয়া মিস্ গ্রেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, সুন্দরী বটে ! কিন্তু এই পরীটি কে ?"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এ কি, মিস্ গ্রেল ! তুমি—"

কিন্তু মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিস্ গ্রেলের মূর্চ্ছা হইল ; সে হঠাৎ পড়িয়া যায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক বাহুপাশ বিস্তার করিয়া তাহাকে বক্ষঃস্থলে আশ্রয় দান করিলেন ।—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই দুই বার !

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিস্ গ্রেলের মূর্চ্ছা দেখিয়াও দমিলেন না, সোৎসাহে বলিলেন, "এই কি জাবেজ নোল্যাণ্ডের সেই যুবতী সেক্রেটারী—যে ফেরার হইয়াছিল ? বাহবা স্মিথ, বহুৎ আচ্ছা বাবা ! জাবেজ নোল্যাণ্ডকে ঐ ভাবে লেজে বাঁধিয়া আনিতে পারিলে তোমাকে কাঁধে তুলিয়া নৃত্য করিতাম। তাহা পারিবে কি ? যদি পার, তাহা হইলে সেই বুড়ো সাইনসের হাতে হাতকড়ি দিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে পার্কমুরে চালান করিতে একটুও বিলম্ব করিব না ।"

দশম পর্ব্ব

সাইনসের ঋণ পরিশোধ

মিস্ ময়া গ্রেলের চেতনা-সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ মিঃ ব্লেকের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিল। মোটর-সাইক্লে তাহার গৃহত্যাগের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—সকল ঘটনার বিবরণ সবিস্তার শুনিয়া মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "জানি হে, সাইনস্ আজ সকালে গাওয়েলের হোটেল হইতে তাহার নিজের বাড়ীতে গিয়াছে;—সে খবর না লইয়াই কি এখানে স্থির হইয়া বসিয়া আছি? স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যা-কাণ্ডের পর সেই বাড়ী হইতেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সে ষোল বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন সাধারণ সার্জ্জেণ্ট মাত্র; কাজেই সেই বাড়ীর থামের মাথায় বাঘের মাথা আছে, কি ভালুকের মাথা আছে, তাহা আমার জানিবার সুযোগ হয় নাই। এবার হয় ত সেখানে যাইতে হইবে।"

কয়েক মিনিট পরে ময়া গ্রেলের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সে একখানি চেয়ারের উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া রহিল; মনের কষ্টে যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; তাহার উপর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল দেখিয়া তাহার চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার অস্বচ্ছন্দতা গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, এবার আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে। সারে জেলার রিপ্‌লের কিছু দূরে সেই বাড়ী। শুনিয়াছি তেলের কারবার করিয়া বিস্তর টাকা পাওয়ায় ঐ স্থানের জমিদারীও সে কিনিয়া লইয়াছিল, আর রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই বাড়ীতে মিস্ গ্রেল কি মতলবে গিয়াছিল? সাইনসের সঙ্গে উহার কোন রকম ষড়যন্ত্র ছিল না কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিস্ গ্রেল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কাতর দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "তুমি থাম হে কুট্‌স! এত ব্যস্তবাগীশ হইয়া লাভ

নাই ; মিস্ গ্রেল যখন নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছে তখন আমরা উহার সকল কথাই শুনিতে পাইব। আমি জানি মিস্ গ্রেল পল সাইনসেরই কন্যা।— আমার এ কথা কি সত্য নহে মিস্ গ্রেল ?"

মিস্ গ্রেল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনি এ সংবাদ কোথায় পাইলেন তাহা জানি না, কিন্তু কথাটি সত্য। আমার জীবনের সকল কথা শুনিবার জন্য আপনার বোধ হয় আগ্রহ হইয়াছে, তাহা সরল ভাবে আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি শুনুন।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুটস নির্ব্বাক-বিস্ময়ে মিস্ গ্রেলের আত্মকাহিনী শুনিতে লাগিলেন। স্মিথও এক পাশে বসিয়া হা করিয়া তাহার কথাগুলি গিলিতে লাগিল।

মিস্ গ্রেল যে সকল কথা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, যদিও সে পল সাইনসের কন্যা, কিন্তু পূর্ব্বদিন মাত্র সে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে সে তাহার পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথাই জানিত না ; তাহার ধারণা ছিল—সে পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা, এবং পরানুগ্রহে প্রতিপালিতা। পল সাইনস্ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যে সময় কাবাগার প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র ; সুতরাং সে তখন কিছুই জানিত না, বুঝিত না। তাহার পিতার কারাদণ্ডের পর হইতে সে গড্‌ফ্রে সার্পল্‌স নামক একজন এটর্নীর পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে সে জানিতে পারে—তাহার নাম ময়া গ্রেল। তাহার বয়স একটু অধিক হইলে সে মিঃ সার্পলস্‌কে তাহার পিতা মাতার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—তাহার পিতা বিনা-অপরাধে অবিচারে কঠিন শাস্তি পাইয়াছেন ; ভবিষ্যতে যদি তিনি কখন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তাহাকে নিজের পরিচয় জানাইয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হন—তাহা হইলে সে প্রাণপণে তাঁহাকে সাহায্য করিবে, তাঁহার অপরাধ-স্খালনের চেষ্টা করিবে, এজন্য তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে বলেন। সে ইহা করিবে বলিয়া মিঃ সার্পল্‌সের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল।

মিস্ গ্রেল এই পর্য্যন্ত বলিলে, মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন,"তোমার পিতা কে,

তাহা তোমাকে জানাইবার জন্য তিনি বোধ হয় কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ?”—নেকড়ের মাথা-অঙ্কিত কাগজখানির কথা হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় তিনি এই কথা বলিলেন।

ময়া গ্রেল মাথা হেলাইয়া বলিল, “হাঁ।”—তাহার পর সে জামার আস্তিন সরাইয়া বাম বাহু-মূল খুলিয়া দেখাইল। সেখানে উল্কীদ্বারা নেকড়ে বাঘের মাথা অঙ্কিত ছিল।—উহাই সাইনস্ বংশের কুল-চিহ্ন।

ময়া গ্রেল বলিল, “এই চিহ্ন দ্বারা আমার পিতৃ বংশের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, বাবার সংবাদ পাইলাম না। তখন আমার ধারণা হইল—তিনি জীবিত নাই। মিঃ সার্পল্‌স আমার পিতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার দয়ায় আমি কোন দিন পিতামাতার অভাব বুঝিতে পারি নাই। আমি লেখাপড়া শিখিলে তিনি আমাকে বড়লোকের সেক্রেটারী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তিনি আমাকে মিঃ জাবেজ নোল্যাণ্ডের সেক্রেটারীর চাকরীটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন। গত বৎসর বিবি-সার্পল্‌সের মৃত্যু হইলে আমি তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করি; কারণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিঃ সার্পল্‌স তাঁহার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া ডিউক ষ্ট্রীটে গাওয়েলের হোটেলে বাস করিতেছেন।

মিঃ নোল্যাণ্ডের চাকরী লইয়া আমি বেশ সুখেই ছিলাম—অন্ততঃ কাল বিকাল পর্য্যন্ত। কাল বিকালে আমি একখানি চিঠি পাই; তাহাতে কিছুই লেখা ছিল না, কেবল একটা নেকড়ে বাঘের মাথা, আর একছত্র লাটিন ‘মটো’ চিঠির কাগজের মাথায় অঙ্কিত ছিল। তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—বাবা মুক্তিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন; ঘটনাটা এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পূর্ব্ব যে কাগজখানি দেখিয়া আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, হঠাৎ আমার মূর্চ্ছা হইল।”

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, এখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম।”

অতঃপর ময়া গ্রেল আশ্বস্ত চিত্তে ধীরে ধীরে তাহার অবশিষ্ট কথাগুলি বলিতে লাগিল।—মিঃ গড্‌ফ্রে সার্পল্‌স তাহাকে বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন—

যেদিন সে ঐরূপ সাঙ্কেতিক পত্রে পিতার মুক্তি সংবাদ পাইবে—সেইদিনই অপরাহ্ণে গাওয়েলের হোটেলে গিয়া সে মিঃ সার্পলসের সঙ্গে দেখা করিবে। মিঃ সার্পলসের এই আদেশ অগ্রাহ্য করিবার তাহার শক্তি ছিল না। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিঃ সার্পলসের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধ এটর্নী তখন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি ময়াকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। পল সাইনস্ সেই কক্ষে বসিয়া ছিল; ষোল বৎসর পরে পিতা-পুত্রীতে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই উভয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত! মিঃ সার্পলস বলিয়া না দিলে ময়া বিশ্বাস করিতে পারিত না যে—সেই বৃদ্ধই তাহার পিতা।

ময়া সেই কক্ষে বসিয়া তাহার পিতার নিকট শুনিতে পাইল—সে যাহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে—সেই জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার পিতার মহাশত্রু; তাহারই অপরাধে তাহার পিতাকে অবিচারে ষোল বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। জাবেজ নোল্যাণ্ড স্বকৃত নরহত্যার অপরাধ তাহার পিতার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।—ময়া এই সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল; এবং মিঃ সার্পলস্ তাহাকে তাহার পিতৃশত্রুর চাকরীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে বলিল—তাহারই ইচ্ছানুসারে ঐরূপ করা হইয়াছিল। তাহার পর তাহার পিতা তাহাকে জাবেজ নোল্যাণ্ডের সম্বন্ধে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহা শুনিয়া ময়ার ধারণা হইয়াছিল—তাহার পিতা জাবেজ নোল্যাণ্ডের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

যাহা হউক, ময়া পিতার আদেশে তাহার বাসা হইতে নিজের জিনিসপত্রগুলি সেই হোটেলে আনাইয়া লইল। সেই রাত্রে সে হোটেলেই থাকিল। ময়াকে তাহার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতে হইল—সে আর কখন জাবেজ নোল্যাণ্ডের বাড়ীতে যাইবে না; কিন্তু ময়া পল সাইনস্‌কে কুণ্ঠিত ভাবে জানাইল—জাবেজ নোল্যাণ্ডের পুত্র জ্যাককে সে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, গোপনে বাগ্দান পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া পল সাইনস্ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ময়াকে আদেশ করিল—সে অবিলম্বে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবে, এবং জ্যাকের

সহিত কখন দেখা করিবে না, বা তাহাকে চিঠিপত্র লিখিবে না—এমন কি, জ্যাক তাহার ঠিকানা পর্য্যন্ত যেন জানিতে না পারে।

অতঃপর পল সাইনস্ ময়াকে প্রচুর অর্থ দিয়া, তাহার যে সকল জিনিসের প্রয়োজন তাহা কিনিয়া লইতে আদেশ করিল, এবং রোলস্ রয়েস্ গাড়ীখানি তাহার ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিল। ময়া সেই গাড়ী লইয়া বাজার করিতে বাহির হইয়া সংবাদ পাইল—জ্যাবেজ নোল্যাণ্ড হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে! তাহার পিতার চক্রান্তেই সে বিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ময়া তাহার প্রণয়ীর বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইল। জ্যাক নোল্যাণ্ড তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক—এ জন্য পল সাইনস্ কোন কৌশলে জ্যাককেও সরাইতে পারে ভাবিয়া ময়া তাহার পিতার 'কারে' এজ্ অয়ার-রোড রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবিলম্বে জ্যাক নোল্যাণ্ডকে সতর্ক করিবার জন্য মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে অনুরোধ করিয়াছিল।

অতঃপর ময়া গাওয়েলের হোটেলে যাইতে চাহিলে রোলস্ রয়েসের 'সোফেয়ার' তাহাকে বলিয়াছিল—কর্ত্তা তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সোফেয়ার গাড়ী লইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ময়া তাহার পিতাকে সেখানে দেখিতে পাইল। সাইনস্ ময়ার গতিবিধি-সংক্রান্ত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিল; ময়া তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া টেলিফোনে মিঃ ব্লেকের সহিত আলাপ করায় সে এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, ময়ার আশঙ্কা হইল—সে তাহাকে খুন করিবে!

ময়া বলিল, "উঃ, কি ভয়ঙ্কর তাঁহার রাগ! মনে হইল—তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছেন; পকেটে পিস্তল থাকিলে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে গুলী করিতেন। আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম; আমার সন্দেহ হইল—তিনি আমার পিতা নহেন। পিতা কি কন্যার প্রতি তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে?—নিষ্ঠুর ব্যবহার ভিন্ন আর কি? তিনি আমাকে দোতালায় লইয়া গিয়া একটা কুঠুরীতে কয়েদ করিলেন; আমাকে আর বাহিরে যাইতে দিবেন না বলিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশে আমার প্রিয়তমকে কঠোর পত্র লিখিয়া তাহার মনে ব্যথা দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই; আর পিতা হইয়া তিনি আমার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন!

এই কি পিতা? আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম—যে উপায়ে পারি পলায়ন করিব—আর কখন তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব না। আমাকে দোতালার যে কক্ষে কয়েদ করিয়াছিলেন, সেই কক্ষের জানালার গরাদেগুলি নাড়িয়া দেখিলাম—একটা গরাদের গোড়া আল্‌গা আছে; আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহা সরাইয়া যতটুকু ফাঁক করিতে পারিলাম। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া অতিকষ্টে বাহির হইলাম; একটা মোটা আইভি লতা মাটী হইতে দোতালার ছাদ পর্য্যন্ত লতাইয়া উঠিয়াছিল। সেই লতা ধরিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া পড়িলাম। আমি বাড়ীর আঙ্গিনা ত্যাগ করিবার সময় কাহারও নজরে পড়িলাম না—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। পথে আসিয়া একখান মোটর-গাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু পাইলাম না। তখন রেলের ষ্টেশনে পৌঁছিবার জন্য দৌড়াইতে লাগিলাম; সেই সময় আপনার সহকারীর সঙ্গে আমার দেখা হইল। উনি দয়া করিয়া উঁহার মোটর-সাইক্লে আমাকে তুলিয়া লইলেন; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে—সকলই আপনি জানেন। এখানে আসিয়াই আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল।—মিঃ ব্লেক, আপনি কি জ্যাককে সতর্ক করিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে বাড়ীতে পাওয়া যায় নাই। আমি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি—সে যেন এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে।—কিন্তু মিস্ গ্রেল, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—তুমি উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি জানি পল নাইনসের সাতটি ছেলে ছিল; তোমার সেই ভাই সাতটি এখন কোথায়? কে কি করিতেছে?”

ময়া গ্রেল মাথা নাড়িয়া বলিল, “কি করিয়া বলিব? আড়াই বৎসর বয়স হইতে তাহাদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। আমার যে ভাই আছে তাহা আজই সকালে জানিতে পারিয়াছি; তাহার পূর্ব্বে সে কথা জানিতে পারি নাই। তাহারা কোথায় আছে—তাহাও জানি না। তবে বাবার কাছে শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সুস্থ দেহে জীবিত আছে; তাহাদের চিনিবার একমাত্র উপায়—তাহাদের প্রত্যেকের বাম বাহু-মূলে উল্কী দিয়া নেকড়ে বাঘের মাথা অঙ্কিত আছে,—আমার হাতে যেরকম দেখিলেন।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুলিশের কায়দা ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "কিন্তু জাবেজ নোল্যাণ্ডের সংবাদ কি?—পল সাইনস্ তাহাকে চুরী করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে? কিরূপেই বা তাহাকে তাহার বাড়ী হইতে লইয়া গেল—সেই কথা বল। তোমার গল্প ত অনেক শুনিলাম; এখন কাজের কথা বল শুনি। জাবেজ নোল্যাণ্ড এখন আছে কোথায়?"

ময়া গ্রেল বলিল, "আপনি পুলিশ বুঝি? কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; ও সকল সংবাদ আমার জানা নাই। আমার বাবার সহিত জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধানের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াও মনে হয় না। বাবা গাওয়েলের হোটেল হইতে আজ সকালে বাড়ী গিয়াছেন। এ কয়দিন তিনি দিবারাত্রি সেই হোটেলেই ছিলেন, একবারও বাহিরে যান নাই; তবে কি তিনি মন্ত্রবলে জাবেজ নোল্যাণ্ডকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তিনি জানিতেন পল সাইনস্ লণ্ডনে আসিয়াই গাওয়েলের হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিল, সেখান হইতে কোন দিন বাহিরে যায় নাই, বা কাহারও সহিত দেখা করে নাই। তথাপি যদি তিনি মিস্ গ্রেলের নিকট কোন সংবাদ পান—এই আশায় কুট্‌স ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ডের অন্তর্দ্ধান-ব্যাপারে পুলিশ পল সাইনস্‌কে জড়াইবে, তাহার উপায় ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পল সাইনসের সংস্রব থাক না থাক, আমি একটা কাজ করিব। পল সাইনসের বাড়ীখানা তল্লাসীর পরোয়ানা বাহির করিবার চেষ্টা করিব; পরোয়ানা পাই উত্তম, না পাইলেও নিজের দায়িত্বে তাহার সেই 'গুহা'র প্রত্যেক অংশ খুঁজিয়া দেখিব। আমার বিশ্বাস, সেখানেই জাবেজ নোল্যাণ্ডকে গুম্ করিয়া রাখা হইয়াছে।"

পল সাইনস্ মিঃ ব্লেককে দেওয়ার জন্য স্মিথের মারফত যে পত্রখানি পাঠাইয়াছিল, মিঃ ব্লেক তখন সেই পত্র পাঠ করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তল্লাসী-পরোয়ানার আর প্রয়োজন কি? পল সাইনস্ আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ

করিয়া পত্র লিখিয়াছে। ছয়টার সময় আমাদের দরজায় তাহার গাড়ী আসিবে।”

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের সেই পত্রখানি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হাতে দিলেন। মূল্যবান কাগজে পত্রখানি লেখা; পত্রের মাথায় সেই নেকড়ে বাঘের মাথা ও লাটীন বয়েৎ অঙ্কিত। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের চক্ষু দু'টি বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইল।—পত্রের মাথার পাশে ঠিকানা ছিল—“রিপ্‌লে-সন্নিহিত গুহা,—সারে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পত্রখানি পাঠ করিলেন,—

“প্রিয় মিঃ রবার্ট ব্লেক, আপনারা যে জটিল সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন,—আমি সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিব শুনিয়া আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন না। এই জন্য আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আপনার এখানে আগমন প্রার্থনীয় মনে করি। আপনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও আপনার সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ঐ সময় এখানে আসিলে সুখী হইব। আমার ‘কার’ অপরাহ্ণে ছয়টার অব্যবহিত পরেই আপনার দরজায় উপস্থিত হইবে; সেই গাড়ীতেই আসিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত পল সাইনস্‌।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “বুড়ো আমাদের ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে! ভাবিয়াছে—গাড়ী পাঠাইলেই তাহার বাড়ীতে গিয়া আমরা তাহার ফাঁদে ধরা দিব! বুড়োর কি বুদ্ধি!—কিন্তু এ ভাবে পত্র লিখিয়া সে আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে? অসম্ভব কি? তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। ভয়ঙ্কর ধড়ীবাজ শয়তান! পত্র ত পাইলে, এখন কি করিবে মনে করিয়াছ ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন, “কি আর করিব?—যাইব। অত বড় লোকের নিমন্ত্রণ কি অগ্রাহ্য করা যায়? সাইনসের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তোমার কি আগ্রহ নাই? কয়েক মিনিট আগেই ত বলিতেছিল—তাহার বাড়ীর সর্ব্বস্থান খুঁজিয়া দেখিবে। সে ত স্পষ্টই লিখিয়াছে—যে রহস্যভেদের জন্য আমরা মাথা ঘামাইতেছি—সেখানে যাইলে তাহার সমাধান হইবে। জাবেজ নোল্যাণ্ডের সন্ধান মিলিবে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তোমার যদি সাহস হয়—তাহা হইলে আমিই কি ভয় পাইব? পত্রখানি ধাপ্পাবাজি না হইলে আর এক ঘণ্টা পরেই তোমার দরজায় তাহার গাড়ী আসিবে।—এখন বেলা পাঁচটা।”

মিঃ ব্লেক ময়া গ্রেলকে বলিলেন, “মিস গ্রেল, তুমি তোমার বাবার বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছ, আর সেখানে যাইবে না বলিলে। আমিও তোমাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিব না; কিন্তু পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এখন কোথায় যাইবে?—যদি আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয়—আমি তাহা করিতে—”

ময়া গ্রেল মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া সবিষাদে বলিল, “আমার উপর আমার বাবার কোন দাবী নাই; আমি আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব না। আমার সেই পুরাতন বাসায় ফিরিয়া যাইব। আমার হাতে কিছু টাকা আছে, যত দিন আর একটা চাকরী জুটাইতে না পারি—কোন রকমে চলিয়া যাইবে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “কুবের-পুত্র যাহার গোলাম, কৃপার ভিখারী—তাহার টাকার অভাব?”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে নীরব থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর মিস্ গ্রেলকে বলিলেন, “তোমার সঙ্কল্প প্রশংসনীয় মিস্ গ্রেল! তোমার বাসার ঠিকানাটা দিয়া যাও, কাল এক সময় সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব। স্মিথ, মিস্ গ্রেলের জন্য একখান ট্যাক্সি ডাক। আমরা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বাহিরে যাইব, তাহার আগেই উহাকে উহার বাসায় পাঠাইয়া দিই।”

মিস্ গ্রেল মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, মিঃ ব্লেক টেলিফোনে জ্যাক নোল্যাণ্ডকে ডাকিলেন। সে তাহার প্রণয়িনীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে শোক-বিহ্বল হইয়া মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হইয়াছিল; সুতরাং ময়া গ্রেলের সংবাদ জানাইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। কিন্তু বিস্তর ডাকাডাকি করিয়াও তিনি তাহার সাড়া পাইলেন না। বোধ হয় সে তখন ময়া গ্রেলেরই সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; জাবেজ

নোল্যাণ্ডের সর্দ্দার-খানসামা জানাইল—ছোট কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া খানিক আগে আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "রকম ত আমার ভাল বোধ হইতেছে না ব্লেক! পল সাইনস্‌ সোজা লোক নয়; গাড়ী পাঠাইয়া আমাদের লইয়া গিয়া সে খানা ও খ্যাম্পেন দিয়া অভ্যর্থনা করিবে—ইহা আশা করিতে পারিতেছি না। যদি কোন বিপদে পড়িতে হয়—তাহার প্রতিবিধানে একটা ফন্দী করিয়াছি। টেলিফোনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জানাইয়া রাখি—আমরা পল সাইনসের 'গুহা'য় যাইতেছি; যদি আমরা রাত্রি বারটার মধ্যে ফিরিতে না পারি—তাহা হইলে এক দল কন্‌ষ্টেবল লইয়া কোন ইন্‌স্পেক্টর যেন সেখানে যাত্রা করেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এই প্রস্তাব অসঙ্গত মনে করিলেন না। ঠিক ছয়টার সময় পল সাইনসের রোল্‌স রয়েস্‌ মিঃ ব্লেকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ সহ সেই গাড়ীতে সাইনসের পল্লীভবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নিঃশব্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, যখন পল সাইনসের 'গুহা'দ্বারে উপস্থিত হইলেন—তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিলেন প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকার প্রতিকক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত।

তাঁহারা সেই অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বারে পদার্পণ করিবামাত্র একজন সুবেশধারী নম্রপ্রকৃতির পরিচারক তাঁহাদিগকে সসম্মানে একটি প্রশস্ত কক্ষে লইয়া গেল, এবং বিনীতভাবে বলিল, "মিঃ সাইনস্‌ কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তিনি একটু ব্যস্ত আছেন, দয়া করিয়া তাঁহার এই বিলম্বের ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।"

মিঃ ব্লেক ভৃত্যের সৌজন্যে প্রীত হইলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ডের গৃহে আহূত হইয়া তিনি কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার স্মরণ হইল; এবং উভয়ের ব্যবহারের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন। এমন কি, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও বলিলেন, "না হে ব্লেক! ফাঁদ-পাতার মত রকম নয় ত? তাই ত বলি—পুলিশের সঙ্গে চালাকী করিতে যাওয়া কি সহজ কাজ!"

তাঁহাদের পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ হইলে তাঁহারা সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া

দেখিলেন, একটি যুবক চেয়ারে একাকী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই মিঃ ব্লেক চমকিয়া উঠিলেন। সে জাবেজ নোল্যাণ্ডের পুত্র জ্যাক!

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া জ্যাক সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি? এই যে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও আপনার পশ্চাতে!—আপনারা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও আপনাকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনিই বা এখানে কেন?"

জ্যাক বলিল, "এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে আজ পল সাইনস্ নামক একটি লোকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লেখা ছিল—আজ সন্ধ্যার পর এখানে আসিলে ময়া গ্রেলের ঠিক সন্ধান জানিতে পারিব। এই জন্যই এখানে আসিয়াছি। ধাপ্পাবাজি কি সত্য, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এখানে না আসিলেও চলিত; কারণ ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে মিস্ গ্রেলকে আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি; সে তাহার সাবেক বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে। আপনাকে এই সংবাদ জানাইবার জন্য আপনার বাড়ীতে টেলিফোন করিয়াছিলাম; আপনার চাকর বলিল,—আপনি বাহিরে গিয়াছেন।"

জ্যাক এই সংবাদে আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিল, "সে তাহার সাবেক বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে! মিঃ ব্লেক, আপনি আমার মৃতদেহে প্রাণ দিলেন।"

জ্যাক নোল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের নিকট সুসংবাদ শুনিয়া আর সেখানে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন বোধে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, এবং দ্বারের নিকট গিয়া দ্বারের হাতল ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিল; কিন্তু দ্বার খুলিল না। দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "যা' ভাবিয়াছিলাম তাই! অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! ঠিক ফাঁদে ফেলিয়াছে; কিন্তু আমিও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। পল সাইনসের হাতে হাতকড়ি লাগাইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন ; তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, পশ্চাদ্দিকের একটি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া বাতায়নের পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন ; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পর্দ্দার অন্তরালে বাতায়ন দেখিতে পাইলেন না, দেওয়ালের গায়ে পর্দ্দা ! তিনি সেই পর্দ্দার আড়ালে মোটা মোটা অক্ষরে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহা পাঠ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল :—

"আশঙ্কার কারণ নাই। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া যাহা দেখিতে পান—দেখুন, যাহা শুনিতে পান—শুনুন।"

মুহূর্ত্তপরে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল ! গম্-গম্ করিয়া একটা গম্ভীর শব্দ হইল, এবং সেই কক্ষের মেঝে লিফ্‌টের দোলার মত নীচের দিকে নামিতে লাগিল।

জ্যাক নোলাণ্ড সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! এ কি ব্যাপার ? মিঃ ব্লেক, আমরা কি পাতালে চলিলাম ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফাঁদ ! ফাঁদ !—পাতাল-মুখো ফাঁদ !"

মিঃ ব্লেক বিরক্তিভরে বলিলেন, "ভয়েই মরিলে যে ! বিজ্ঞাপনে কি লেখা আছে দেখিয়াছ ? মুখ বুঁজিয়া দেখ ও কান পাতিয়া শোন। আমার বিশ্বাস, পল সাইনস্ আমাদিগকে কোন রকম বিস্ময়কর দৃশ্য দেখাইবে। সম্ভবতঃ ভূগর্ভে কোন প্রকার অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় সেই কক্ষ স্থির ভাব ধারণ করিল। খট্ করিয়া দ্বার খুলিবার শব্দ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু সেই কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন—তাহা অতি অদ্ভুত, ভীষণ ও লোমাঞ্চকর !

তাঁহারা সুদীর্ঘ লোহার গরাদে-পরিবেষ্টিত একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ সম্মুখে দেখিতে পাইলেন ; তাহা ওল্ড বেলীর 'সেণ্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে'র অনুরূপ ! সেই বিচারালয়ের সহিত ইহার বিন্দুমাত্র পার্থক্য লক্ষিত হইল না। তাঁহারা চারিজনে স্তম্ভিত হৃদয়ে স্তব্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মিঃ ব্লেক ইহা ইন্দ্রজাল মনে

করিয়া দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার ঠিক সম্মুখেই বিচারকের এজলাস; এজলাসের এক পাশে আসামীর কাঠরা, অন্য পাশে সাক্ষীর কাঠরা।—এজলাসের নীচে কৌন্সিলীদের চেয়ার টেবিল!

এই দৃশ্য দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের হাত ধরিলেন, এবং সবেগে নাক ঝাড়িলেন। কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তাঁহার এই মুদ্রাদোষটি প্রবল হইয়া উঠিত। তাঁহারা বিচারকের আসনে পরচুলা ও লোহিত পরিচ্ছদধারী একজনকে উপবিষ্ট দেখিলেন; কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ সেই বিচারক-বেশীর ভ্রূ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে আবৃত। জুরীর আসনে দ্বাদশজন জুরী উপবিষ্ট; তাহাদের মুখও ঐ ভাবে আবৃত।

হঠাৎ আসামীর কাঠরার দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ঐ—ঐ!"

সকলে সেই দিকে চাহিলেন; ঐরাবতের ন্যায় বিশালদেহ জাবেজ নোল্যাণ্ড ফুটবলের ন্যায় মসৃন মস্তকটি অনাবৃত করিয়া আসামীর কাঠরায় দণ্ডায়মান। তাহার দুই পাশে ওয়ার্ডারের উর্দ্দীধারী দুইজন প্রহরী।

জ্যাক নোল্যাণ্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "ঐ যে বাবা!—বাবা ওখানে কেন?—এ কি ব্যাপার, মিঃ ব্লেক!—বাবাকে কি উহারা উহাদের অভিনয়ে আসামীর পাঠ দিয়াছে? কি বিড়ম্বনা!"

মিঃ ব্লেক কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু জাবেজ নোল্যাণ্ডকে আসামীর কাঠরায় দেখিয়া ব্যাপার কি তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তপরে বিচারক-বেশধারী গম্ভীর স্বরে বলিল, "জুরী মহোদয়গণ, আপনারা কি রায় প্রকাশ করিবেন—তাহা বিবেচনা করিয়াছেন কি?"

জুরীদের আসন হইতে মুখোসাবৃত একমূর্ত্তি বলিল, "হাঁ, করিয়াছি।"

প্রশ্ন হইল, "আসামী দোষী কি নির্দ্দোষ?"

উত্তর হইল, "দোষী।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে বিচারক ও জুরীদের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাঁপাইতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিতে

লাগিল।—এই দৃশ্য এরূপ সত্যবৎ হৃদয়স্পর্শী যে, মিঃ ব্লেকও বিচার দেখিতেছেন কি রঙ্গালয়ের বিচারাভিনয় দেখিতেছেন—তাহা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিচারকের আসনে বসিয়া যে ব্যক্তি বিচারপতির অভিনয় করিতেছিল—সে তখন ভয়ার্ত্ত জাবেজ নোল্যাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল, "জাবেজ নোল্যাণ্ড, ন্যায়বিচারে তুমি স্কট্ স্যাণ্ডার্সের হত্যাকারী বলিয়া দোষী প্রতিপন্ন হইয়াছ। জুরীদের এই রায়ের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। জুরীদের নিকট ইহা সন্তোষজনক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তুমি হতভাগ্য স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে বিনা দোষে অকারণ গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ, এবং সেই অপরাধ অন্য ব্যক্তির উপর আরোপ করিয়া তোমার প্রাপ্যদণ্ড তাহাকেই ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছ। আমি তোমার দণ্ড বিধানের পূর্ব্বে—তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বলিবার অনুমতি দান করিলাম; তোমার কি বলিবার আছে?"

জাবেজ নোল্যাণ্ড দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "ইহা সত্য, ইহা সত্য; আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি। হাঁ, আমিই স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিলাম। আমি এ কথা স্বীকার করিতেছি। আমি স্বীকার করিতেছি—আমি সাইনসের আফিসের বাহিরে দাঁড়াইয়া উহাদের কলহ শুনিতেছিলাম। আমি সাইনসের আফিসের ডেস্ক হইতে তাহার পিস্তল চুরী করিয়া পকেটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সাইনস্ কলহ শেষ করিয়া তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র আমি তাহার আফিসে প্রবেশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিলাম;—তাহার পর পিস্তলটা তাহার মৃতদেহের কাছে ফেলিয়া-রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। শব্দ শুনিয়া সাইনস্ যখন খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া, স্যাণ্ডার্সের মৃতদেহের কাছে দাঁড়াইয়া পিস্তল পরীক্ষা করিতেছিল—সেই সময় আমি পুনর্ব্বার অন্য একজনের সঙ্গে তাহার আফিসে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম। বিচারালয়ে আমার সাক্ষ্যে সাইনসের অপরাধ প্রতিপন্ন হইয়াছিল।"

"তুমি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করিতেছ?—তোমার কথা সত্য?"

জাবেজ নোল্যাণ্ড অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ সত্য। আমি অপরাধ স্বীকার

করিতেছি ; এ কথা আমি লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। দোহাই পরমেশ্বরের! আমাকে এখান হইতে দূরে লইয়া যাও। আর আমার সহ্য হয় না।"—নোল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ; জাল প্রহরীদ্বয় তাহাকে আসামীর কাঠরা হইতে নামাইয়া লইল।

সেই মুহূর্ত্তে সেই নকল বিচারাসন হইতে জাল বিচারক এক লম্ফে এজলাসের নীচে আসিল, এবং তাহার পরচুলা ও বিচারকের পরিচ্ছদ অপসারিত করিয়া মুখের মুখোস খুলিয়া ফেলিল ;—তখন সকলেই দেখিলেন সে পল সাইনস্! তাহার মুখ আরক্তিম, চক্ষুতে প্রতিহিংসার অনল।—সে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মহোদয়গণ, আপনারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। আপনারা এই অপরাধীর স্বীকারোক্তিও (confession) শ্রবণ করিলেন। এই নরপিশাচ স্বয়ং নরহত্যা করিয়া, সেই অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছিল। তাহার অপরাধের জন্য আমাকে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর কঠোর দণ্ড সহ্য করিতে হইয়াছে ; দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে এই হতভাগা আপনাদের সম্মুখে সকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। এই বার আমি সুবিচারের দাবী করিতেছি। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ওল্ড বেলীর বিচারালয়ে যে সুবিচারে আমাকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহাতে আমার যথার্থ দাবী আছে কি না—আপনারা বিবেচনা করুন।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হাঁ, পল সাইনস্ সুবিচারের দাবী করিতে পারে ; কিন্তু সে নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য কি লোমহর্ষণ অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে! সে এই বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু অবিচারে তাহাকে যে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে—পৃথিবীর কোন বিচারালয়ে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে না।"

মিঃ ব্লেকের সম্মুখস্থ 'বিচারালয়ে'র আলোকরাশি সহসা নির্ব্বাপিত হইল, এবং তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা যে কক্ষে বসিয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, সেই কক্ষের দীপগুলি এক সঙ্গে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নকল বিচারালয়ের দিকে সেই কক্ষের যে দ্বার ছিল, তাহাও সশব্দে রুদ্ধ হইল।

মিঃ ব্লেক অন্ধকারে ছিলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গীগণের মুখ দেখিতে পান নাই; সেই কক্ষ আলোকিত হইলে দেখিলেন, জ্যাক নোল্যাণ্ড দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মিঃ ব্লেক তাহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলে সে বলিল, "উঃ কি ভীষণ শোচনীয় দৃশ্য! বাবার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! কোন্ অভাবে তিনি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আমি নরহন্তার পুত্র! কি করিয়া ভদ্র সমাজে মুখ দেখাইব মিঃ ব্লেক!—সাইনস্ কি এই দৃশ্য দেখাইবার জন্যই আমাকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার পিতার অনুকূলে আমার কিছুই বলিবার নাই; পল সাইনসের ব্যবহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর; কিন্তু তুমি স্মরণ রাখিও—তোমার পিতার অপরাধেই তাহাকে ষোল বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। ময়া গ্রেল তাহারই কন্যা। আমার বিশ্বাস, এই কঠোর পরীক্ষার পরও তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।"

সহসা সাইনসের উত্তেজনাপূর্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। সে বলিল, "আমি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি—তাহা আইনসঙ্গত না হইতে পারে, সে জন্য আমাকে দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে আইনের যাহা সাধ্য হয় করিতে পারে—আমি সে ভয়ে কাতর নহি। আপনারা মনে করিবেন না—এখানেই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। এখনও অনেককে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। যত দিন আমার ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হয়, তত দিন আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

এই ঘটনার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে মিঃ ব্লেক ও তাহার সঙ্গীরা (কুট্‌স, জ্যাক প্রভৃতি) অন্য একটি কক্ষে নীত হইলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য জাবেজ নোল্যাণ্ড একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট; তাহার শূন্য দৃষ্টিতে হতাশ ভাব পরিস্ফুট। অদূরবর্ত্তী টেবিলে তাহার স্বাক্ষরিত অপরাধ-স্বীকার পত্র! সে স্বয়ং ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে স্ব-ইচ্ছায় হত্যা করিয়াছিল—ইহা সে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "আইনের ভার তোমার স্বহস্তে লইবার

কোন অধিকার নাই পল সাইনস্! জাবেজ নোল্যাণ্ডের উপর জবরদস্তী করিয়া, চাতুর্য্যের সাহায্যে তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়াছ; এই স্বীকারোক্তির (confession) উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্তি হইতে পারে না।"

পল সাইনস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কে বলে জবরদস্তী করিয়া, চাতুর্য্য বলে এই স্বীকারোক্তি লিখাইয়া লওয়া হইয়াছে? ইহা সে স্বেচ্ছায় লিখিয়া দিয়াছে। আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট মনে করি।"

জাবেজ নোল্যাণ্ড বলিল, "হাঁ, আমি স্বেচ্ছায় উহা লিখিয়া দিয়াছি; আমি উহার এক বর্ণও প্রত্যাহার করিব না। (I shan't retract a single word of it.) আমি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম—সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি, আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার সাইনস্! আমি সত্যই তোমার ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিয়াছি, তাহার পূরণ হইবার আশা নাই। তুমি আমাকে এক দিন কারাকক্ষে রাখিয়াছিলে, তাহাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি—গত ষোল বৎসর কারাগারে তোমাকে কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে! যদি তোমার এই ক্ষতি পূরণ করা আমার সাধ্য হইত—"

পল সাইনস্ ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "আমার ক্ষতি পূরণ করা তোমার অসাধ্য। তুমি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে তাহার প্রতিফল দেওয়ার জন্য আমি গত ষোল বৎসর ধরিয়া যে উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছি,—প্রতিদিন বিপুল চেষ্টায় যে শৃঙ্খল গাঁথিয়া তুলিয়াছি—তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমাকে যে দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে, দিবা রাত্রি যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে,—তোমাকেও তাহা সহ্য করিতে হইবে—ইহাই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা; কিন্তু আমার সেই প্রতিজ্ঞা এখনও পূর্ণ হয় নাই। তুমি যে কারাগারে এক দিন বাস করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলে, তাহা কারাগার নহে—তাহার ছায়া মাত্র। আজ তুমি যে বিচারালয়ে নীত হইয়া বিচার দেখিলে—তাহা বিচারালয়ের নকল ও বিচারের অভিনয় মাত্র—তোমার বন্ধুগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই সকল কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য আমার হিতৈষী বন্ধুগণ গত ষোল বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন; এই জন্য আমি কারাগারে

থাকিলেও কোন কার্য্যের ক্রটি হয় নাই। কেবল এই ভয় ছিল—আমার মুক্তি-লাভের পূর্ব্বে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার সকল আয়োজন ও পরিশ্রম 'ব্যর্থ হইবে,—তোমার শয়তানীর প্রতিফল দিতে পারিব না; কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। কিন্তু তুমি একা নহ—আর যাহাদিগকে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—তাহারাও একে একে তোমার পরে আসিবে; তাহাদের প্রত্যেককেই যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। আমি সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সক্রোধে বলিলেন, "সাইনস্, তোমার এই আস্ফালন এখন বন্ধ রাখিলেও ক্ষতি নাই; তুমি যথেষ্ট মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছ! এইরূপ বর্ব্বর ব্যবহার করিতে ভদ্র লোকের লজ্জা হইত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বর্ব্বরতা কি? চুরী—মানুষ চুরী, মানুষ গুম্!—আমি তোমাকে এ জন্য গ্রেপ্তার করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাইব, পল সাইনস্!"

সাইনস্ বলিল, "কিন্তু এখনও আমি তোমার এলাকার বাহিরে। তুমি আমার সঙ্গে লণ্ডনে চল। আজ রাত্রি নয়টার সময় হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা করিবার কথা; তোমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে তোমার দেখা করিবার কথা আছে? অসম্ভব!"

সাইনস্ হাসিয়া বলিল, "তুমি ত সঙ্গেই থাকিবে, এবং আমি তোমার চক্ষুও বাঁধিয়া রাখিব না। তাঁহার নিজের বাড়ীতেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেন্; তোমাকে সেইখানেই যাইতে হইবে।—আমি তাঁহার নিকট আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। ইহা একটু অসাধারণ ব্যাপার; কিন্তু জোগাড়-যন্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পৃথিবীতে কোন্ কাজটাই বা অসম্ভব?"

মিঃ ব্লেক যে রোল্‌স রয়েসে লণ্ডন হইতে পল সাইনসের 'গুহা'য় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার সঙ্গে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও জ্যাবেজ নোল্যাণ্ডও সেই গাড়ীতেই ছিলেন। গাড়ী লণ্ডনের হোয়াইট

হল-সন্নিহিত একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইলে—সকলেই সেই গাড়ী হইতে নামিলেন; সেই রাত্রে সেখানে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইল।

হোম সেক্রেটারী মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েট বিনাড়ম্বরে একটি কক্ষে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ড তাঁহার নিকট অতীত অপরাধ স্বীকার করিল। সে ষোল বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে স্কট্ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করিয়াছিল সেই কাহিনী হোম সেক্রেটারী গম্ভীর ভাবে মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন; এবং জাবেজ নোল্যাণ্ড ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ রবার্ট ব্লেকের সাক্ষাতে সে অপরাধ-স্বীকারের পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল—তাহা তাঁহারা সনাক্ত করিলেন।

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "সাইনস্, তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। তোমাকে অপরাধ-মুক্ত বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; আমরা তোমাকে ইহাই অঙ্গীকার করিতে পারি। তবে তুমি তোমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল আইন-বিগর্হিত কাজ করিয়াছ—সেই অপরাধে তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারা প্রযুক্ত হইবে কি না—এটর্নী-জেনারেল তাহা নির্দ্ধারিত করিবেন। আমার মনে হয়—এ সকল ব্যাপার লইয়া আর অধিক লোক-জানাজানি না করাই বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক একবার পল সাইনসের ও একবার হোম সেক্রেটারী মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েটের মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কি দেখিতেছিলেন। তিনি হোম সেক্রেটারীর কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই; সুবিচারের গৌরব রক্ষার জন্য এই ব্যাপার আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার সহিত আমার একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাপার আর অধিক দূর না গড়ায়—এই উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রার্থনা।"

হোম সেক্রেটারীর ইঙ্গিতে আগন্তুকগণ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পল সাইনসের কক্ষান্তরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহাকেও উঠিতে হইল। মিঃ ব্লেক একাকী প্রাইভেট সেক্রেটারীর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েট, আপনার বাম বাহুমূলে উল্কী দ্বারা যে কুল-চিহ্ন অঙ্কিত আছে—তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত চিহ্ন ; এরূপ কুল-চিহ্ন সাধারণতঃ দুর্লভ।—আপনি অল্পকাল পূর্ব্বে বলিতেছিলেন, এ সকল ব্যাপার লইয়া লোক-জানাজানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমার বিশ্বাস, সে পথ বন্ধ করাই প্রার্থনীয়, এবং সহজেই তাহা বন্ধ হইতে পারে।"

হোম সেক্রেটারী হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; তিনি দুই এক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই দেখুন।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাম হস্তের আস্তিন গুটাইয়া, বাহুমূলে নেকড়ে বাঘের মাথার ছবি দেখাইলেন, তাহা নীলবর্ণ উল্কী দ্বারা অঙ্কিত ছিল !"

মিঃ ব্লেক তাহা দেখিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি উহা জানিতাম।"

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন মিঃ ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"আমি জানিতাম সাইনস্‌-বংশের সকলেরই বাম বাহুমূলে ঐ চিহ্ন আছে ; এবং আপনার বাহুমূলেও ঐ চিহ্ন আছে ইহা আমি অনুমান করিয়াছিলাম। কারণ পল সাইনসের মুখের সহিত আপনার মুখের সাদৃশ্য এতই অধিক যে, ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে যুবক সাইনসের চেহারা ঠিক আপনার চেহারার মতই ছিল—এ কথা অনায়াসে বলিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন, পল সাইনসের প্রতি আপনার ব্যবহারও একটু বিচিত্র বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আপনি তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। জাবেজ নোল্যাণ্ড যে রাত্রে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই রাত্রে আপনি তাহার পাশের বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকা মিঃ লাটিমার বিগ্‌সের বাস-ভবন। এ অবস্থায় তিনি যদি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে জাবেজ নোল্যাণ্ড তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে কোন্‌ পথে অদৃশ্য হইয়াছিল—তাহা আমি খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব না ; এবং আশা করি আপনিও আপনার বিরুদ্ধে আলোচনার পথ বন্ধ করিবেন।"

মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েট অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে মিঃ ব্লেক ! আমি পল সাইনসের-পুত্র-ইহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু আপনি

বোধ হয় জানেন রক্ত জল অপেক্ষা ঘন ; (blood is thicker than water.) তথাপি আমি তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া আইনের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছি, এ কথা আপনি বলিতে পারিবেন না। আমি প্রথম হইতেই জানি তিনি নিরপরাধ ; অন্তের অপরাধে তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল অতি কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, এই একটি কাজ ভিন্ন অন্য সকল কাজ আমি নিরপেক্ষ ভাবে ও পদোচিত যোগ্যতার সহিতই সম্পাদন করিয়াছি।—অতঃপর এই সকল ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা না হয়, এবং কলঙ্কপ্রচারের পথ রুদ্ধ হয়—আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার আদেশে জাবেজ নোল্যাণ্ড হাজতে প্রেরিত হইবে, এবং সে দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে অপরাধ করিয়াছিল সেই অপরাধের বিচার হইবে। আমার বিশ্বাস—এবার তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে, এবং আমার পিতা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (as my father prophesied) তাহা সফল হইবে ; হাঁ, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।—আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ ব্লেক, নমস্কার !"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে হোম সেক্রেটারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুইদিন পরে দৈনিক-পত্র সমূহে মিঃ ব্লেক দুইটি সংবাদ পাঠ করিলেন। একটি সংবাদ, নবনিযুক্ত নবীন হোম সেক্রেটারী মিঃ জন সেল্‌বি ওয়েট ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ভূগর্ভস্থ রেল-ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম হইতে পদস্খলন হইয়া নীচে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংবাদ—মিঃ লাটিমার বিগ্‌স কে, সির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অবিলম্বে দেশান্তরে যাত্রা করিতেছেন।

মিঃ ব্লেক তৎপর দিন তাঁহার চিঠির বাক্সে একখানি পত্র পাইলেন।—পত্রে কোন কথা লেখা ছিল না, কেবল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাতটি নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল! মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, উহা সাইনসের নিজের ও তাহার অবশিষ্ট ছয় পুত্রের নিদর্শন। এই সপ্তরথী মিঃ ব্লেকের এবং সাইনস্ যাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহাদের বিরুদ্ধে যে ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইবে—পত্রখানি তাহারই ইঙ্গিত বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল ; কিন্তু সেই সংগ্রাম কখন কি উপলক্ষে আরম্ভ হইবে, এবং সাইনসের এক পুত্রের মৃত্যু হইলেও তাহার

জীবিতাবশিষ্ট ছয় পুত্র কোথায় কি ভাবে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল—তাহা জানিতে না পারায় তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই বিস্ময়াবহ প্রতিহিংসা-বিবরণ আমাদের হস্তগত হইলে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা যথাসময়ে জানিতে পারিবেন। নমুনা দেখিয়া অনুমান হয়—তাহা মিস্ আমেলিয়া কার্টার ও ডাক্তার সাটিরার অদ্ভুত কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক ও লোমাঞ্চকর হইবে।

আর একটি সংবাদ দিয়া আমরা এই আখ্যায়িকার উপসংহার করিব।—জাবেজ নোল্যাণ্ডকে আসামীর বেশে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তাহার হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল ছিল; দুঃখ কষ্টে, আতঙ্কে ও হৃদ্রোগে (a heart attack) হাজতেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার অপমান-লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত, অনুতপ্ত জীবনের অবসান কি শোচনীয়! তাহার পুত্র জ্যাক নোল্যাণ্ড পল সাইনসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছয় মাস পরে অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করিল।

সমাপ্ত

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভগবৎ কৃপায় আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'রহস্য-লহরী' নিয়মিত সময়েই প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান বর্ষে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে শারদীয় মহাপূজা। এজন্য কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই প্রেস বন্ধ হইবে; তাহার পর প্রেস খুলিলে, কার্ত্তিক মাসের 'রহস্য-লহরী' প্রকাশিত হইতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে—এই আশঙ্কায় আমরা ভাদ্র, আশ্বিন, ও কার্ত্তিক তিন মাসের ১২৮।১২৯।১৩০ নং 'রহস্য-লহরী' পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছি। কার্ত্তিক মাসের প্রধান প্রধান বাঙ্গলা মাসিকগুলিও পূজার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে; আমরাও তাহাই করিব—এইরূপ ইচ্ছা আছে। তবে দৈব প্রতিবন্ধকতার উপর মানুষের চেষ্টা নিষ্ফল; বিশেষতঃ, 'রহস্য-লহরী' প্রেস শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিবার সম্ভাবনা আছে।

রহস্য-লহরীর নিয়মিত গ্রাহকগণের নিকট উক্ত তিন খণ্ড উপন্যাস (১২৮। ১২৯।১৩০ নং) ভি, পি যোগে একত্র প্রেরিত হইবে। পুস্তকগুলি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকাগণের সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে—সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করি 'রহস্য-লহরী'র হিতৈষী গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত উক্ত তিনখানি উপন্যাসের পার্শেলটি দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। দুইখানির স্থানে তিন মাসের তিনখানি কৌতূকাবহ ও প্রীতিকর উপন্যাস একত্র গ্রহণে যাঁহাদের অসুবিধা আপত্তি হইবে, তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া সংবাদ দিলে, তাঁহাদের নিকট কার্ত্তিক মাসের শারদীয় উপন্যাস প্রেরণ না করিয়া কেবল ভাদ্র ও আশ্বিন-সংখ্যাই পাঠাইব। যাঁহারা কার্ত্তিকের 'শারদীয় সংখ্যা' ঐ-সঙ্গে চাহেন, তাঁহারা দয়া করিয়া 'রহস্য-লহরী' আফিসে সংবাদ দিবেন। আশা করি আমাদের হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্যানুরাগী গ্রাহক গ্রাহিকাগণ প্রেরিত পার্শেলগুলি ফেরত দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না; তাঁহাদের অনুগ্রহে রহস্য-লহরী এতকাল পরে নিয়মিত ভাবে প্রচারের সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইল। তাঁহারা কি ইহার নিয়মিত প্রচারে অসন্তুষ্ট হইবেন?

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৫। বিনয়াবনত—**কার্য্যাধ্যক্ষ**

'রহস্য-লহরী'র ১ম উপন্যাস'

বিধির বিধান

বহু নূতন গ্রাহক ও গ্রাহিকার অনুরোধে দীর্ঘকাল পরে পুনঃ-প্রকাশিত হইতেছে
পূজার পূর্ব্বেই ছাপা শেষ হইবে। 'রহস্য-লহরী'র যেসকল গ্রাহক গ্রাহিকা,
এই ১ম উপন্যাস বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হওয়ায়—এতদিন সংগ্রহ
করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পত্র লিখিলে 'বিধির বিধান'
অন্যান্য নব প্রকাশিত খণ্ডের সহিত একত্র তাঁদের নিকট
প্রেরিত হইবে। একখানি মাত্র পুস্তক ভি, পি,
করিবার সুবিধা হয় না; কারণ ডাকের
ব্যয় অত্যন্ত বেশী পড়ে। 'রহস্য-
লহরী'র প্রথম উপন্যাসের
নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

—•O•—